বিজয়নগরাধিপ মহারাজা রাম

নাটক।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।



কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৭

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

মহারাজা রাম	বিজয় নগরের অধিপ।
রাণী	
মন্ত্রী।	
হেমাঙ্গিনী ও হেমাবতী	রাজার দুহিতা।
কুমার	রাজার পুত্র।
ভদ্রক	রাজপরিবারের পালিত, কুমারের বন্ধু।
যশরাজ ও মহিমান	প্রধান নাগরিক, রাজার বন্ধু।
মোহিনী	কুহকিনী, রাণীর সহচরী।
অম্বালিকা	হেমাঙ্গিনীর সহচরী।
জীবন	ঐ সহচর।
	যুদ্ধাগত রাজগণ, সেনাপতি ও সৈন্যগণ পরিচারিকাবর্গ কৃষকদ্বয় ইত্যাদি।

বিজয় নগরাধিপ মহারাজারাম নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিজয়নগর, চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব ও নগরসজ্জা।
একটী রাজপথে মহিমান ও যশরাজের প্রবেশ।

যশ। কুসুম উৎসবের এমন ধুম, আর
কখন হয় নি। শোভা সজ্জায় সহর
শতদলে ফুটেছে ; আনন্দ দিক্ ব্যেপে
তরঙ্গায়িত হচ্চে।

মহি। রাণীর উৎসাহেই
উথলে উঠেছে এত।

যশ। আশ্চর্য্য ! এ দিকে
স্বামীর অবস্থা এই, আমোদের মেলা-
খেলা, কিসে ভাল লাগে।

মহি। কার ভাব কেটা

জানে ; কিন্তু আমরা তাঁর বন্ধু, সত্যই,
এ আমোদ আমাদের বিষবৎ।

যশ। আরো,
নগরই রাজ্যের মুখ, রাজা আঁখি তার ;
আঁখি মুদে, মুখে হাসি ভাল কি দেখায় ?

মহি। সত্য, আহা, হেন রাজা কি রকম করে
জানি বল, আমরা তাঁর বিকৃতি কারণ ;
ঝাঁপ দিয়া পড়্‌তে ইচ্ছা তাঁর উদ্ধারেতে।—
(ক্ষণ বিরামে)
রাণীর শোক(ই) এর, অবশ্য কারণ।

যশ। আঃ,
কি বল বা, অপরে আসক্ত, মুগ্ধ, অন্ধ
হয়ে যিনি, মুখ(ও) দেখ্‌তে যার চান নাই,
সিংহাসনচ্যুত করে, অজ্ঞাত বাসেতে
রেখে এক রূপ, কি লাঞ্ছনা করেছেন,
তাঁরই মৃত্যুতে কি এত হয় ? অসম্ভব !

মহি। হাঁ, তা, কিন্তু—উৎপত্তিএর, পরক্ষণেই,
মৃত্যু সম্বাদটার। ভোজ বাজীময়, এ
মানব চরিত্র ; ছোঁয়া পেলে কিছুরির,
কি দ্রব্য কি গুণে, ভাব অদ্ভুত দেখায়।
মন(ও) নিজে আপনিই কখন উন্মত্ত,
কখন রিপু-আগুনে ছার ধাতু মাত্র।

মাংসের এ, রস ও উত্তাপে, কতক্ষণ
থাকে বল বিবেক আকাশ পরিষ্কার?
জীবনের খেলা ভাই, কিছুই বলোনা।
কিছুই অসম্ভব নয়; যে জন একদা,
পাষাণে পরিণত প্রেম, ভাঙ্গ্‌তে পেরেছে
নূতন প্রেম লেগে, সে আবার যে, পূর্ব্ব
প্রণয়েরি জন্য, ক্ষিপ্ত, উন্মাদ হবে না,
কে বলিতে পারে?

যশ। হাঁ তা বটে; কিন্তু—আচ্ছা,
চল, কাল একবার পীড়াপীড়ি করে,
দেখ্‌ব গিয়ে তাঁরে; বার যদি কর্‌তে পারি
নিগূঢ় ভাব।

মহি। কিন্তু তা, বল্‌চি আমি আগে,
দেখ্‌বে তুমি, প্রকাশ পেলে ভাব, সে আর
কিছু নয়, দুশ্চিন্তা, যে কারণেরি হোক্‌।
আর কি কারণে হবে, (সৌভাগ্য প্লাবনে,
দিক্‌ ভাসিতেছে তাঁর) শোক চিন্তা বই।
দেখনি কি, চিন্তা তাঁর খেই ছাড়া নয়,
বয়ে পড়েছেন্‌ দূরে যদিও কোথায়,
প্রকাশ পায় যা, সে, একই চিন্তা-পথের
আড্‌ডায় নিশ্বাস ফেলা। বায়ু রোগ মাত্রে
নর, আত্ম জ্ঞান হত, ভাসিয়া বেড়ায়।

মহারাজারাম।

আত্ম জ্ঞান দৃঢ় এঁতে, গভীরে গভীরে।
চেতনে তুলিলে, তিনি কঠিন শ্রমেতে
কি খনিতে খাট্‌ছিলেন, স্পষ্ট বুঝা যায়,
অঙ্গের ক্লেদ দেখে ; বিভ্রমে ভাষা ধৌত
অঙ্গ নয়।

যশ। যাই হোক, এমন সময়ে,
বিশেষ চেষ্টাই এর করাই উচিত।
বায়ু রোগই, বাহ্য ভাবে বোধ যেন হয়।
কেমন কেমন ভাব, নিভৃতে পলাতে
কেন ইচ্ছা ; কি করেন সেথা, কিবা আছে ?

মহি। যাই হোক, প্রকাশ যদি পায়, দেখিবে
তখনি, এখন কি কাজ। এস এখন ?

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

একটি গৃহ।

হেমাঙ্গিনী চিন্তাভরে উপবিষ্ট, হেমাবতী দাঁড়াইয়া।

হেমাব। আমার পাখিটিকে জীবন বুঝি ধর্ত্তে
পারেনি। যে উৎসবের গোল, কোথাও ত

পাবে না বস্‌তে, হয় ত উড়ে উড়ে কোথা
গিয়ে পড়্‌বে। দিদি, তার ত বাসা নেই, তা
সে কি এই রাতে কোথা মরে যাবে?—যদি
তা যায়, তবে আমি এই রাত্তিরকে শাঁপ
দেব, এ চাঁদের মুখ আর কখনই
দেখ্‌ব না।

হেমাঙ্গি। (হেমাবতীর মুখ পানে তাকাইয়া)
কি সুন্দর এ, হেমা, তুমি স্নেহ
শিখেছ, ব্যাকল হতে শিখেছ, দরদ
শিখেছ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)
আহা, আঃ, কি চমৎকার বস্তুই
হে ঈশ্বর, মানবহৃদে তুমি দিয়েছ;
বিদ্যুৎও কখন মেঘে এমন সুন্দর
ক্রীড়া কর্‌তে পারে না!
(হেমাবতীকে বিস্মিত দেখিয়া)
তুমিও এক দিন,
হেমা, এই স্নেহের ছবি ছিলে। মায়ের
চক্ষু, তুমি নড়িলে চমকিত, ছুটিলে
আকুল হতো, পড়িলে অন্ধকার দেখ্‌ত।
সেই চক্ষু প্রহরী তোমার ঘুমায়েছে।
সেই প্রীতির চামর, সুখের দোলন
বাহু-যুগ নেই আর। সকল ভয়ের

নিরাপদ হৃদ-দুর্গ সেই, ভেঙ্গে গেছে।
এমন বস্তুতে তুমি বঞ্চিত হয়েছ,
হেমা, মিল্‌বে না যা আর, সংসার দিলেও!
(দীর্ঘ নিশ্বাসে অধোমুখ)

হেমাব। হা মা, মা গো, তুমি কোথায়! (রোদন)

হেমাঙ্গি। না না আর তাঁর,
নাম ধরে ডেকো না, ডেকো না আর তাঁরে।
খুব(ই) তোম্‌রা করেছ তাঁর, অগ্নি কুণ্ডের
খুঁটি হয়ে, পোড়ায়েছ রেঁধে তোম্‌রা তাঁরে।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ায়েছ গৃধ্র কুল দিয়ে,
ঝুলাইয়ে রেখে এই সংসার আগায়,
হৃদের বড়সী হয়ে।

হেমাব। ও মা!

হেমাঙ্গি। জান না তা?
তোমারই যন্ত্রণা হেতু হয়েছিলে তাঁর,
যখন, এ জীবন-যোগের ধ্যাত তাঁর,
শাঁপ-বর দিয়ে তাঁরে ত্যজিলেন, করে,
হৃদ-রাজ্য অন্ধকার, সংসার শ্মশান
মাত্র, কিবা আর ছিল ইহ লোকে তাঁর,
অপমান, ঘৃণা, লজ্জা, অনুতাপ আদি
অসহ্য দহন মাঝে, ছট্‌ফটি বিনা।
তোমরাই তখন, হেমা, বাধা হতে তাঁর,

শান্তিরাজ্য পলানার, জুড়াবার স্থান ।
একবার তোমাদের আছাড়িয়া ভূমে
ফেলে পলাতেন, এসে সরোদনে পুন,
বার বার মুখচুম্ব করিতেন স্নেহে,
যত্নের হারান ধন পেয়ে যেন বুকে ।—
ওঃ হেমা, কি জঘন্য পাপ জীব আমরা ;
নিশ্চিন্ত রয়েছি আমরা এ সকল ভুলে !

(দীর্ঘ নিশ্বাস)

হেমাব । হা মা, মা আমার, মা—(অত্যন্ত রোদন)

হেমাঙ্গি । (হেমাবতীকে ব্যাকুল দেখিয়া মনে মনে)

কি কর্‌লাম !—কেঁদো না,
হেমা, চুপ কর ।

হেমাব । তুমি মনে করে কেন,
দিলে আমা, মায়ের কথা ?

হেমাঙ্গি । আশ্চর্য্য এ !
বুন, একবার মাত্র মনে প'লো বলে
তোমার, মায়ের কথা, কাঁদিলে তাতেই,
অন্তর আমার, খুলে যদি তোমা পারি
দেখাতে, দেখিবে তুমি, কঠিন পেঁচের
দুঃখ-ঘটিকা-যন্ত্র উহা, স্মৃতি-শলাকা,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাতে আঘাত করিছে ।—
কেঁদে কিবা ফল বল ; চক্ষের জলেতে,

কঠিন দুর্দ্দৈব কভু কোমল হয় না।

হেমাব। হা দিদি, আমি তবে কিছুই ত জানি না।

হেমাঙ্গি। কেন, এখন ত তুমি বুঝ্‌তে পার এও,

পাপিনী রাণী কেমন শত্রু তোমাদের।

কি করেছে বাবাকে, কেমন ছিন্ন ভিন্ন,

করেছে সংসার ছাড়া মাকে, লাঞ্ছনায়।

নাম মাত্র রাজপুত্র, রাজকন্যা তোম্‌রা।

হেমাব। আঃ, ডরায়ে মরুক সে, অন্ধকার মাঝে?

হেমাঙ্গি। অম্বালিকে আস্‌চে এই, উৎসব দেখগে,

না হয়।

তৃতীয় দৃশ্য।



(সেই গৃহ, হেমাঙ্গিনী, হেমাবতী ও অম্বালিকা।)

অম্বা। এ কি, তোমরা এখনো সাজনি?

বাসন্তী-উৎসবে আজ নগর ফুটেছে;

পদ্মের কলিকা তোম্‌রা, রাজার দুহিতা,

এ কি ভাব তোমাদের?—কোণের বধূও

হয়েছে ঘরের বা'র; বড় কাঙ্গালিও

পরেছে যেমন হোক ভাল বস্ত্রখানি ;
বিধবাও হাস্‌চে আজ—

হেমাঙ্গি। হাসুক সকলে,
সখি, হাসিবারি দিন, তুমিও হাস গে।

অম্বা। কারে লয়ে হাস্‌ব বল, তুমিই আমাদের
আনন্দ ঝাড়ের শিরবাতী? (হেমাবতীর প্রতি)
চল, হেমা,
চল?

হেমাব। না, আমি যাব না।

(একদিগের আসনে গিয়া উপবেশন।)

অম্বা। (বিস্মিত ভাবে) অ্যাঁ, একি, হেমাঙ্গি!
এ কি ভাব তোমাদের? আশা করে আছে
সকলেই।

হেমাঙ্গি। কি জন্যে?

অম্বা। কি জন্যে? লয়ে যেতে,
কুসুম ক্রীড়ার ঘরে ; নয়ন রঞ্জন,
স্পর্শপ্রীতিকর আর রমণীয় ঘ্রাণ,
যা কিছু সংসারে আছে ডুবাতে তাহাতে।
ক্রীড়া-ঘরে লয়ে গিয়ে ভাসাতে সঙ্গীতে ;
শোনাতে সঙ্গীত আর শুনিতে সঙ্গীত।
ভোজন আগারে বস্তু খাওয়াতে এমন
জিহ্বা দ্রবে যাবে যার মধুর আস্বাদে

শয়ন মন্দিরে শেষে কুসুম-শয্যায়,
রেণুর বালিসে সুখে করাতে শয়ন,
পাড়াতে যেখানে ঘুম শান্তিনিমজ্জনে।
কিবা আমাদের সুখ তোমাদের লয়ে,
ইহা চেয়ে আর, কি আমোদ এর বাড়া।

হেমাঙ্গি। আঃ সখি, কি এ সব, বুঝিতে যে পারিনে।
আমাদের এই করে সুখী যদি হও,
নাক, কাণ, আমাদের শরীর এ সব,
লয়ে যাও তবে।

অম্বা। একি কথা বল ?

হেমাঙ্গি। কেন,
চক্ষু কর্ণ তুষ্‌তে চাও, তাই লয়ে যাও ;
আমাকে তুষ্‌বার কৈ কিছুই ত বল্লে না ?

অম্ব। তা, সত্য, সংসারে আছে এমন কি, যাতে
মন তোষা যায়, মন যদি আপনি না
তুষ্ট হয়।

হেমাঙ্গি। আঃ, না, অম্বা, সামান্যতে তুমি
তুষ্‌তে পার উহা। একটী বাক্যে, ক্ষুদ্র বাক্যে।
'আহা' বলে যদি তার পাশেতে দাঁড়াও,
সকল বন্ধন ছিঁড়ে ছুটে এসে মন
তোমার চরণ তলে লুঠিতে থাকিবে,
দেখিবে তোমারে যেন সংসারের প্রভু।

অম্বা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া)
সখি, একটী কথা, তোমা, বলিতে সাহস
করি, শোন যদি কথা—দেখ, আর কেন ;
যা হবার হয়ে গেছে ; সংসারে সকলি
হয়। আমি বলি, সুখ নৈলে অকারণ
জীবন যদি, সব ভুলে সুখ(ই) খুজ্‌তে হয়।
দেখ, তোমার মা আর নাইত এখন,
হাত(ই) বা কি আছে তার ; তাই আমি বলি,
সংসারে এখনো, সুখ যাতে হয়, কর।
রাণীর সঙ্গে সদ্ভাব করে, জ্ঞান কর,
তাঁকেই আপন মা।

হেমাঙ্গি। কি, কি বলিলে তুমি ?
ধিক্, ধিক্ সে সুখেতে, সুখ মহাশত্রু
আমার। হা, মা আমার নেই বলে আর,
ভুল্‌ব আমি তাঁরে ? যাঁর জীবনী শোষণে
এখনো জীবিত এই ? কে আমি, বলত ?—
মায়েরি সর্ব্বস্ব নই, তাঁরি ক্রীত দাসী,
শরীরের রক্তে কেনা—যাও অম্বালিকে,
আমার সম্মুখ হতে, ও কথা বলো না।
ওঃ, বিশ্বাসঘাতিনী আমি, মহা কৃতঘ্ন,
মাকে যদি ভুলি আমি, নাই তিনি বলে,
তাঁর(ই) শত্রু প্রতি পুনঃ প্রীতি দৃষ্টে চাই।

অম্বা। (অপ্রতিভ ভাবে)
না, তা, দেখ, এমন কিছু মনে ক'রো না।
তোমাকে আমরা ভালবাসী আন্তরিক
তাই,—সত্য বল্‌চি, ভালবাসী অকপটে
তোমাকে সবাই—

হেমাঙ্গি। ওঃ না, না ; না অম্বালিকে,
অকপট ভালবাসা উহাকে ব'লো না,
পবিত্র প্রণয় নাম কলঙ্কিত হবে।—
মিশিতে পারেনা স্বার্থ প্রণয়ে কখন,
ধর্ম্মেতেও মিশে উহা, এও বল্‌তে পারি।
স্বার্থ রস সংসারের পাতায় পাতায়,
শিরায় শিরায় তার ; কিন্তু প্রেমমূলে
স্বার্থ থাকা দূরে থাক, মিশিতেও ওতে
পারে না কখন, দূরে থাকতেও না পায়।
উজ্জ্বল প্রেম-রাজ্যের আকাশেতে কভু,
স্বার্থ ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড দেখা নাহি যায়।
হা অম্বালিকে, চলে যবে পড়ে প্রেম
বস্তুর উদ্দেশে, সব স্বার্থ তলাইয়ে
যায় তার স্রোতে !

অম্বা। তা সখি, আমি জানি না,
কেমন ভালবাসি।

হেমাঙ্গি। স্বার্থ শূন্য কি উহা

বল্‌তে পার হেন?—জেনো স্বার্থ ও প্রণয়ে
বড় বিপরীত ভাব। ঊর্দ্ধেতে দাঁড়ায়ে,
আকর্ষিয়া তোলে স্বার্থ বস্তুকে উহার
আপনার দিকে, পুষ্ট করিতে আপনা ;
উচ্চে থাকা দূরে থাক্, সমক্ষেত্রে কভু
দাঁড়ায় না প্রেম তার বস্তুর সহিত,
দ্রব হয়ে ঢলে পড়ে চরণে উহার ;
অবশেষে স্বত্ত্বা শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে
মরে তার লেগে—দেখ অম্বালিকে, তুমি
ভগ্নীর স্বরূপ ছিলে না আমার, এক
দিন ?

অম্বা। এখনও তাই আছি, বল যদি
তুমি।

হেমাঙ্গি। বল্‌চ তুমি, ভালবাস আমাকে না?

অম্বা। কেমন করে বল্‌ব।

হেমাঙ্গি। দেখ, তুমি আমাকে
তোমার সুখে টেনে নিতে চাচ্চ, আমার
দুঃখে দুঃখী না হইয়ে। এই কি তোমার
অকপট প্রেম, স্বার্থ শূন্য ?

(অম্বালিকা সলজ্জে অধোমুখ)

যাও সখি,

আনন্দ উৎসব সব, সব বয়ে গেল।

(প্রস্থান, হেমাবতীর তৎপশ্চাৎ প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

(অম্বালিকা একাকিনী ক্ষণ নিস্তব্ধে।)

আ, একি ; আমি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলাম
একেবারে যে ; গেলাম, ধূলা হয়ে উড়ে !

(মৌনভাবে প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

উৎসব গৃহ আলোকিত, সুসজ্জিত ও সুগন্ধিত। কুসুমসিংহাসনে কুসুম শয্যায় উন্মনাভাবে রাণী উপবিষ্ট। পার্শ্বে সজ্জীকৃত অপর সিংহাসন। সম্মুখে বহুবিধ কুসুম কারুকার্য্যের উপহার ও গন্ধদ্রব্য। সহচরী ও পরিচারিকা বর্গ রাণীর সজ্জা ও সেবায় নিযুক্ত, নর্ত্তকীরা যন্ত্রসহ প্রস্তুত।

এক সহচরী। দেখত, কি চমৎকার সাজ হলো ! ইচ্ছা
তার পথ হারিয়ে, অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ;

জানে না কোথা আর পথ তার।—কি দেব
এখন কোথায় ?

দ্বিতীয়। কি দেবে সত্যি, জানিনা ত।

তৃতীয়। সকলি হয়েছে ; আর, এখন কেবল
একটি হলেই হয়।

প্রথম। সেটি কি, বল না ?

তৃতীয়। চক্ষের মণি।

(সকলেই তাহার মুখ নিরীক্ষণ)

যা নৈলে সব সাজানই
মিছে ; যেটি দিলে খালি, কিছুই না দাও
তাতেই কেমন শোভা !

দ্বিতীয়। সেটী কি বল না ?

তৃতীয়। মহারাজকে এনে দাও ; দেখ্‌বে এখনি,
যত সাজ সকলি, সহস্র চোখ খুলে,
তাকাবে ফুটে।

প্রথম। হ্যাঁ, ঠিক ; সেটি মোহিনী
পরাল বলে এনে।

রাণী। (সম্বরিত নিশ্বাসে)

যাক্, থাক আর সব ;
আর কাজ নেই, বসো। নাচ হোক্ একটু।

নর্ত্তকীগণের মধ্যে একজনে গীত ও নৃত্য, অপর সকলে বিবিধ
বাদ্য বাদন ;

গীত।

রাগিণী ইমন।—তাল একতালা।

গাওরে যশগীত সবে তাঁর; রাজরাজেশ্বরী
রূপেতে যাঁহার, সিংহাসন হয়েছে তার।
কাঞ্চনফুলের চরণপদ্ম, কামিনী, বকুল পঞ্চম পায়,
কি শোভারে, হৃদ্‌বরে রে, প্রফুল্ল কমল মালা;
গাঁথা, জাঁতী, জুঁতী, সেঁউতী সিমন্তহার,
ওরটউৎপল চন্দ্রমা তার, শোভিত ভালোপরে;
দোদুল্য কদম্ব কুণ্ডল কর্ণে, জ্বলিছে মুকুট গোলাব
রত্নে, বিবিধ সুগন্ধিআমোদ, অঙ্গে, বীজনী উড়ায়।
(সঙ্গীত বিরামে মোহিনীর প্রবেশ।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(মোহিনীর আগমে সকলে তটস্তভাব)

একজন। কি মোহিনি, মহারাজ আস্‌চেন?

মোহিনী। আস্‌চেন—

নাচ উঠে সব, নাচ তালি দিয়ে;
রোদে বৃষ্টি আজ্ শেয়ালির বিয়ে।

আস্‌চেন-

প্রাণভরা আশা, কুল ভরা ছাই;
যে চাহিবে যত, দেব তারে তাই।

আস্‌চেন-

হা করে সবে, কি খাব বা যেন,
মুঠর মধ্যে ছা, পলায় না যেন।

আস্‌চেন—

আস্‌চেন, আস্‌চেন, এসেছেন রাজা,
ঢাক ঢোলে কাটি,—সাত তাল বাজা।

সহচরী। বাবা, ঘা'ট হয়েছে আমার!

দ্বিতীয়। কি হলো?—
বল ভাল করে?

মোহিনী। শোন, ভালকরে তবে;—
শোন ভাল করে, খুলে কাণে ছিপি,
ঢোকে যেন কাণে, বচনের ঢিবি।
আসিছেন রাজা, পাছ পায় চলে,
কাছ করে দূর, বায়ু ফেলে ঠেলে।

তৃতীয়। কি, তিনি কোথা গেলেল?

মোহিনী। যে দিকে দুচোখ?
যে দিকেতে সোজা হয়ে আছে নাক।

তৃতীয়। হা, এলেন্ না মহারাজ এমন সাধেতে!

মোহিনী। কপাল এ সব, কপালেই করে,
আশার যে ফল, কপালেই ধরে।
গল বস্ত্রে গিয়ে, জানালাম কথা,
রাণীর নামেতে নমাইয়া মাথা।
বোকা হয়ে যেন, রহিলেন চেয়ে,

স্বপ্ন ভাঙ্গা লোক, ধন্ধবৎ হয়ে।
উঠিয়া বারেক, বস্‌লেন আবার,
উঠ্‌ বস্‌ হলো, এরূপে ক বার।
উঠে একবার, এসে চারি পা,
চেয়ে মোর পানে, মুখ করে হা,
"বল গে রাণীরে, অসুখ আমার।"
ভাঙ্গা বাধ স্বরে বেরুল তাঁহার।
"অপরাধ যেন মার্জ্জনা করেন,
মার্জ্জনা যেন অপরাধ করেন'।
দুই চোখ্‌ যেন পূরে এলো নীরে,
পাছে ফিরে গেলা, চলে ধীরে ধীরে।

একজন। হা, কি হলো! এত সাধে পলো এত ছাই!

রাণী। যাও তোমরা সব, ভেঙ্গে দাও, যাও চলে।

(মোহিনী ব্যতীত রাণীর ও সকলের বিমর্ষভাবে প্রস্থান।)

মোহিনী। (ইতস্ততঃ ক্ষণকাল চাহিয়া।)

কুহক কুটিল পথে কানাড়ে বেড়াই,
মানুষের মন পথ খুজে নাহি পাই?
দেখিব কেমন রাজা ভাঁড়া-ভাঁড়ি খেলে,
সব জাল গুড়ে নেব, খেই হাতে পেলে।

(প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

নিশীথ নিস্তব্ধ উপবন ; ঝিল্লীরব ; উপরে চন্দ্র তারকা জ্বলিত আকাশ। রাজা একটী কুঞ্জ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

তারকামণ্ডল জ্বল্‌চে, ঝিল্লীরব তবু।—
কোথাও কি আছে স্থান এ হতে নির্জ্জন,
পৃথিবীর চক্ষু যেথা না দেখে আমায় ;
কিম্বা শব্দ, কর্ণেতে আঘাত করে, লক্ষ্য
করাইয়া না দেয় আমারে, গিয়ে আমি
নির্ব্বিবাদ হই যথা ?—আঃ, না, কোথা স্থান।—
চক্ষু কর্ণ নষ্ট করে, আপন অন্তরে
রুদ্ধ হব তবে ? ওঃ, সেই, সেইত স্থান
আরো ভয়ঙ্কর, পূর্ণ, বিপ্লব বিগ্রহে,
দাবানল ঘোর যথা, অগ্ন্যুৎপাত মহা !
কোথা তবে যাব আর, কোথা স্থান আছে ?—
হা স্বর্গ, শান্তি কোথা ? নরহত্যা করেছি
আমি, কণ্ঠা কাটিয়াছি ; হৃদয়ে আশ্রিত,
বিশ্বাসী জনের বক্ষে ছুরি হানিয়াছি।

(অধীর ভাবে ক্ষণ পরিক্রমণে)

হা, আমি এসংসারের রাজা যে ছিলাম ;
বিশ্বের সৌন্দর্য্যে মন ক্রীড়িত আমার,
বিচরণোন্মত্ত পক্ষী ক্রীড়ে যথা গাছে,

পত্রে পত্রে চুম্বী ফল! কে ঘুচালে সেই
সর্ব্বগত অধিকার। কেন এবে দেখি,
প্রত্যেক আমোদস্থলে পদার্পণ কর্‌তে,
গর্জ্জি উঠে অরি দল, অভ্যন্তর হতে।
কার সৈন্য এরা সব, কোথা হতে এলো?—
সত্যেরি বিদ্রোহী আমি, সত্য সেনা এরা।
সত্যেরি এ সুখ রাজ্য, যে রাজ্যের প্রজা,
সামান্য একটী পাখী, ক্ষুদ্র পল্লবেতে,
চীৎকারে ঘোষিছে নিজ সুখৈশ্বর্য্য গীত।
সত্যের আশ্রিত জন মৃত্যুমুখে হাসে।
কিন্তু আমি সিংহাসনে, রাজ-রাজেশ্বর,
অটল গভীর ভাবে স্তব্ধ চতুর্দ্দিক,
চাহিতে সহস্র লোক উঠে খাড়া হয়,
ঐশ্বর্য্য, সম্ভোগ আশে, ফিরে, পাছে পাছে
কেন তবে জীবন্মৃত? মৃত্যুও ত ভাল!—
হা, কেহ কি পারে আমা, দেওয়াইতে আর,
এক পাদ মাত্র ভূমি সত্য শান্তি রাজ্যে,
সমস্ত রাজত্ব, এই পরিধেয় সুদ্ধ,
দিই আমি তারে?—কার সাধ্য পারে দিতে;
অণুমাত্র যে রাজ্যের পাওয়া নাহি যায়,
জ্যোতিপূর্ণ এ আকাশ বিনিময় করে,
অনন্ত রতন গর্ভা পৃথ্বী দিয়ে কিম্বা।

(উদাসভাবে ক্ষণ নিস্তব্ধে)

দুর্ব্বুদ্ধি, করে আমা মোহনিদ্রাভিভূত,
কোথা লভে ছিলি ? এই ঘোর, ঘোরতর
রাজ্যে ?—কে চিয়াল আমা ?—ধ্বনি, বজ্রধ্বনি !—
"মরেছেন রাণী তোর পাপিষ্ঠ আচারে,
তোরে ভালবেসে, তোরে বিশ্বাস করিয়ে।"
ভয়ঙ্কর এ চেতন !—বিভীষিকা দেশ,
বেড়ে দৃষ্টি একেবারে !—অন্ধকার, আয়,
দুর্ম্মতি, এখনো তোরে চাই আমি, আয়;
লভে কি পারিস্ তুই হেন মুগ্ধ করে,
অনন্ত কাল আমা ?—না, তুই অপদার্থ,
আভাসে যাস্ ভেঙ্গে। (ক্ষণ নীরবে)
হা প্রবঞ্চিত আমি;
খোয়ায়েছি স্পার্শ-মণি সংসার কলুষে,
অনুর্দ্ধার্য্য সে রতন, কোন তলগত ;
স্মরণ-দর্পণে মাত্র দেখি মূর্ত্তি ছায়া,
মরীচিকা অনুসারে, যায় প্রাণ যাক্।

(দীর্ঘ নিশ্বাসে প্রস্থান।)

নবম দৃশ্য।



একটী নির্জ্জন গৃহ, একটী দ্বারমাত্র খোলা, একটী মাত্র দীপ স্থির ও মৃদুভাবে জ্বলিত, রাণী মৌনভাবে উপবিষ্ট, মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। একি, একলা যে, অমন করে?—কেন আমা?
উৎসব ছেড়ে যে একলা অমন করে? অ্যাঁ?

রাণী। (মুখ তুলিয়া) বাবা! (পুনর্ব্বার অবনত মুখ)

মন্ত্রী। কি, কি হলো, বল? আমিত কিছুই
বুঝছিনে; মহারাজ কোথা?

রাণী। ওঃ বাবা, তুমি,—
তুমি বাবা আমাকে ভাসিয়ে দেও; আমি
তোমাকে ধরেই আছি। আর আমার কে
আছে। তুমি আমাকে ভাসিয়ে দাও; আমি
অকুল পাঁথারে গিয়ে মরিগে।

মন্ত্রী। আঃ কেন?—
আমি ত এখন নই আশ্রয় তোমার;
পর্ব্বত আশ্রয়ে তুমি রয়েছ এখন;
দক্ষিণাত্যের ঈশ্বর, মহারাজারাম,
আশ্রয় তোমার।

রাণী। না, না বাবা; ওঃ, ও নাম
করোনা আর। বিষ ও নাম, বজ্র, বাবা,

আগুন ও নাম, কাণে আমার। যা তুমি
বল আমা, আমি আর শুন্‌ব না ও নাম।
বীণায় মিশায়ে গায় যদি কেহ, শুন্‌ব
না তবুও; বায়ুর হিল্লোলে; মৃদু হয়ে
কাণে যদি আসে কভু, দিব কাণে হাত।

মন্ত্রী। কেন, কেন; এত কেন? নিষ্ঠুর আচার
করেছেন কি কিছু মহারাজ?

রাণী। আমি তা
জানি না; আমি তা আর বল্‌ব না। না বাবা,
আমি তা তোমাকে আর বলে জ্বালাতন
কর্‌ব না। ভাসায়ে দাও আমাকে। আমি বৈত
আর, গলগ্রহ কেউ নেই এ সংসারে
তোমার। নিশ্চিন্ত হও তুমি; আর কেন।

মন্ত্রী। হা, আমি কি তোমার মঙ্গলে বিরত?—আঁ্যা?
তোমার কথা, বক্ষে শেল বিঁধ্‌চে আমার।
দুর্ভাগা আমি, ওঃ, ধিক্ আমাকে! আমি কি—
হা, আর আমার এই আছে কি সংসারে
তুমি বই! বয়সের বোঝা শিরে করে,
এত কষ্টে কার্য্য-ক্ষেত্রে কার জন্যে বল,
বিশ্রাম আমার নাই?—ওঃ, কৃতঘ্ন তুমি,
কৃতঘ্ন সন্তান, বল্‌ব আমি, যদি তুমি—

রাণী। অপরাধ আমার ক্ষমা কর বাবা।—হা,

মরণ(ই) আমার ছিল ভাল। (উভয়েই ক্ষণ নিস্তব্ধ)

মন্ত্রী। দেখ দেখি,

জীবন হেলেছে এই বয়সের ভারে
আমার, এখন তুমি(ই) তার একমাত্র
খুঁটি বল্‌তে; আমার এ জীবন তোমারি
মঙ্গলাশ্রয়ে, জান তা? সামান্য আঘাত
পাও যদি তুমি, আমি হৃদকম্পে টলি।
তুমি যদি আমা ভূমিশায়ী কর, কর;
কিন্তু, বলো না এ, আমি তোমায় ভাসাতে
চাই।

রাণী। বাবা, আমারি অদৃষ্ট মন্দ। কোন
সামান্য লোকের ভার্য্যা হলেও ত আমি,
স্বামীর আদরিণী হতে পারিতাম!

মন্ত্রী। কি?

বল, সত্য, সত্যই কি তবে, মহারাজ
অশিষ্ট আচার কোন করেছেন তোমা
প্রতি? জান, এই রাজ্য আমি(ই) গড়েছি।
আমা প্রতি কৃতজ্ঞতা তাও ত তাঁর আছে?
দুহিতা আমার তুমি সংসারের মাঝে।
বিশেষ এ অবস্থায় তাঁর দোষ লও?
বিকৃত এ ভাব তাঁর, দুর্ভাগ্যে সবার।

রাণী। আঃ বাবা, আমারি সর্ব্বনাশ করাই

রোগ তার। দুরাচার, বড়ই কপট,
বড় প্রতারক, বড় কৃতঘ্ন, দুঃশীল,
বিশ্বাসঘাতক দস্যু, কণ্টা-কাটা নর।
কি আর বলিব আমি।

মন্ত্রী। আঃ না, অত নয়;
স্থির হয়ে বল; তিনি দেশ খ্যাত রাজা,
প্রতিষ্ঠা অটল তাঁর, ভারত ভিতরে।—
স্বামী হন তোমার।

রাণী। না বাবা, আলেয়াকে
পথদর্শক দেখায়ে দিও না। আমার
সঙ্গে তিনি, বড়ই চাতুরী খেলিছেন।
তোমাকে বলিলে তুমি মন নাহি দাও।
রোগ রোগ সদা কর, বলিলে পরেই;
কিন্তু মন আমার কিছুতেই বোঝে না।

মন্ত্রী। কেন, মনের এ ভাব কিসে হয় বল?

রাণী। আন্তরিক ঘৃণা তিনি করেন এখন
আমাকে। উৎসবে আজ্ আহ্বান কর্লাম,
কত আয়োজন করে, সখিদের লয়ে,
কতই বিরক্ত হয়ে, কত ইতস্ততঃ
করে, শেষে, এলেন না, শরীর অসুখ
হয়েছে ওজর করে।—বাবা, কি বলিব,
অশৌচ বস্ত্রের ন্যায় ঘৃণিত এখন

হয়েছি আমি তাঁর। (সজলনয়ন)

মন্ত্রী। আঃ কেন, কান্না কেন?

অবোধ বালিকা ভাব সকলি তোমার।
চুপ কর; এই ত কারণ, তা অসুখ(ও)
হতে পারে; আরো এও, আমোদের মতি
না হতেও পারে তাঁর, বিকৃতাবস্থায়।
যাই হোক্, তত্ত্ব আমি শীঘ্রই জানিব।
ঘুমাও গে, রাত্রি কত হয়ে গেছে—যাও।
সামান্য বিষয়ে কেন গুরুভাব আন।

(প্রস্থান।)

দশম দৃশ্য।



রাণী একাকিনী ক্ষণচিন্তায়।

হা, রাজ্য আমার সুখ সিংহাসন, রাজ্য
গৌরব-মুকুট; ভেসে যাবে কি আমার,
এমন অদৃষ্ট-ভরা, অকুল পাঁথারে?
বাবা, আমার কি তুমি, হবে না কিছুতে?

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে চিন্তাভরে অবস্থান।)

একাদশ দৃশ্য



রাণী ;—মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী। কি ভাব টা,—বল্ দেখি ?

রাণী। ব'ল্ব আর মাথা!

মোহিনী। ঐ কথাই বটে, তাতে ভাবনা কি তোর ?
বাপে আগে তোর, তুই হাতে আন দেখি।
রাজ্যের ঘুরুক কল, তাঁর হাত দিয়ে।
রাজার অন্তর আছে, আমি আছি আর।

রাণী। মনের উপরে কার, কি বিদ্যা বা খাটে!

মোহিনী। যোগিনীর বেটি আমি, কাপালির মেয়ে,
আঁধার দেখাব সৃষ্টি, কুহক ছাঁদিয়ে।

রাণী। কুহক কুহক তোর, বড়াই কেবল,
ভ্যাড়াকে দেখাগে যা, ও সব ভোগল।

মোহিনী। কি বলিস্? নাক, কাণ কেটে দেব এই।
কেটে তুই ণাক, কাণ, মাথা মুড়াইয়ে,
পথে বের করে দিস্, গালে ছাপ দিয়ে।
না হলে কড়ার তেলে পোড়াইস মুখ,
পাথর ঝলায়ে দাঁতে, দিস্ যত দুখ।

রাণী। এত দিন কই, তার কি দেখালি তবে?

মোহিনী। এইত পেয়েছি হাত দেখাব এখন,

আপন আনায় মাঝে পেয়েছি যখন।
শাপিনী, বিষুনী, ঘোর অন্ধ নাগপুরে,
না পেলে কি নাগ-বিদ্যা লাগে দিক যুড়ে?
ডুবেছে রাজার মন, অন্ধ অন্ধকারে।
নাকারে সাকারাকার দেখাইব তাঁরে—
যা, যা তুই এখন, যা ঘুমাগে বাতাসে।
গড়িব রাজার মনে আপনার আশে।—
ঘোর অগ্নিকুণ্ডে ফেলিব কখন।
কখন ছিঁড়িব প্রবল ঝঞ্ঝায়।
মেঘে তুলে কভু ফিরাব গগণ,
ফেলে দিব কভু পাষাণের গায়।
জ্ঞান শূন্য, নিয়ে বিভীষিকা দেশে।
চিয়াইয়ে, ফেলে পলাইব শেষে।
নরকের গন্ধে, অচেতন হবে।
পিচাসের শূলে, বিন্ধিয়া ঝুলিবে।
ত্রাসেতে পলায়ে যেতক না এসে।
এ হৃদ-কুটিরে, নেবে স্থান শেষে।

রাণী। দেখিব কেমন বিদ্যা, দেখিব তা তোর।
মোহিনী। দেখিস্, দেখিস্, বাজী করে দেব ভোর।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।



ঊষা,—পূর্ব্ব দিকভাগ পরিস্কার, মন্দপ্রভা চন্দ্র ও প্রভাতি তারা মাত্র গগণে। শয়ন মন্দিরের অলিন্দে ঊষামুখে অৰ্দ্ধমুক্ত পরিচ্ছদে, আলুলায়িতকেশা হেমাঙ্গিনী একাকিনী সঙ্গীত। অম্বালিকা প্রচ্ছন্ন ভাবে।

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়া ঠেকা।

গগণ প্রান্তরে শশী, বরণ উদাসে। যা ছিল কিরণ-ধন, সংসারেরে বিতরণ, করে শেষে নিমগণ, অরুণের গ্রাসে। পবন বহিছে স্বনে, বিরাম না জানে, সংসার সংসার লেগে, না জানে আপনে; কেবল নরের মন, নরেরে বিদ্বেষে।—(নীরবে অবস্থান।)

অম্বা। (স্বগত) ওঃ কি স্বার্থপর আম্‌রা! এ স্বার্থের স্থান
কোথা হবে, সত্য! এ সৃষ্টিতে ত, কৈ, এর
আধার নেই? অদৃশ্য, ভয়ঙ্কর কোন,
নরকে অবশ্য, পড়্‌তে হবে এর ভারে।—
হেমাঙ্গি, সামান্যমতি নস্‌ তুই। আমি
চিন্‌তে পারিনিক তোরে।—ওঃ দেবতা তুই!—
দেবতাই বটিস্‌, দেব মুর্ত্তিও তোর।
বক্ষ তোর ঊষাবতী পূর্ব্বাকাশ হতে,
দীপ্ত। কেশ-দাম দোলে পবন হিল্লোলে;
শান্তির প্রতিমা সম বদন সুস্থির।—

আঃ আমি, পূজিব তোরে, দেবতাই তুই।

(হেমাঙ্গিনির নিকটে অগ্রসর।)

হেমা। প্রত্যুষেই যে? কি মনে করে?

অম্বা। একবার

তোমাকেই দেখ্‌তে।

হেমা। কেন, এত তৎপরতা?—

আশ্চর্য্য আমাতে কিছু ঘটেছে?

অম্বা। দেবত্ব

ভাব, আছে তোমাতে; এত দিন আমি তা জানিতাম না, তাই প্রেম ভাবে তোমাকে দেখিতে ছিলাম। আজ ভক্তিভাবে দেখ্‌ব তোমায় একবার।

হেমা। সে কি, কি কথা এ?—

জাগ্রত দেবতা ত, আছেন তোমাদের।

সাত প্রদক্ষিণ, কর গিয়ে তাঁরে বেড়ে;

দেবত্ব দূরে থাক, মনুষ্যত্ব(ও) আমতে

কোথা?

অম্বা। আর না, হেমা, আর না; ভেঙ্গেছে

অজ্ঞানের আবরণ আমার; এখন

তোমার আঘাত অঙ্গে লাগিছে বড়ই।

এই ভিক্ষা, আজ হতে অবিশ্বাস আর

করোনা আমায়; আমি তোমারি এ জেনো।

হেমা। বড় সুমধুর বাক্য জিহ্বাতে তোমার,
শুন্‌লাম।

অম্বা। (ক্ষিন্ন ভাবে) দুর্ভাগা আমি! তবু(ও) সন্দেহ?
জিহ্বার বাক্য নয় হেমা, অন্তরেরি, তা
যাই তুমি বল। (অধোমুখ)

হেমা। বল, বল যা বলিবে?

অম্বা। (ক্ষণ নিস্তব্ধে)
আমারি এ দোষ; বলি, বল্‌তে যা এসেছি।—
জান, কাল মহারাজ রাণীর আহ্বানে,
কুসুম-ক্রীড়া উৎসবে যান নি?—

হেমা। (আশ্চর্য্য ভাবে) যান নি?—
তা, তাঁর মনের ভাব তিনিই জানেন।

অম্বা। জান ত তা, মহারাজ শান্তি-উদ্যানেই
করেছেন ভর, ত্যেজে রাণীর আয়ত্য
দেশ?—কেন, বলি আমি, নিগূঢ় কারণ।—
সে আর কিছুই নয়, কেবল ইহাই,
এখন চৈতন্য তাঁর উদয় হয়েছে
মনে। কি কাজ যে তিনি করেছেন, জ্ঞান
হয়েছে সম্পূর্ণ তাঁর। তোমার মায়ের
শোক, মহা প্রবল এখন তাঁতে। তাই
তিনি সদা চিন্তামগ্ন, কাজেতে বিরত।
লোকে বলে চিন্তাবায়ু রোগসূত্র কিছু।

হেমা। আঃ অদ্ভুত কথা!

অম্বা। রাণী সব বুঝেছেন।
কুসুম উৎসবে তাই এত ঘটা তাঁর,
রাজার মনের ভাব বুঝ্‌তে ভাল করে।
রাজা না আসায় কা'ল সারারাত্রি তিনি,
কাল কীট দংশে, ছট্‌ ফট্‌ করেছেন।
(হেমাঙ্গিনী আশ্চর্য্যভাবে অম্বালিকার মুখ নিরীক্ষণ।)
সকলি ইহার সত্য, মিথ্যা কিছু নয়।
এই লও দ্রব্য দিই তোমাকে একটি,
শেষের দিনের এই লেখা-চিঠি দেখ,
তোমার মায়ের। আমা, বিশ্বাস করে এ,
(জান ত আমারে তিনি কেমন ভাব্‌তেন।)
মহারাজে দিতে দেন। (কিন্তু ধিক্, ধিক্,
ওঃ ধিক্ আমাকে) আমি রাণীর ভয়ে, এ,
এত দিন দিই নাই তাঁকে। লও তুমি,
তোমাকে দিলাম। তুমি ইহার দ্বারাই
মনোগত ভাব বুঝ্‌তে পারিবে তোমার
পিতার।

(পত্র প্রদান। হেমাঙ্গিনী কম্পিত হস্তে পত্র গ্রহণ)

হেমা। সখি, আঃ কি এ, মায়ের এ লেখা?
মায়ের?—আঃ, অম্বালিকে, কি বল্‌ব তোমাকে।-
এ আমার, ওঃ, আমার মায়ের লেখা!—মা!—

আঃ সখি ! কি দিব তোমা, এস, এস, তোমা,
বুকে থুই সখি (জড়াইয়া ধরিয়া, পরে পরিত্যাগে।)
হা, মা, এ লেখা তোমার ?
কি লিখেছ তোমার স্বামীকে মৃত্যুকালে ?—
সখি, এস, এস, তোমা আলিঙ্গন করি।(পুনরালিঙ্গন)
কোথায় তোমাকে থোব সখি, এস, এস।
(অম্বালিকাকে লইয়া প্রস্থান।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।



একটি গৃহ ; মন্ত্রী, যশরাজ ও মহিমান। যশরাজ ও মহিমানের প্রস্থান। মন্ত্রী চিন্তাভরে উপবিষ্ট। রাণীর প্রবেশ।

রাণী। (মন্ত্রীকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া)
মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় যে, মুখখানি ভার,
অবনত। কিসের ভাবনায় এমন
মগ্ন ভাব ! (নিকটবর্ত্তী হইয়া)
কি বাবা, কি ভাব্‌চ ? আমারি কি
ভাবনা ?

মন্ত্রী। (চমকিতভাবে) আঁ্যা, হঁ্যা ;—বাছা, তুমিই স্বপ্ন আমার
ভেঙ্গেছ। হাঁ, সত্য, আমি বুঝেছি এখন,
প্রবঞ্চনা খেলিছেন তোমা সঙ্গে রাজা।

সহচরেরাও তাঁর উদ্গারিল তাই।
যশ ও মহির বাক্যে আভাস বেরুল।
হৃদয়-ক্ষেত্রের তুমি লতিকা রাজার;
রস-স্রোতগতি তার, তুমিই বুঝিবে।
অনুমান আমাদের মাত্র। আমি বাছা
কীটপূর্ণ বিষক্ষেত্রে রোপেছি তোমাকে।
দংশনে ব্যাকুল আর জ্বালায় অস্থির
হতে দেখে, স্থির আছি। আমার কোমল
অঙ্কুর, স্নেহ-বীজের, উদ্ধারিব তোমা
আমি। ভাল আমাদের, দুঃখের সাগরে
দরিদ্রতা অন্তরীপ। যাব আমি চলে—
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি, সব পরিত্যেজে
এ রাজ্যের, তোমা লয়ে চলে যাব দূরে।
রাণী। আ বাবা, তাতেও আমি ব্যথা পাব; পাব,
এমন বেদনা যাতে মরব আমি শেষে।
ফুটন্ত সৌভাগ্যে, আমি, জন্মেছি তোমার।
তুমিই আমারে, বাবা, কুসুমের কীট
করেছ; তসুর আমি, স্পর্শে দ্রবে যাই।
উজ্জ্বলকোমলদল, দলায়ে বেড়ান,
সৌরভ আঘ্রাণ করি, অভ্যাস আমার।
গৌরব চূড়ায় চড়ে, ব্যাপক দৃষ্টিতে,
সুখরাজ্য-সীমা আমি দেখিনি কখন।

রাজা গৌরবের চূড়া, রাজ্য এ আমার,
অসীম নয়নভরা সুখ অধিকার।
ছাড়িলে এ সব, বাবা, মরিব নিশ্চয়।

মন্ত্রী। কি বল এ? তৃপ্ত আছ তবে তুমি? সুখী
তবে তুমি, রাজার এ হতাদরেও কি?

রাণী। গাছের লাঞ্ছনায় ঝড়ে, তৃপ্ত যেমন
পাখী!

মন্ত্রী। খেপেছ কি তুমি?—কি করিব বল?

রাণী। মানুষের হাত যা, তাই কর। মনকে
ধরে ভদ্র কে করিতে পারে? করে করে
বাঁধিলেও যা, আকাশ ব্যেপে উড়ে। ভাগ্যে
থাকে যদি, স্বর্গ সুখ, স্বামী আদরের,
হবে; জীবনের সুখ, তাই রক্ষা কর
বাবা? সর্ব্বনাশ হতে চল্‌ল আমাদের
দেখ্‌চ না? রাজ্যের সব ক্ষমতা যা কিছু
গেল বলে আমাদের। পথের কুক্কুর
সম, হেয়াস্পদ হতে চল্লাম আমরা।

মন্ত্রী! আমায়ও কি অবহেলা, করে থাকে রাজা?

রাণী। অভাগী(ই) কারণ তার! হেমাঙ্গি, কুমার,
রাণীর ছেলে তাঁর। ভদ্রক, কুমারের
বন্ধু। ভদ্রকেরি হাতে, রাজ্য ও সেনানী
ক্রমে।

মন্ত্রী। ভদ্রক কি পারে, আমার অনিষ্ট
ক্‌রতে ? জীবন, ও সব্‌(ই) আমা হতে তার।
রাণী। বন্ধুত্ব সদাই বাবা, ফেরে, হাতে হাত
ধরে।
মন্ত্রী। ওঃ, তাই বলে কি আমি ভাবিতে সহসা
পারি, অমঙ্গল কিছু তার ? সেই দৃশ্য,
এখনো অন্তরে আছে দেদীপ্য আমার।
বলি তবে শোন, সেই অদ্ভূত, গভীর,
'সুপবিত্র দৃশ্য—চিত্র দুর্গ হস্তগত,
ঘোর গোলযোগ, ধূমে অন্ধকার দিক্‌!
অগ্নি, অস্ত্র, মৃত্যুরব এই চারিদিকে।
স্ত্রীলোক, বিবশা, ক্ষিপ্তা, তার মাঝে ; বক্ষে
প্রিয় পুত্র, শূন্য চক্ষে হেরে চতুর্দ্দিক।
আমার, (ওঃ তখন কি আমি ? সংহারক
শত্রু) মুখ পানে চেয়ে, একেবারে অস্ত্র
তলে, ভীতি শূন্য, স্থির ! বলিল কি, (বড়
নরাধম আমি, ওঃ, যদি আমি ভুলি তা,
এ জীবনে) "যোদ্ধা, তুমি আমার হলেও
পরম শত্রু, আমার এই প্রাণ পুত্র
দিলাম তোমার হাতে। তোমার ধর্ম্মেতে
রক্ষা করা হয় এরে, রক্ষা করো। আজ্‌
সংসার সম্মুখে তুমি দৃষ্টান্ত দেখাও,

মহত্ত্ব কি নীচত্বের নিজ। এই পুত্র
চিত্র দুর্গের স্বামীর ; হত তিনি আজ
তোমার রাজার হাতে ; পত্নী আমি তাঁর।
নিরাশ্রয় পুত্রে, হাতে দিলাম তোমার।
ধর্ম্ম সাক্ষী করে আমি, তোমার সাক্ষাতে
প্রাণ ত্যজিলাম এই।" সহসা মরিল
বামা বক্ষে ছুরি হানি—আমি কি কখন,
ভদ্রকের বিপরীতে অনিষ্টের ভাব
আন্‌তে পারি, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ?

রাণী। তবে
বাবা, হা, তবে কি তুমি আমার মায়ের
সকলি গিয়েছ ভুলে ? মনে কর দেখি,
আজীবন যিনি তোমা সংসার দেবতা
জ্ঞানে, পূজিলেন পোড়াইয়ে প্রাণ,
শেষের কামনা তাঁর আমারি মঙ্গল।
বিপদে না উপায় পেয়ে ভদ্রকের মা,
ভদ্রকেরে দেয় তোমা ; কার মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ কর্‌বে তুমি ?

মন্ত্রী। ও কথা, তা, কেন বল ?
তোমার মায়ের কাছে, ধর্ম্মতঃ, কার্য্যতঃ
বাধ্য আমি। সকল ধর্ম্মের ধর্ম্ম, তুমি(ই)
আমার।

রাণী। আরো দেখ তা, সেই সে ভদ্রক,
শত্রু হয়ে দাঁড়াইছে তোমার আবার।

মন্ত্রী। যাও, বাছা যাও ; দেখি কি সংসার গতি!

(উঠিয়া প্রস্থান। রাণীও চিন্তাভরে প্রস্থান।)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

উদ্যানের একাংশ। একটি তমাল বৃক্ষকে ঘুরিয়া রাজা পরিক্রমণ। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। মহিমান ও যশরাজের প্রবেশ। রাজা তাঁহাদের আগমন অজ্ঞাত।

যশ। দেখ, এ কেমন ভাব, বাহ্যজ্ঞান নেই!

উভয়ে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষণেক ফিরিয়া পরে বৃক্ষের অপর ভাগ দিয়া রাজার সম্মুখবর্ত্তী। রাজা তাঁহাদের দেখিয়া সহসা দণ্ডায়মান।

মহি। ধন্য, ধন্য মহারাজ, আপনার রাজ্যে
সামান্য প্রজার(ও) নাই অধিকার সীমা।—
আমাদের ভাগ্যে যাই হোক্!

রাজা। ! কেন, সে কি?
রাজ্য, এ রাজা, সব তোমাদের(ই) ইচ্ছায়
নমনীয়?

মহি। মহারাজ আম্‌রা, আমাদের
সুখরাজ্য, আপনার হৃদরাজ্য হতে
দূর হয়েছি।

রাজা। আঃ, ভাই সুখরাজ্য আর
নাই উহা—কখন(ও) ছিল না ; মরীচিকা
দেশ এবে, মরুভূম ঘোর! প্রবঞ্চিত
করেছি তোমাদের। সংসার এ সকলি
ব্যাপ্ত, যাও সুখে, দূর ভ্রমণ করগে ;
নরকে এসো না।

যশ। কি বলেন, মহারাজ ?
আম্‌রা আপনার কাছে অগ্রসর হই,
ধৃষ্টতা এও। ক্ষমা করুণ অপরাধ
আমাদের।

মহি। কেন আপ্‌নি হেয় জ্ঞান
করিছেন আপনাকে ? নরকুল শ্রেষ্ঠ
আপ্‌নি, রাজ-রাজেশ্বর ?

রাজা। রাজা আমি,—রাজা ?
কুটির(ও) আমারো কেন, নাই অভ্যন্তরে ;
সৃষ্টি, মহা দুর্যোগ প্রায় এই, আমার
পক্ষে!

মহি। দেব! দয়া কি কর্‌বেন, আমাদের
প্রতি ? আপনার আম্‌রা এরূপ ভাবের

কারণ জানিতে চাই। সর্ব্বদাই আমরা,
অনুমান করি মাত্র, নানা মত। রোগ,
ঈশ্বর করুন নাই হোক্। এ কি তবে
রাজমহিষীর শোকে বিহ্বল আপনি
এত?

রাজা। শোক! আঃ, সে ত, সুপবিত্র প্রেমের
আসনে বসে। শোক!—আ, ভাই, অন্তরে
আসিলে শোক, স্বর্গীয়, পবিত্র, সহস্র
স্রোতে ভাস্‌তে থাকে উহা; স্নেহ, ভক্তি, দয়া
উথলিয়া উঠে হয় অকুল পাঁথার!
এমন পরিপ্লুত ভাব কোথায় আমাতে।
জীবাগ্নি উত্তেজ আর সঞ্চলনকারী,
শোক, নাই হৃদয়ে আমার। মহা পাপ;
গুরুতর পাপাঘাতে, অন্তর উষ্ণতা,
উড়ে গেছে আমার, জমেছে কাল-শিরে,
পাকিছে, পচিছে, তাহে কটোৎপন্ন সদা,
দরদ, যাতনা কত কি বলিব আর।
বিরাম আমার নাই।

যশ। কি এমন পাপ,
মহারাজ, আপনাতে, এত ভয়ঙ্কর?

মহি। মহিষিরে হতাদর তাতেই কি এত?—
রাজাদের পুরাবৃত্ত এতেই ত পূর্ণ;

কত ভার্য্যা পরিত্যাগ, কতই গ্রহণ।
সংসারে এ সাধারণ, কে লয় এ খোজ?

রাজা। সংসারে এ সাধারণ—সংসার বিষম!

(অনন্য মনে প্রস্থান।)

মহি। তাই বটে, ঠিক্, আমি যা বলেছি।

যশ। কিন্তু,
পাগলেও যে সে খেই ধরে।
দেখ্‌বে ক্রমে।

(উভয়ের অপর দিক দিয়া প্রস্থান।)

পঞ্চদশ দৃশ্য।



রাজার পুন প্রবেশ।

গেছে? (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা ভরে)
পূর্ণ পুরাবৃত্ত রাজাদের এতে!—
ও প্রভুত্ব! কি ক্ষীণ, চঞ্চল তোর চূড়া!—
সুস্থিরে মানব তথা কে বসিতে পারে?—
সাধারণ সংসারে, এ! কি তুমি সংসার!
ডোব তবে, কিম্বা আমা পলাইতে দাও
তোমা হতে কোথা। দস্যু পূর্ণ, ভয়ঙ্কর
মহারণ্য তুমি; কে তোমাতে কার নয়!

(ক্ষণ নীরবে পরিক্রমণে)

সকলি অগ্রাহ্য করা সেই কি শান্তি তবে ?
সেই কি সুখের পথ ? মন কি তাতেই
তৃপ্ত ? ভয়ের ভয়ে কি, অন্ধ হওয়া ভাল
তবে ?—আঃ না, চক্ষু পেয়ে দেখ্‌ব বিভীষিকা,
মর্‌ব ডরাইয়ে, ভাল সেও। দর্শনের
সুখ বড়, অতুল্য তা। আমাতেও এই
সুখ, দেখিতেছি আমি আপন দুর্দ্দশা।
না, আমি, সে সুখের পরিবর্ত্ত কর্‌ব না
কখন, যাই হোক্ ললাটেতে।—বিধাতঃ !
এই কি বিধান শেষে করিলে আমার,
আপনা চর্ব্বিত করে গ্রাসিব আপনি ?—
ওঃ ধর আমার হাত, ধর, সৃষ্টি ধর ?—

(অধীর ভাবে উপবেশন ও ক্ষণকাল
নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া)

উপায় কি এখন, তবে ?—নাই কিছুই।
রব আমি এবে এই সংসার শ্মশানে,
সমাধি মন্দির প্রায় হৃদয়ে ধরিয়ে,
সেই মৃত প্রতিমূর্ত্তি ; জানি না বা আর,
কিসে হবে প্রায়শ্চিত্ত সে পাপ রাশির।—
মানুষ মরিল মানুষের তরে, জানে
কে তাহার মূল্য ; ছার সংসার এ কাছে।

এখনো যা আছে, করি তাই, তার লেগে।—
পূজা করি তাঁরঅংশ সন্তানগণেরে ;
কিন্তু তাও পারি কই ?—পারিনাক তাও।
অস্পৃশ্য পাতকী আমি, কেমনে ছুঁইব
স্নেহের পবিত্রাধার! কেমনে হেরিব
পাপের নিস্তেজ চোখে উজ্জ্বল দর্পণ,
দিব্য খর প্রেম জ্যোতি যাহে প্রতিভাতে।—
রাণি! এড়াতে কি পার্‌ব আমি তোর হাত
কভু ? পার্‌ব না তা, তবে, শীঘ্র গ্রাস কর!

(অবসন্ন ভাবে পতন)

ষোড়শ দৃশ্য।



রাজা অচৈতন্য ভাবে পতিত, সহসা অন্ধকার গাঢ়, মোহিনীর আলুলায়িত কেশে কুহকিনী সজ্জায় প্রবেশ। তাহার রাজার নিকটে নিঃশব্দে গমন, রাজার অঙ্গে জলসেক ও বীজন। রাজার সংজ্ঞা প্রাপ্তে, সহসা বিদ্যুৎ ও বজ্রনাদ। মোহিনী অদৃশ্য হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে মৃত রাণীর স্বর অনুকরণে।

মহারাজ!

রাজা। (চমকিত ভাবে) কি এ সব ? অ্যাঁ, কি ? কি এ সব ?
আশ্চর্য্য ? আশ্চর্য্য ! ওঃ আশ্চর্য্য !—হা তুমিই কি
প্রিয়ে!—মোহ, ঘোর মোহ! শারীর ইন্দ্রিয়,

অন্তর ইন্দ্রিয়, সব বিকল আমার।
কি দেখিলাম এ, কি শুনিলাম!—হা আমি!
মোহই কি এ? প্রত্যক্ষ কিছু কি এ নয়?—
মোহই অবশ্য; কোথা সংজ্ঞার জগতে,
এ সব? হা, সংজ্ঞা রাজ্যে যাও দেখিতেছি
এও ত আশ্চর্য্য; এ শরীর ও জীবনী,
ক্রিয়া, সকলি অদ্ভুত, অদ্ভুত সকলি!

(বহির্ভাগে লোকের কথোপকথন। রাজা স্থিরভাবে সেই দিক লক্ষ্যে দণ্ডায়মান।)

(মহিমান ও যশরাজের প্রবেশ।)

রাজা। এই যে এখানে এরা; তবে কি ঘটিল।

(বেগে আসিয়া মহিমানের হাত ধরিয়া)

এ কি, কি এ, মহিমান?

মহি। (আশ্চর্য্য ভাবে) কৈ, কি, মহারাজ?

রাজা। (অপর হস্তে যশরাজের হাত ধরিয়া)

যশরাজ, কি সব?

যশ। কি, কই মহারাজ?

রাজা। দেখনি তোমরা কিছু? অন্ধকার, বজ্র,
বিদ্যুৎ?

যশ। কখন দেব?

রাজা। এই মাত্র?

যশ। কৈ, না?

রাজা। প্রবঞ্চনা কিছু নয় আমার সঙ্গে ত?

মহি। আঃ দেব, এমন সাধ্য; এমন ধৃষ্টতা?

(রাজা উভয়ের হস্ত ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া কিছু দূর গমন)

যশ। দেখ্‌লে? এই দেখ ভাব!

মহি। সত্য, কি ভাব এ।

(ভদ্রক, মন্ত্রী ও অপরাপরের প্রবেশ।)

সপ্তদশ দৃশ্য।



(রাজা, মহিমান, যশরাজ, ভদ্রক, মন্ত্রী প্রভৃতি।)

মহি। (রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া)

মহারাজ, রাজ্য চিন্তা করুন ক্ষণেক?

সহসা ভদ্রক এই যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে।

রাজা। (চমকিত ভাবে)

ভদ্রক! কৈ, কোথা? কেন, কি ঘটেছে সেথা?

(ভদ্রকের নিকটবর্ত্তী হইয়া)

কি ভদ্রক, তুমি যে সহসা?—সৈন্য দল?—

কুমার?

ভদ্রক। আজ্ঞা, আমার অপরাধ, ক্ষমা

করুন; বিস্ময় এত আমা হতে। শুভ

সব ; পলাতক নই আমি সমরের।
সৈন্যদল দৃঢ় বদ্ধ তেলিঙ্গানা বুকে।
কুমারের কি চিন্তা ? যবন রাজাদের
প্রবল আক্রমে, তাঁর শীর্ষক চূড়াও
কম্পিত নয়।

রাজা। (মনে মনে) ইচ্ছা তোমারি, হা ঈশ্বর ! (প্রকাশ্যে)
তবে, কি সম্বাদ ?

ভদ্রক। আজ্ঞা, ইদঘরের ক্ষেত্রে,
'ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী আমরা। দক্ষিণ
গলকণ্ড, সব(ই) হস্তগত আমাদের।

যশ। কি আনন্দ !

মহি। কি গৌরব, কি চমৎকার এ !

রাজা। তোমাদর এ, বড়ই প্রতিষ্ঠার কাজ,
ভদ্রক।

মহি। শত্রুরা কোথায় ?—কিরূপে এখন ?

যশ। যুদ্ধ হলো কি রকমে, বলুন বিশেষ ?

ভদ্রক। উত্তরে শত্রুরা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে ফির্চে।—
মহারাজ এলে পরে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে,
শত্রুদের ইতস্ততঃ সঞ্চলন দেখে,
বুঝ্লাম আমরা, তারা প্রবল উদ্যমে,
আক্রমণ একবার কর্বে আমাদের।
আমরাও দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হলাম।

মহি। অনুমান আমরাও করেছিলাম তা।
আপনাদের কৌমার বীর্য্যকে, শত্রুরা
পরীক্ষা বারেক কর্‌বে, মহারাজ এলে।
ভদ্রক। বিদ্যুৎ বজ্রের অংশ বুঝেছে তা তারা।
যশ। তার পর, কি বলুন?
ভদ্রক। রাত্রি শেষ কালে,
চরেরা জানাল এসে শত্রুরা নিকট।
সত্বরেই আমরাও প্রস্তুত হলাম।
প্রভাতে একেবারে, বাল সূর্য্য কিরণে,
উভয় সৈন্যের, হাস্‌তে লাগ্‌ল করবার।
(রাজার অধিকতর মনোনিবেশ)
মহি। তার পর?
ভদ্রক। শত্রুদের অশ্ব, দর্পে এসে
আরম্ভিল যুদ্ধ। অশ্বপতি আমাদের,
কুমার, সে আক্রম অবহেলে গ্রহণ
কর্‌লেন। পদাতিকেরাও সঞ্চরণে ক্রমে
হলো অগ্রসর এসে। অন্যান্য অধ্যক্ষ
সকলকে লয়ে আমি বিষম সমর
উত্থান কর্‌লাম। চারিদিক ময় ত্বরা
ভাঙ্গিয়া উঠিল যুদ্ধ, সাগরে তরঙ্গে।
ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চারিদিক ময়!
সহিল শত্রুরা যুদ্ধ, যাবৎ অধ্যক্ষ,

বহুতর ভূমিশায়ী মা হলো তাদের।
আকাশে উঠিল সূর্য্য দ্বিপ্রহর স্থানে।
ভঙ্গ দিয়ে শেষে তারা প্রস্থান করিল,
দিবসের মত। ক্ষণ বিরাম নিশ্বাস
ফেলিলাম আমরাও।

রাজা। পুনরাক্রমণ,
শক্ররা কি করেছিল?

ভদ্রক। আজ্ঞা হ্যাঁ; শুনুন।-
তার পর দিবামান আমাদের, গেল,
পান ভোজনাদি আর বিশ্রাম লভিতে।
ঘোর ঘন-ঘটা দেখা দিল সন্ধ্যাসঙ্গে।
নিবিড় আঁধারে, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রনাদ
একেবারে চতুর্দ্দিক ভেঙ্গে উপস্থিত।
বিষম দুর্য্যোগে আম্‌রা অতীব সতর্কে,
রহিলাম। পাহারায় সৈন্যগণ খাড়া,
ভূমে হানি শেল, ভর দিয়ে তাতে, সয়ে
কোন মতে ঝঞ্ঝা। নিদ্রা শূন্য আমরাও,
(কুমার ও আমি এক বস্ত্রাবাসে) শুনি,
সহসা শিবির অগ্রে ঘোর কোলাহল।
বিপদ জ্ঞাপক, বেজে উঠিল দামামা।
আস্তে ব্যস্তে উভয়েই, (বর্ম্ম পরিতেও
অবকাশ হলোনাক) অস্ত্র ধরে ত্বরা

বাহিরে এলাম। দেখি শত্রুগণ পুন,
ঘোর পরাক্রমে এসে আক্রম করেছে।
মহি। ওঃ, পামরেরা দেখি যে বড়ই নাছোড়।
ভদ্রক। হেতু আছে। তার পর, উন্মত্তের প্রায়
কুমার, গভীর যুদ্ধে প্রবেশ কর্‌লেন।
সৈন্য সুশৃঙ্খল করে অমিও হলাম,
অনুবর্ত্তী তাঁর। যুদ্ধরব মিশে গেল
দুর্যোগ গর্জ্জনে। একাকার অন্ধকারে,
কেবা দেখে কারে।
যশ। মহাকাণ্ড, ভয়ঙ্কর!
ভদ্রক। বিপক্ষেরা আমার আগে, অল্প ক্ষণেই
ভঙ্গ দিল। দক্ষিণ ভাগে মহাকল্লোল;
সেই দিকে কুমারের সন্ধানে গেলাম।
দেখি আমাদের সৈন্য, ত্রাসে ইতস্ততঃ
ভঙ্গ দিচ্চে। এক স্থানে চক্রাকারে যেন,
বিপক্ষেরা, ঘিরে কারে, অস্ত্র বর্ষিতেছে।
অভ্যন্তরে শুনিলাম কুমারের রব,
বিপদ জ্ঞাপক, ("কে আছরে, কে আছ") হা,
এই কথা! (অভিভূত ভাবে ক্ষণ নীরব)
রাজা হতাশ্বাস ভাবে ভদ্রকের মুখ নিরীক্ষণ ও শির ধারণ।
মন্ত্রী। কি ঘটিল তার পর?
ভদ্রক। বলি;—

বন্ধুর বিপদ জেনে, কেমন করে যে,
বিপক্ষদের কঠিন চক্র ভেদ করে,
ভিতরে গেলাম তার, বল্‌তে পারি না তা।
বোধ হয় তার তুল্য সহজে কিছুই,
কখন করিনি আমি, জীবনে। (দীর্ঘ নিশ্বাসে নীরব)

রাজা। (কিঞ্চিৎ দৃঢ় ভাবে) ভদ্রক,
ওঃ, বোধের হৃদয় তোর বাছা! যা হোক্‌,
বল্‌, অবিচল চিত্তে।

মহি। কি হলো, বলুন?

ভদ্রক। বিদ্যুৎ আলোকে দেখি কুমার একাকী,
বহু সংখ্যক শত্রুর অস্ত্র, কোন মতে
নিবারণ করিছেন। আহম্মদ, জ্যেষ্ঠ
পুত্র যবনের, অসি উত্তলি, লক্ষ্যেছে
শির দেশ তাঁর।

(রাজা কম্পিত ভাবে আসন ধারণ)

আমি আর, সে আঘাত
কোন রূপে নিবারণ উপায় না দেখে,
একেবারে উভয়ের মধ্যে পড়িলাম।
আঘাত আমার অস্ত্রে প্রতিঘাত পেয়ে
পড়িল তবু, বক্ষে আমার। কিন্তু সেই,
দুরাত্মাকেও আর অস্ত্র তুল্‌তে হলো না।
কুমারের অস্ত্রাঘাতে তখনি সে দিল,

ভূমে আলিঙ্গন।

রাজা। আ, ঈশ্বর! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

মঁহি। সর্ব্ব শুভ!

ভদ্রক। ঘ'টেছিল শেষে কি যে, আমি তা জানি না।
শুনিলাম সৈন্যেরা, আমাদের দৃষ্টান্তে,
উত্তেজিত হয়ে, একেবারে শত্রুদের
দূর করে দেয়।

রাজা। তুমি তা জাননা কেন?

ভদ্রক। অচৈতন্য তখন আমি, সেই আঘাতে।

রাজা। কি, এমন আঘাত?—দেখি?

(ভদ্রক আঘাত দর্শান)

আঃ; এ তোমার
আঘাত নয়, বক্ষে, বন্ধুত্বের গৌরব-
পদক ধরেছ। এস, আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন)
তোমাদের দ্বারা, হেন যুদ্ধ জয়, বাছা,
রাম রাজার পরম সৌভাগ্য।

মহি। এখন,
করতলে আপ্‌নাদের ঝুল্‌তে পারা যায়
দিতে, সমস্ত রাজ্যের ভার।—কি বলেন,
মন্ত্রি মহাশয়?

মন্ত্রী। বটে।

রাজা। বিশ্রাম করগে,

শ্রান্ত তুমি।

ভদ্রক। আজ্ঞা, কোথা, বিশ্রামাবকাশ ?
সমস্ত যবন রাজ্য এক যোগ হ'ল,
আমাদের বিপক্ষে। বিরার, বিজাপুর ;
গলকণ্ড, সকলেই ত্রাশে একত্রিত,
আত্মরক্ষা কর্‌তে, আর উদ্ধার করিতে
যবন গৌরব।—কম নয় আকাঙ্ক্ষাও ;
পারেন যদি তবে, হিন্দুকুল বিলোপ
'করিবেন, একেবারে দাক্ষিণাত্য হতে।

মহি। ওঃ বটে ?

যশ। চক্রান্ত কি হয়েছে তবে ?

ভদ্রক। হয়ে
গেছে ! গত যুদ্ধে তাই, বিরারের সৈন্য
কিছু সহসা আসায়, দ্বিতীয় আক্রম
তারা, কর্‌তে সাহসী হয়।

যশ। বটে, তাতেই ?

রাজা। আঃ মন্ত্রি মহাশয়, রক্ষা তবে করুন
আপনি সব। আপনি ভিন্ন কে পারিবে ?
মহোদ্যোগ করুন ত্বরা। এখনি পাঠান,
এ সংবাদ, দক্ষিণে যাবৎ হিন্দুরাজ্য।
সকলের সাহায্য, আকর্ষণ করুন।
এ বিপদ আমাদের উপরেই, নয়

সুধু, হিন্দুরাজ্য শিরে সমস্ত, বলিতে।

ভদ্রক। যা হয় উপায় এর শীঘ্রেই করুন।
চারিদিকে শত্রূচ্ছ্বাস বড় ভয়ঙ্কর।
আক্রমক নই আর আমরা সেখানে।
অধিকার রক্ষা মাত্র করাই হতেছে।

মন্ত্রি। উপস্থিত সৈন্য যা এখানে শীঘ্র যাক্।
অপর যা আয়োজন ক্রমে হতে থাক্।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি)
উপস্থিত সৈন্য যাহা, আশু যাক্ তবে?

মন্ত্রী। যাক্ তবে যা আছে, এখানে সৈন্য।

রাজা। (ভদ্রক প্রতি) বাছা,
বিলম্ব তোমার আর তবে সয় নাক;
শীঘ্র উপস্থিত, যাও, হও গে যুদ্ধেতে।
বিশ্রাম করিও বাছা, কার্য্য সমাপনে।

এক দিক দিয়ে রাজা ও অপর দিক দিয়া মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অষ্টাদশ দৃশ্য।

মন্ত্রী একাকী।

বৃথা এ নকুতা আর "রাজ্য রক্ষা কর।"
তুমি হর্ত্তা, তুমি কর্ত্তা, তুমিই বিধাতা।
বাক্যের নিশ্বাসে আমি উড়্‌ব কি এখন ?
এত লঘু, এত মূঢ় ? ধিক্, আমা ধিক্ !
এই ত যুদ্ধের ভার ভদ্রকেরি প্রতি।
অসার কার্য্যের ভার আমার উপরে।
গাঁথিবে সে অট্টালিকা, উপাদান তার
বহিতে থাকিব আমি, এই ত বিচার ? (ক্ষণ নীরবে)
হা সত্য, সত্যই কি আমার, হলো শেষ,
উত্তর অয়ন ? তবে এখন কি আমি,
চলিলাম পশ্চাদ্বর্ত্তী হতে ? সত্য কথা ;
ভদ্রকেরি মৃদুল-বাল-কিরণ বড়
মনোরম, হয়েছে সবার। এত করে,
অন্তরে লাগায়ে অগ্নি, এত কাল ধরে
আলো করে রাখিলাম মুখ এ রাজ্যের,
নির্ব্বাপিত দীপ প্রায় এখন কি শেষে
পড়ে রব এক কোণে ?—তাহাই কি হবে ?—
(মৌন ভাবে প্রস্থান)

ঊনবিংশ দৃশ্য।

হেমাঙ্গিনীর গৃহ, হেমাঙ্গিনী ও হেমাবতী।

ভদ্রকের প্রবেশ।

হেমাব। এই বড় দাদা, এই এসেছেন দিদি,
আবার।

হেমাঙ্গি। এখনি কি যাবে?

ভদ্রক। হঁ্যা, এই মাত্র।

হেমাব। না, আজ্ রাতে আমি তোমা যেতে দিব না।
থাক আজ রাতে? (হাত ধরিয়া)

ভদ্রক। কেন, দুবার ত দেখ্‌লে?
আগেই তোমাকে এসে দেখা দিয়ে গেছি।

হেমাঙ্গি। জয়ের কথা শুনে কি ভাব দেখ্‌লে তাঁর?

ভদ্রক। প্রীত, কিন্তু প্রতি বাক্যে, হৃদয় কেঁপেছে,
বিপদ কোথায় তাঁর।

হেমাঙ্গি। জেনো, এ, ভদ্রক,
সত্য, সত্যই বিরত আমাদের প্রতি
নয়, স্নেহ গতি তাঁর। প্রস্রবণ মুখে
পাথর চাপিলে, সেও, অন্তঃশিল বয়,
গতি তার যে দিকেতে। মুক্ত কর তাঁরে
তোমরা।

হেমাব। (উচ্চরবে)
রাণীকে দূর করে দাও দাদা ?

ভদ্রক। ওঃ, ও কি ? এত চীৎকার !

(হেমাবতী অপ্রতিভ।

আর তবে আমি
অপেক্ষা কর্‌ব না ; আমা প্রয়োজনে তথা
আকর্ষণ কর্‌চে।

হেমাঙ্গি। যাও তবে, সাবধানে,
সতর্কে সর্ব্বদা থেকো। অভীষ্ট সিদ্ধির
প্রতিষ্ঠাই হয় যেন প্রধান উপায়।
তাই বলে পুন যেন, প্রাণ তুচ্ছ করে
প্রতিষ্ঠা চেও না। প্রাণ(ই) সর্ব্ব অভীষ্টের
প্রধান সাধন।—সৈন্য যাবে কবে তবে ?

ভদ্রক। এখানে যে সৈন্য আছে আশু যাবে তাই।
সমস্ত হিন্দু রাজ্য সাহায্য আকর্ষণে,
মহোদ্যোগ হয়ে থাক্‌বে ক্রমে।

হেমাঙ্গি। শুভ হোক্।
ঈশ্বর করুন তোমা সমর বিজয়ী।

ভদ্রক অগ্রে, তৎপশ্চাৎ হেমাঙ্গিনী ও
হেমাবতীর প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য



তেলিঙ্গানা, ভদ্রক ও কুমারের শিবির, শিবিরের এক প্রান্ত, দ্বৈধবল ও মহাবল প্রহরীকার্য্যে দণ্ডায়মান, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাবলি, সমস্ত নিস্তব্ধ, সম্মুখে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষে হুতুমের ডাক।

মহা। রাত্রি কত হলো? এই শব্দে আরো করে,
রাত্রিকে গভীর!

দ্বৈধ। দু প্রহর হলো প্রায়।

(শৃগালডাক বহির্ভাগে)

এই দুপোরের ডাক; ডেকে চ'ল্লো ওই।

মহা। (ইতস্তত দেখিয়া) নিস্তব্ধ এমন এই শান্তিময় কাল,
শয্যায় দিয়েছে পাশ যারা, এ কেবল
তাদেরি পক্ষেই।

দ্বৈধ। আঃ, না; আমাদেরি ইহা।
আমাদেরি এই কাল, আমাদেরি জন্যে।—
এই যে হাসিছে চন্দ্র অসংখ্য তারকা,
সুধা-ছড়া-ছড়ি-খেলা খেলি কার সঙ্গে?

এই যে কুসুমবালা খোলে চুপে চুপে,
হৃদয়-ভাণ্ডার তার, অতুল্য শোভার,
কে পায় এমন, হেন, কার উপভোগে ?
এই যে আসিছে বায়ু নিঃশব্দে কেমন,
কত গন্ধাকার গন্ধ চুরি করে লয়ে,
সযতনে প্রেমভরে কাহারে মাখাতে ?
আমরাই সংসার সার, আমাদেরি লেগে ৷
অসার গুলাই পড়ে নিদ্রার কুহকে,
অলীক স্বপনসুখে মুগ্ধ হয়ে আছে।
প্রভাতে আসিবে তারা চাট্‌তে আমাদের
উচ্ছিষ্ট বাসন। এই চন্দ্র, এই ফুল,
থাক্‌বে পড়ে মাত্র, শোভা-সুখ-খাদ্য শূন্য।

মহা। তা শরীরের বাধ্যতা গুলার, এড়াতে
পার্‌লে হাত, বটে !

ধৈব। জয় মাত্র(ই) পৌরুষের।
শরীরবিজয়ী যত দূর আম্‌রা, সৃষ্টি
আমাদের পদানত সেই পরিমাণে।
এই জ্ঞান না থাকাই, আর্য্য সন্তানের,
এতেক দুর্গতি আজ। ইন্দ্রিয় সেবার
আধিক্যেই তারা, ক্রমে নিস্তেজ নির্জীব,
যবনের গ্রাসগত। দাক্ষিণাত্যেতেও
এ রোগের বাহুল্য বড়। বিজয় নগর

একাকী কেবল মাত্র আছে ঘাড় তুলে।
আজ কাল তার(ও) ভাব বড় ভাল নয় ;
কর্ত্তব্য আলস্যভরে উঠিতে উঠিতে,
প্রয়োজন যাচ্চে ডুবে। তাইত ঘটেছে,
দেখিছ না ? সৈন্য আস্‌তে এদিকে ডুবিল।

মহা। মহারাজও রোগগ্রস্ত এমন সময়ে।
তা মন্ত্রি মহাশয়(ও) কি এরি মধ্যে এত
পরিবর্ত্ত হয়েছেন ?

ধৈব। বিজ নগরের
অদৃষ্ট এ, কি বলিব আর।—চল যাই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।



(শিবিরের এক নির্জ্জন প্রান্তে কুমার ও ভদ্রক। দূরে বস্ত্রাবাস সকলে আলো জ্বলিতেছে। তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণে।)

কুমার। আশায় ভুলায়ে আর এ রকম করে,
কত দিন রক্ষা কর্‌ব সকলের মন।
চারি দিক্ ভেসে উঠ্‌ল ; আত্মরক্ষা দায়।
সকলি ঘুচাব আম্‌রা অতি সত্বরেই,
সাহায্য না আসে যদি। তুমি বল্লে, সৈন্য
শীঘ্রই আস্‌চে। কৈ, দেখ, নিশ্বাস না ফেলে,

এত দূর করেছি আমরা, দিন যাচ্চে,
আমার অন্তঃ-করণ যেন ছিঁড়ে লয়ে।

ভদ্রক। বৃথা আকুবাকু ; কার্য্যসূত্রে আমাদের
বাঁধা পড়ে আছে পা, রাজসভার স্তম্ভে।

কুমার। শীঘ্রই নাশ হবে এই রাজ্য। লেগেছে
মূলের মজ্জায় এর আলস্যের কীট।
রাজার সঙ্গেতেও কি রাজ্যও ডুবেছে?—
ওঃ, এত কি সহ্য যায়!

ভদ্রক। বৃথা এ রোদনে।
আমরা এ রাজ্যের কণ্ঠার-প্রাণ বই
নই, আলস্য ভুজঙ্গ গ্রাসে আর সব।

কুমার। (ক্ষণচিন্তায়) আশ্চর্য্য বড়ই দেখি, সংসারের ভাব!
জীবন আর কি, বল, চঞ্চলতা বই?

ভদ্রক। আঃ, তাতে কি সন্দেহ ; সমাধিগত তারা,
যারা ভোগ সুখে তুষ্ট।—কার্য্যই জীবন।

কুমার। উদ্দেশ্য যাদের নেই জীবনে কিছুই,
এই এত শোভাময়ী সুখপূর্ণ পৃথ্বী,
তাদের ত কিছুই নয়, মৃত্যু-শয্যা মাত্র—

ভদ্রক। হা ভাই সত্য, ওঃ সত্য! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

কুমার। (ভদ্রকের অভিভূত ভাব দেখিয়া) দেখ ভাই, আমি
এত চেষ্টা করেও তোমার গুণ সব
অনুকরণ কর্‌তে পারিলাম না।

ভদ্রক। কেন,
আমার কি গুণ দেখ্‌লে ?

কুমার। উদ্দেশ্যবিহীন
লোকের জীবন যে, বড়ই অকারণ,
এই ভাবে তুমি এত, মনে ব্যথা পেলে,
শত শত জনে আমি চক্ষে দেখি সদা
এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ, কিন্তু কৈ, তাতে ত
আমার মন, এত উত্তেজিত হয় না।

ভদ্রক। হা কুমার, ভাই তুমি বুঝিতে পারনি,
আমি বড় স্বার্থপর ; আপন দুঃখেই
আমি এত অভিভূত ! (কুমার আশ্চর্য্য ভাবে ভদ্রকের মুখ নিরীক্ষণ।) আশ্চর্য্য হয়ো না।

কুমার। অ্যাঁ, সে কি, ভদ্রক ?

ভদ্রক। যাক্, যেতে দেও, দেখ—

কুমার। অ্যাঁ, আমি এত দিন, তোমার অবনত
মুখকে, ও তোমার কুঞ্চিত ললাটকে
চিন্তাশীলতার ভাব জান্‌তাম। বল,
তোমার অন্তরে, ভাই, কিসের বেদনা ?

ভদ্রক। না না, আমি তা, কার সাক্ষাতে বলিব না।

কুমার। কেন, কার সাক্ষাতে না ? (ক্ষুব্ধ ভাবে)

ভদ্রক। দুঃখিত হয়ো না।
ভাই, তুমি আমার অন্তরের সকল

ভাব(ই) জান। হৃদয়ের বন্ধুর নিকটে
হৃদ্গত ভাব, কিছুই গোপন থাকে না।

কুমার। আমি ত তাই জেনে পরিতৃপ্ত ছিলাম।

ভদ্রক। দেখ, যা এত দিন তোমার কাছে আমি
গোপন রেখেছি, তা তোমাকে বলিবার
উপযুক্ত নয়।

কুমার। আর না, ভাই, আর না।
জানিলাম, ভদ্রক, আমিও একজন
সামান্য!

ভদ্রক। না, না, এত কিসে? দেখ কুমার,
দেখ আমি এত দিন যা, তোমার কাছে
গোপন রেখেছিলাম, আজন্মেও তার
আভাস(ও) তোমাকে জান্‌তে দিতাম না;—কিন্তু
তুমি তা কেন শুন্‌তে চাও? তাতে তুমি
সুখী হবে না।

কুমার। আমার তাতে সর্ব্বনাশ
হলেও, তুমি তা, বল আমাকে।

ভদ্রক। শুনিবে?
তবে এইমাত্র বলি শোন;—মেঘ খণ্ড
ভাসিছে, এই যে দেখ্‌চ, চঞ্চল বায়ুতে,
ও কি নিজে চঞ্চল?—না বায়ুর চাঞ্চল্যে
ওর চঞ্চলতা?—ভাই, আমারো জীবনে

কোন উদ্দেশ্যই নেই। তোমার চঞ্চল
জীবনে, আমার এ জীবন ভাসমান।
উদ্দেশ্যহীন জীবন যে বৃথা ধারণ,
তোমার বাক্য, আমার তাই মনে পড়ে
নিশ্বাস পড়েছে।

কুমার। ওঃ, ভাই, সত্য কথা এ। (ক্ষণবিলম্বে)
নির্য্যস জেনো তা, যদি কখন আমার
শিরে উঠে, মুকুট, বিজয় নগরের,
পদতলে তোমার জেনো, চিত্রদুর্গের
যত অধিকার।

ভদ্রক। না, না, কুমার, আমি সে
আশা রাখিনে। প্রভুত্ব বাসনা আমার
অন্তরে ঝল্‌চে না। সে অনলোপ্তশ্বাস
নয় এ। দুর্গন্ধ শ্বাস এ, কোন পুরাণ
ক্ষতের, হৃদয় যাতে পচেছে আমার।

কুমার। কি তা, বল, আমা বল? (হস্ত ধারণ)

ভদ্রক। আজ সে আমার,
বিষম ব্যথায় হাত দিয়েছিলে তুমি,
তাতেই শিহরি অঙ্গ, নিশ্বাস পড়েছে।—
ভাই, তুমি সংসারের রাজত্ব দিলেও,
সুখী কর্‌তে আমাকে পারিবে না।

কুমার। আমার

সমস্ত মন প্রাণেও কি, তার, উপায়
হবে না ?

ভদ্রক। উপায় নাই তার। কি জন্যে
শুনিতে তা চাও তুমি ? আগ্রহ করো না ;
তুমি তাতে হবে না সুখী।

কুমার। বল, আমার
দুঃখেও সুখ ? (অধিক দৃঢ়রূপে হস্ত ধারণ)

ভদ্রক। ভাই, আমি বল্‌তে পার্‌ব না। জিহ্বা
'পুড়ে যাক্ আমার, বলি যদি আমি তা।

কুমার। হা আমি ! (হস্ত ত্যাগ করিয়া অধোমুখ)

ভদ্রক। তবে তুমি শুনিবে নিতান্তই ?—
বল্‌ব তবে শোন ;—দেখ, তোমার মায়ের
মৃত্যুর উপলক্ষ মাত্র যেই, সুখের
তোমার কণ্টক মাত্র ; তার বিপরীতে
চেষ্টাতেও পরিতৃপ্ত আছ তুমি। কিন্তু,
দেখ দেখি, পিতৃ-হন্তা মাতৃ-হন্তা যিনি
আমার, রাজ্য ধন, পরিবার সকল
ধ্বংসকারী, তাঁর আমি প্রতিকূলেতেও
চিন্তিতে সক্ষম নই ; বরং তারই অন্নে
জঘন্য এ জীবন পুষে, তাঁরি কাজে রত।
(কুমার আশ্চর্য্য ভাবে ভদ্রকের প্রতি দৃষ্টি)
সহস্র আশায় দেখ, তোমার জীবন

কুসুমিত, চতুর্দ্দিকে আমি কি নিরখি ?—
অপার মরুর ভূম। সম্মুখে আমার
নাই কোন আকর্ষণ, সহজে বহিতে
দুঃখ-ভারি এ জীবনে।

কুমার। ওঃ ভদ্রক, এই,
এই বিষ পোরা! (অবনত মুখে)

ভদ্রক। আঃ না, কুমার, এমন
মনে ক'রো না যে, দ্বেষ ভাব আছে কিছু,
তোমার পিতার প্রতি, অন্তরে আমার।
তিনিই দ্বিতীয় পিতা আমার এখন।
অঙ্কুরিত একের রসে আমি, পালিত
অপরের রসে। তাঁরি মুখে পিতৃভাব
নিরখি এখন আমি। ভ্রাতৃ ভাবে তোমা
আলিঙ্গন করে স্নিগ্ধ হই। আত্ম সুখ
সব ভুলে গিয়ে, আমি, তোমাতে আকৃষ্ট।
অন্য ভাব ভেবো না আমার প্রতি।

কুমার। ভাই,
আমিই তোমার, সব সুখ নষ্টকারী;
শত্রু হলে পরস্পর আমরা, হয় ত
সুখী হতে পারিতাম।

ভদ্রক। বিপরীত জ্ঞান!
প্রণয় তোমার, ভাই, অমূল্য আমার।

সংসারে আমার আর হতে পারে যাহা
করেছি তা আমি। আমি আত্মত্ব বিনাশ
করেছি কুমার; আমি আর আমি নাই।
দুঃখ হাত এড়ায়েছি। যা কিছু দেখিছ
এ, তোমারি এখন। কায় মন প্রাণ যা,
সকলি তোমার। আমি তোমার মায়ের
প্রতিহিংসা লওনের সহায়তা করে,
প্রতিহিংসার আক্ষেপ নিবৃত্তি করিব।
নিষ্কণ্টক, সুশৃঙ্খল, রাজ্য করে দিয়ে
তোমার, রাজ্যের খেদ নিবৃত্তি করিব।
সংসারের সুখের প্রবাহ সংবর্দ্ধিত
করে তোমার, আমিও সে প্রবাহে হয়ে
সঙ্কলিত, আপনাকে সুখী জ্ঞান কর্‌ব।—
কুমার, আমাকে তুমি, সুখ পবনের
তোমার, মেঘখণ্ড জেনো! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

কুমার। ভাই ভদ্রক,
কিছুই জানি না আমি! (উভয়ে ক্ষণ নিস্তব্ধ)

ভদ্রক। এস এই দিকে।

(কুমারের হস্ত ধারণে লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।



শিবিরের অপর এক ভাগ, মহাবল, ও ধৈবল,
প্রহরী কার্য্যে। দ্বিজবরের প্রবেশ।

ধৈব। কে আসে ?

দ্বিজ। (ব্যাকুল ভাবে) আঃ, আ ভাই,—দ্বিজবর।—ভাই
সব গেল, রুদ্ধ হয়ে মলাম আমরা।
বিজাপুর, বিররাদি সব একাকার।
দক্ষিণের অধিকার গেছে সব ; সৈন্য
আসার খেই নেই। পিছনে দৃঢ় বদ্ধ
শত্রুরা।

মহা। কে বল্লে ?

দ্বিজ। এই মাত্র দূত এলো ;
অধ্যক্ষদের কাছে গেল। আঃ, অকারণে
বিদেশে, বিপাকে পড়ে প্রাণ হারালাম।
কোথা পুত্র পরিবার।

ধৈব। ঘটিবেই এত,
আগেরি এ জানা কথা ;—সৈন্য কত দূর ?

দ্বিজ। কৃষ্ণানদীতীরে তারা আজ দেখা দেছে।

ধৈব। ডুবুক সকল ; যায় প্রাণ যাক্। প্রাণ
নষ্ট করিবার সন্ধি সব এ, বুঝেছি।

দ্বিজ। উদ্ধার উপায় আর কিছুমাত্র নেই।
শত্রুদের হাতে আম্‌রা, অখণ্ডন ইহা।
মহা। ঈশ্বর আছেন, দেখ এখনো যা হয়।
অধ্যক্ষেরা কি উপায় করেন দেখিগে।
ধৈব। উপায় কি আছে আর ; প্রাণ দান করা
অপমানে ঘাড় পেতে। ইহাই হবে ত।
মহারাষ্ট্র সৈন্য তারা আজি যাবে চলে ;
লোভের ঢেউয়ের তারা আগে আগে চলে।
· লাভ আশা শূন্য বুঝ্‌লে, তিলার্দ্ধ রবে না।
দ্বিজ। হত বুদ্ধি আমি ভাই জানি না কি হবে।
ধৈর! ধর্ম্মের বিদ্বেষী শত্রু, তার হাতে পলে,
কিসে প্রাণ রক্ষা হবে, মুসল্‌মান তাতে।
দ্বিজ। বিজয় নগরের মনে এই ছিল শেষে?
ধৈব। মরেছি ত আম্‌রা, যাতে বিজয় নগর(ও)
যায়, কর তাই ; শত্রু হই আমরাও।
দ্বিজ। আমরাও যাব, পুন, বিজ নগরের
কোপে, রাজ্য, পরিবার, ধন, সব যাবে।
(ক্ষণ বিরাম)
মহা। উপায় কি এখনো আছে? চল সকলে,
প্রধান অধ্যক্ষেরা কোথা? চল সবাই।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।



শিবিরের অপর এক নির্জ্জন স্থানে, কুমার মৌন ভাবে; ভদ্রক একখানি পত্র পাঠান্তে।

ভদ্রক। অভিভূত হয়ো না; তোমারি আমি চির।
পরীক্ষিত রত্ন আমি শত আঘাতের।
উপস্থিত চিন্তা কর এখন, সতর্কে।
ঘটে প'লো কি বিপদ, দেখ দেখি ভেবে?
হেলায় মলাম আমরা শত্রু হাতে পড়ে।

কুমার। ভাব পরিবর্ত্ত বোধ হয়েছে দিদির,
মন্ত্রির। কুচক্র ঠিক্ ঘটেছে সেখানে,
প্রাণ প্রতি আমাদের; নৈলে কেন ঘট্‌বে,
হেন দশা! দেখ মন্ত্রী, সেই মন্ত্রী ভাই!
প্রাণ রক্ষা করেছেন বল তাই সদা;
ক্ষুদ্র প্রাণ রক্ষেছেন নাশ্‌তে বড় করে;
আমার সঙ্গেতে দেখ তুমিও কুচক্রে।
এই ত কর্ত্তব্য জ্ঞান, এই ধর্ম্ম দৃঢ়!
তুমি আরো সদা তাঁর বাধ্যতা জানাও।

ভদ্রক। না, না, বিপথে পুত্রও কখন, পিতার
অনুগামী হবে না। যে জীবন প্রতি
কোন আস্থা নাই, তার রক্ষার নিমিত্ত

এত কি বাধ্যতা। তবে আমি তাঁর কাছে
অবশ্য কৃতজ্ঞ বটি, নই যে তা নয়।

কুমার। দেখ ভাই ভদ্রক, এক মাত্র ভরসা
তুমিই আমার, আর সকলি গিয়েছে।

(ভদ্রকের হস্ত ধারণ)

ভদ্রক। সে কি, দেখ অন্ধ প্রায় তোমার পশ্চাদে
ফির্‌চি আমি।

কুমার। তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী আমি;
বল যাহা হয়, আমি এখনি দৌড়িব
ঊর্দ্ধ্ব শ্বাসে।

ভদ্রক। শান্ত হও; বিপদ বড়ই
ভয়ঙ্কর, যবে নিজে মন্ত্রী আমাদের
বিপক্ষ। বোধ হয় উপায়ান্তর নাই।
যাও আছে, তাও তত সুনিশ্চয় নয়।

কুমার। অনন্য উপায় মাঝে অনিশ্চয়(ও) জেনো
অবলম্বনীয়।

ভদ্রক। আছে কিন্তু—

কুমার। কি, কঠিন?—
প্রাণ যাচ্চে!

ভদ্রক। সন্ধির প্রস্তাব; যদি তারা
সম্মত হয় তাতে। শত্রু চেয়ে এখন,
মিত্র আমাদের মহাশত্রু। রাজ্য আর

আমাদের নাই জেনো, পরহস্ত গত ;
রাজার দুর্দ্দশা সেই, প্রাণ আমাদের
শত্রু হাতে। শত্রুদের মিত্র করে, নাশ,
মিত্র মহাশত্রু আগে। নৈলে রাজ্য গেছে,
প্রাণ(ও) গেছে আমাদের।

কুমার। একান্ত সম্মত
আমি এতে ভাই।—ভদ্রক, কি বল্‌ব,
তোমারি বুদ্ধি বলে বাঁচি যদি এখনো ;
রক্ষা যদি হয় সব। চল তবে যাই
অধ্যক্ষদের কাছে ; তারা যাতে সম্মত
হয় এতে, করিগে তা।

ভদ্রক। সম্মত এখনি
হবে তারা। তারাও ত বিপদাপন্ন ; তা
শেষে টেকে যদি সব মন্ত্রির হুঙ্কারে।
মার্‌হাট্টাদের কৌশলে বদ্ধ কর্‌তে হবে।

কুমার! আগে তবে তাদের প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ
করিগে।

ভদ্রক। প্রতিজ্ঞাপাশ কালে টেকে কম।

(প্রস্থান।)



তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।



রাণীর গৃহ। রাণী চিন্তাভরে অবস্থান। মোহিনী রাণীর শিশুকে কোলে লইয়া প্রবেশ।

মোহিনী। (রাণীকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া)

ভাবিতে ভাবিতে, ভাবনা সার,
কাজ ভুলে মন নামে না আর।
হারাইলে পথ আঁধার দিক,
অতল খালেতে পতন ঠিক।
ভেবনা ভেবনা করি হে বারণ,
ছেলে ন্যাও কোলে (মোর) সোণার বরণ।

(ছেলে প্রদানোদ্যত)

রাণী। (সক্রোধে)

যা, যা, যাঃ, তোর কথায় আমার গা জ্বলে।

মোহিনী। আমার কাজে ভুবে ?

রাণী। কাজে তোর ব্রহ্মাণ্ড

জ্বলে।

মোহিনী। তবে অতি-কাজে মোর ?

রাণী। জানি না যা—

মোহিনী। জান না দেখিবে তার কিবা ফল,
শত পোড়ে নাশি বিষের গরল,
তবে সে অমৃত, শরীরের বল।
জান্‌বে যদি সব মুলের কারণ,
জান্‌বে যদি কার সম্বন্ধ কেমন
তবে কি ঘটে ও কপালে এমন ?

রাণী। কথার ছাঁদুনী তোর বচনের আড়,
কিছুই বুঝি না, দেখা কাজ যা কেবল।

মোহি। থাক্‌ ধৈর্য্য ধরে দিন কত আর,
ছেলে নে এখন কোলে একবার।
সুখের বস্তু করিলে হেলা,
পা দিয়ে হবে লক্ষ্মী ঠেলা।

(ছেলে প্রদান, রাণী ছেলে লইয়া ক্ষণ তার মুখ নিরীক্ষণে)

রাণী। তুমি কি রাজার ছেলে ? রাজপুত্র ? অ্যাঁ, কি ?
রাজপুত্র, রাজার ছেলে ?—লোকে কি বলে ?—
রাজার ছেলে ?—বলুক, আমি তা বলি না।

মোহি। ও কি সোহাগ, অ্যাঁ ?

রাণী। রাজপুত্র, আমিও তা
মুখে বলি, কিন্তু মনে বলিতে পারি না।

মোহি। মরণ আর কি !—কি কথা ?

রাণী। কেন, কি কথা ?
মোহি। রাজার নয় ত কার ?
রাণী। অ্যাঁ, রাজার ? তবে
রাজার ছেলে তুমি, রাজপুত্র ?—
মোহি। আ মরি,
খেপ্‌লি নাকি ?
রাণী। কে, আমি ? না তুই খেপেচিস্।
সিংহাসনে বসিবে যে, রাজার ছেলে সে,
আর সব ত তোর আমার ছেলে, এই
মাত্র।
মোহি। বটে তা, হ্যাঁ ; বড় দুঃখিত হলাম।
রাণী। দুঃখিত হলে ? আঃ, আমি কৃতার্থ হলাম !
মোহি। বটে ! আর কোন্ শালি তোর কাছে আসে।
রাণী। রাগ টুকু হলো দেখ্‌চি।
মোহি। একেবারে আমা,
হেয় করে দিলি তুই।
রাণী। তুইও যে আমা,
করে দিলি ছার ?
মোহি। বটে, আমি তোর জন্যে
মরি।
রাণী। মর্, আমি তাই চাই ; তোর সঙ্গে
মরারি ত কথা। তুই কি না বল্লি, "বড়

দুঃখিত হলাম!”—তোর সঙ্গে কি, দুঃখিত
হওয়ার কথা বার্ত্তা?

মোহি। (ক্রোধে) বটে, আমি করি না
কিছুই?—ভর সয় না তোর কিছুতেই?—
ভাল, আজ আমি চলিলাম এই,
দেখাব কারখানা জগতে যা নেই।
যা থাকে অদৃষ্টে রাজার ঘটুক,
হয় সোজা হোক, না হয় ফাটুক।

রাণী। কি কর্‌বি জানি না, প্রাণে মার্‌বি নাকি?

মোহি। প্রাণে মার্‌বনাক, মর্‌তে থাক্‌বে বাকি।

(মোহিনার আস্ফালনে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।



(রাণী ব্যাকুলভাবে ছেলে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া।)

দুর্দ্ধর্ষ বাঘিনী বশ করা ভার!—
কাজের গরজে ওর জ্বালা সই।—
বিষম সঙ্কট বস্তু, ওর হাতে
দিতে হয়েছে যে, বেঁধে প্রাণ বুকে।
ডাইনি জানে না তার কি মরম।—

সংসার আমার যার এক দিকে।
আঃ কত দিনে সে কমনীয় আশা
এসে যে পৌঁছিবে, তরে এ বিষম,
কাঁটায় জড়িত ঘোরতর পথ।
(ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

(উদ্যানে রাজা একটি বৃক্ষতলে, বৃক্ষস্কন্ধে ঠেস দিয়া উপবিষ্ট।)
(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ। হেমা রাজাকে এতদবস্থায় দেখিয়া।)

এই কি আসন, হায়, এই কি বিরাম!
(নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজার প্রতি)
বাবা,—(রাজা চমকিতভাবে চক্ষুরুন্মীলন ও হেমাঙ্গিনীক দেখিয়া বিস্মিত ও বিমর্যভাব)
বাবা, আমি হেমা তোমার।

রাজা। (অবনত মুখে) এখানে
হেমা, কেন এসেছ?

হেমা। একবার তোমার
কাছে।

রাজা। ওঃ—আমার কাছে, হেমা, কেন বল?
জানি আমি দুঃখী তোমরা, আমা কাছে কেন?

দিতে পারি আরো দুঃখ আমি তোমাদের।
পৃথ্বীতে আশ্রয় তোম্‌রা পাবে না কোথাও ;—
ভাঙ্গিলে ত বাসা, পাখি, উড়ে দেশান্তরে ?

হেমা। আঃ, বাবা, তবে কি তুমি আমাদের ত্যাগ
কর্‌লে ? আমাদের তবে পৃথ্বীতে আশ্রয়ে
কাজ কি ?—মা, তুমি কোথা ? কেহ আমাদের
সংসারে নাই ; ডাক তোমারি কাছে যাই।
(সজল নয়নে অবনত মুখ।)

রাজা। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি চাহিয়া কম্পিত কলেবর এবং ক্ষণ-পরে দ্রুত আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে ধরিয়া।)
হেমাঙ্গি, মা, মা আমার, মা ! আমাকে তোরা
রক্ষা কর্‌।

হেমা। (ক্ষণনিস্তব্ধে) কি বলিছ, বাবা ? রাজা তুমি,
তোমার ইচ্ছায় এই জগৎ ভেসে যায় !—
ক্ষুদ্র জীব আম্‌রা। ছাড়, আম্‌রা যাব চলে,
তোমার এ ইচ্ছা, আছে অবশ্য ধরায়
স্থান। বনফল খেয়ে, রব, তিন ভাই
বুনে, বন বাসে। মা বলে রব্‌ব বৃক্ষের
সুশীতল কোলে ; বাবা বলে আলিঙ্গিব
তারেই, পরস্পর মুখে, দেখ্‌ব আমরা
অনন্ত জগৎ, সুখে আমরা সেখানেও
রব।

রাজা। ওঃ হেমা, সৌভাগ্যশালী তোরা ; তোরা
পবিত্র মূরতি ; এই সৃষ্টি, সুখাগার
তোদের, যথায় যাস্ ; প্রকৃতি তোদের
বন্ধু। আমি রাজা নই, হেমা, কিছু নই ;
আশ্রয় সংসার নয়, প্রকৃতি বিদ্রোহী
আমার। আশ্রয় দিতে,—উদ্ধার করিতে
পারিস্ কি তোরা আমা ? (হেমাঙ্গিনীর ক্রোড়ে
মুখ রাখিয়া)

হেমা। (ক্ষণনিস্তব্ধে) কি তোমার কথা
বুঝ্তে যে পারি না।

রাজা। বুঝে কি করিবে ?
তোদের বা সাধ্য কি তা ; কার সাধ্য আছে ?—
আর তোরা আমা কাছে আসিস্ না কেউ ;
"বাবা" বলে ডাকিস্ না, যে রবে আমার,
অস্তিত্ব চূর্ণিয়া যায়, অন্তর শুখায়।
তোদের দে ভুল্তে আমা, ভাবিতে দে এই,
এ সংসারে আমি যেন নেই আর। একা,
নিভৃত লোকেতে কোন, নিস্তব্ধ নীরব।—
যাও হেমা যাও, যাও আমা কাছ হতে।

হেমা। ভয়ঙ্কর কথা বাবা, কেন শুনি সব।
যাই আমি, পত্র একখানি দিয়ে তবে।
(পত্র লইয়া প্রদান।)

রাজা। পত্র? কোথাকার,—কার?

(পত্রের হস্তাক্ষর দেখিয়া বিস্মিতভাবে একবার হেমাঙ্গিনীর প্রতি ও একবার পত্রের প্রতি দৃষ্টি। তাঁহার হস্ত কম্পিত এবং তিনি বাক্য রহিত।

হেমা। মায়ের এ পত্র।

রাজা। (হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া)
বাছা, বল্, বল্ আমা? মহা অপরাধী
আমি; বল্, কোথা তিনি?

হেমা। (বিস্মিতভাবে) কোথা তিনি? বাবা,
জান না কি?—

রাজা। (অনুনয়ে) নিত্য আমি, শুনি কথা তাঁর।
সহস্র অপরাধী আমি; বাছা, আর কেন?
খুব ত হয়েছে, আর আমি, পরিনাক
সৈতে। কেন প্রবঞ্চনা, বাছা, সন্তান ত
তুই?

হেমা। ক্ষিপ্তের ন্যায় যে কথা; কি বলিছ
বাবা? আর তাঁরে কেহ দেখাতে কি পারে?
ইহলোকে আর তাঁরে দেখাতে পার্‌ব না।
এ পত্র মৃত্যুকালের তাঁর, তোমা প্রতি।
অম্বালিকা কাছে তিনি দিতে দেন তোমা,
দেয় নাই সে তোমায় এত দিন, সাহস
করে।

রাজা। আঃ পাপিনি, তবে এ আমার কাছে
কেন? ছোঁব না আমি এ, লয়ে যা।
(পত্র পরিত্যাগে কিছুদূর গমন)
হা অম্বা,

হেমা। কি, এ!—কেন আমি হায়—

রাজা। (ফিরিয়া আসিয়া।) হেমাঙ্গি, যাবে না?
দুঃখিত এ ভাব কেন আমারে দেখাও।
দেখি পত্র; বাছা তুমি, দুঃখিত হয়ো না।
(হেমাঙ্গিনীর হাত হইতে পত্র লইয়া, অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
জীবন্ত, জীবন্ত এ যে! প্রতি অক্ষরেই
জীবন-জ্যোতি! প্রতি রেখার অভ্যন্তরে
সহস্র মূরতি যেন দীপ্ত আমা প্রতি।
(পত্রের বাহির সম্বোধন পড়িয়া)
ওঃ কারে এ সম্বোধন! হা, আমি কোথায়?
পত্র খুলিতে হস্ত কম্পিত হওয়ায় হেমাঙ্গিনীকে প্রদান।
খোল এ, হেমাঙ্গি, খোল?
(হেমাঙ্গিনী পত্র খুলিয়া প্রদানোদ্যত।)
না, না; এ তুমিই
পড়; শুনি আমি।
(হেমাঙ্গিনী পড়িতে উদ্যত, রাজা বারণ করিয়া।)
একটু থাম।
(দৃঢ় রূপে আসনে বসিয়া)

পড় তবে?

হেমা। (পাঠ)

(পত্র।)

"মহারাজ, আমি মলাম। আমি কে, আর কি বল্‌ব, আমি আপনার কেউ নই। আপনি আমার সেই শরচ্চন্দ্র, সংসারের শোভা, আমার জীবনের জীবন, আমি আপনাকে বঞ্চিত হয়ে, সংসার অন্ধকার দেখ্‌ছি, আমার হুতাসে প্রাণ অন্ত হলো।

হেমা। হা মা, মাগো! (রোদন)

রাজা। (কম্পিত) কাঁদ কেন, হেমা, পড় পড়?

(হেমাঙ্গিনী পুনর্ব্বার পাঠ)

"পৃথিবীর পল্লব রাশিতে আমার ছায়া নাই, পৃথিবীর সরোবরে আমার শান্তি নাই। স্বামিন্! আমি মলাম, হৃদয়ের আগুণে দগ্ধ হয়ে।"

(রাজা চকিত ভাবে সহসা উত্থান)

হেমা। কোথা যাও, বাবা?

রাজা। পড়, পড়?

হেমা। (পুনর্ব্বার পাঠ)

"আমি কি চাই;—আমার হৃদকম্প হচ্চে—এক বিন্দু চক্ষের জল?—হা, এমন কি সৌভাগ্য করেছি!—একটী নিশ্বাস কি তবে?—হা নাথ, তাই অভাগিনীর পক্ষে অমূল্য নিধি,

আশার অতিরিক্ত ফল, বহনের অনুপযুক্ত দান। নাথ সেই নিশ্বাসের যৎকিঞ্চিৎ রসেই আমার মৃত্যু অস্থিও দগ্ধ কঙ্করের ন্যায় শতধা ফেটে যাবে। আমি মলাম্, নাথ, মলাম্, আপনারি প্রেম পিপাসায় শুষ্ক হয়ে।" (হেমাঙ্গিনী অত্যন্ত রোদন)

রাজা। (ক্ষণ নিস্তব্ধে) পড়, পড় ?

হেমা। তুমি কি বাবা, অন্য মন হচ্চ ?

রাজা। অসান।

হেমা। সারা হয়ে গেছে ; আর নাই কিছু।

রাজা। তবে কি হৃদয় তাঁর এখানেই ভগ্ন ?—
হেমাঙ্গি ? (কম্পিত কলেবর)

হেমা। বাবা, কম্প হচ্চে কেন ? ব'সো, ধরি এক্‌টু।

(রাজাকে ধরিয়া বসান)

রাজা। চক্ষে জল তোমার এসেছে, কত আর
নিশ্বাস পড়েছে। ধন্য তুমি, অশ্রু, শ্বাস
দ্বার খোলসা তোমার। আমার সকলি
রোধ। হৃদকম্প তাই, তাতেই হেমাঙ্গি। (ক্ষণ পরে)
হেমাঙ্গি, যাও তুমি ছেড়ে দিয়ে আমাকে।

হেমা। না, না ; আর একটু ধরি ; বড় কম্প হচ্চে।

(রাজা অবসন্ন)

বাবা, বাবা, একি, একি ?

রাজা। (ক্ষণ পরে উঠিয়া) ছাড়, ছাড় আমা ?

(হেমাঙ্গি ধরিয়া বসাইতে উদ্যত)

ছাড়, ছাড় আমাকে, পৃথিবী ডুবে গেল,
আকাশ ভেঙ্গে পলো, পলাই, আঃ পলাই !

(জোড়ে ছাড়াইয়া লইয়া বেগে প্রস্থান)

(হেমাঙ্গিনী ব্যাকুলভাবে পশ্চাদ পশ্চাদ প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।



সেই স্থান, মোহিনীর কুহকিনী বেশে প্রবেশ।

মোহিনী। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণে ও ক্ষণ পরিক্রমণে)

রাণীর পতি, আপন যদি, না হয় তাতে, আমার কি ?
দুষ্টার মতি, সফল গতি, আপন গরজে, করিতেছি।
রাণীর ছেলে, মুকুট পেলে, আমার আশা, সফল তায়।
কুমার ভেসে, গেলে দূর্ দেশে, মনের খেলা সুযোগ পায়।
হারানে রতন, কর্ব আপন, কুড়ায়ে পেলে, যে পায় তার,
হৃদয়-হারে, গাঁথিব তারে, ছিঁড়িতে পারে, শকতি কার ?
রাজার বেটা, অভিমান সেটা, পড়ে না আঁখি আমার পানে,
ভাল, ভাল তা, অভিমান যা, ডুবায় সব, মায়া তুফানে।
আশার ফল, পড়ে না তল, ফেলিব ছিঁড়ে পায়ের তলে,
ভূমে গড়াইলে, তবে নেব তুলে, আপন আলয়ে যাইব চলে।

(ক্ষণ নীরবে)

উথল যৌবন রূপে ভরা পুরা,
দল মল করে, প্রাণে পাই পীড়া।
চাহনে উমুরী ঢুড়ু ঢুড় হিয়া,
ফুলাইয়ে বুক যায় শ্বাস দিয়া।
নখে ছিঁড়ে ফেলে দিব তার সুখ,
ক্ষণ যদি পারি জুড়াতে এ বুক।

(বহির্ভাগ লক্ষ করিয়া)

আর কেন হেমা, চলে যাও ঘরে,
কেন খোজ আর, সে বাবার তরে।
ঘুরে ঘুরে পুন, এই হেথা এলো,
কুহকের পথ, সব এলো মেলো।

(রাজার অবনত মুখে, চিন্তাভরে ধীরে ধীরে প্রবেশ)
দৃশ্য সহসা পরিবর্ত্তন, অন্ধকার, উপরে মেঘ, বিদ্যুত বজ্রধ্বনি।
রাজা বিস্মিত ভাবে দণ্ডায়মান, মোহিনী অন্তর্দ্ধান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(রাজা চতুর্দ্দিক দেখিয়া)

এ কি, কি হলো ?—প্রলয় ! (স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান)

মোহি। (মেঘ মধ্য হইতে মৃত রাণীর স্বরানুকরণে বিকৃতভঙ্গীতে)

চলে যাও, চলে যাও, এ রাজ্যেতে আর
এসোনাক তুমি।

(রাজা হৃদকম্পে হস্ত দ্বারা বক্ষ ধারণ ও ত্রাসিত চক্ষে
ঊৰ্দ্ধ দৃষ্টি, মোহিনী পুন সেই স্বরে)

যাও চলে, শীঘ্র যাও ?
এ রাজ্যেতে আর পাও বাড়ায়োনা কভু।

রাজা! (মৃদু ভগ্ন স্বরে) কে তুমি ?

মোহি। (বিকট উচ্চ স্বরে) কে আমি ?—(বজ্র শব্দ ও বিদ্যুৎ)

রাজা। (সত্রাসে) প্রিয়ে, দাসেরে তোমার
রক্ষা কর। (ভূপতিত)

(অন্ধকার কিঞ্চিৎ অপগম ; সমস্ত স্থির।)

মোহি। রাজা ?——

রাজা। (চমকিত ভাবে ঊৰ্দ্ধ দৃষ্টে) প্রিয়ে ?

মোহি। কি গুণে আমার,
এমন করিছ তুমি ?

রাজা। (ব্যস্তে) গুণ ? হা,—গুণ ত—
গুণে ভাল কখনই বাসিনিক তোমা ;
তা বাসিলে অন্যে কেন অনুরক্ত হব ;
তুমি সৰ্ব্ব গুণাধার। প্রিয়ে, আমি বড়,
বড়, অপরাধী তোমা কাছে।—

মোহি। থাক্, থাক্,
আর কাজ নেই। আমি বল্‌চি সার তোমা—

এসো না কখন আর এ রাজ্যেতে। যাও,
সংসারের সুখ যাতে, ভোগ কর গিয়ে।
ন্যায়ান্যায় জ্ঞান মাত্র, বুদ্ধির সে ধন্ধ।
সংসারে, মনের খেলা, জীবনের সার।
সৃষ্টি ও জীবন ;—জেনো, জীবনের শক্তি,
সৃষ্টিতে করিবে ক্রীড়া, নৈলে কি কারণে ?—
উভয়ই নিষ্ফল ! কার্য্য ফল মানবের,
সৃষ্টিরাভিপ্রায়, বৃথা চিন্তা মানবের।
ইচ্ছার দর্পেতে ফের, সংসারাধিকারে।
যাও রাজা, যাও সুখে, ত্যেজে অলীকতা।

রাজা। (ক্ষণ বিস্মিত ভাবে থাকিয়া)
কি কথা এ বল প্রিয়ে ; ছলনা কি কর্‌চ ?

মোহি। ছলনা ? বিশ্বাস নয় ?—দেখ রাজা দেখ ?—
তোমা জন্য দুঃখ ভুগে কি দশা আমার।
তুমি আর এ রকমে আত্ম অস্ত করে,
এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ কেন হও বল।
নর আদি সৃষ্টি সব, নর সুখ ভোগে।
সংসার ক্ষেত্রেতে নর গাছের অঙ্কুর ;
সুখের পবনে যদি পল্লব বিস্তারি,
সুখমূর্ত্তিধরে, মৃত্যু সেই মুর্ত্তি সহ
প্রতিষ্ঠিবে এনে, ইহ লোকে। দুঃখ তাপ
অসঙ্গত, সয়ে যদি পোড়া মুর্ত্তি ধরে—

দেখ চেয়ে আমা পানে, দেখ, এই দেখ ?—

বিদ্যুৎ, বিদ্যুতালোকে মেঘ অন্তরালে, রাজা, রুক্ষ কেশা, শুষ্ক, কৃষ্ণবরণা, লোহিতলোচনা ভীষণ কুহকিনী মূর্ত্তি দর্শন। বজ্র ধ্বনি, কম্পন ও গাঢ় অন্ধকার। মোহিনী অন্তর্দ্ধান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।



রাজা।

এ কি ? কি এ সব দেখি ? কোথা, কোথা আমি ?
একি সেই পৃথিবী, সেই লোক ?—কখন
না। কখন, দেখিনি যা, স্মৃতি জ্ঞান আছে।
অন্য কোন লোকে আমি ; অন্য লোক(ই) এই।—
ওঃ, আমি মরেছি, পরলোক(ই) এই সত্য।
জন্ম, মৃত্যু ক্ষণ বোধ থাকে না তৎপরে।
পার্থিব পাপের মূর্ত্তি, বিদ্যমান হয়ে,
শাস্তিছে আমায় এসে ; বিভীষিকা
দেখ্‌চি এ সব, ঘোর পাপ ফল—হা আমি !
পলাও এ শাস্তিবন, আকাশ, তারকা,
ছলনা ছেড়ে ; হা, দেখি আমি, কোথা আমি !

(বিবর্ণ ও হতাশ মুখে ভুপতন, কিছু পরে যশ, মহি, ও লোরেন্‌জোর আগমন দেখিয়া উঠিয়া)—

এই সব মূর্ত্তি আস্‌চে শাস্তিতে। (পলায়নোদ্যত।)

সপ্তম দৃশ্য

রাজা, যশরাজ, মহিমান, ও লোরেন জো।

যশ। ও কি ও,
দেখ, মহারাজ যান—

মহি। (দ্রুত নিকটস্থ হইয়া) মহারাজ আম্‌রা।

রাজা। (ফিরিয়া) তোমরা কে ভাই?

মহি। দেব আপনারি দাস।

(রাজা ফিরিয়া গমন)

যশ। মহারাজ?

রাজা। (ফিরিয়া) কি দেখাবে, দেখাও আমারে?—
কি শাস্তি দেবে দাও? (যশ ও মহির মুখ নিরীক্ষণ)

মহি। দেব, ক্ষমা করুন।

রাজা। এত কেন, খেলে যাও, তোমাদের খেলা।

যশ। কি বুঝ্‌চেন আপনি?

লোরেন। শোক্ক কছু হোয়েছে।

যশ। মহারাজ, পর্ত্তুগীস দেশী, এক জন
বিজ্ঞ চিকিৎসক ইনি, দেখ্‌তে একবার
আপনাকে এসেছেন।

রাজা। (কিছুকাল লোরেনের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া)
ওঃ, হা আমি; (বিমুখ)

মহি। দেব!

রাজা। কে তুমি?

মহি। চিনতে আমায় কি পারিছেন না?

রাজা। মহির আকারে তুমি ছদ্মবেশী কেটা।
ভয়ঙ্কর মোহমূর্ত্তি তোমরা এ সব।

(সহসা প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

যশরাজ, মহিমান ও লোরেনজো।

যশ। (মহির প্রতি) কি ভাব? লোরেন প্রতি)

লোরেন। আপনি কি বলেন?

যাই হোক্,

মহারাজে আমি সেরে দিব, সার্‌ব আমি—
মন্তর-চিকিৎসা জানে আমি; ভূত ছেড়ে
দিতে পারি, ডা'ন ছেড়ে দিতে পারি, সব—

(যশ ও মহির হাস্য)

মহি। ভূত অনুমান আপনি করেছেন তবে,—
আসুন, ভুতের দেশ বুঝেছি আপনার।

লোরেন। ভূত নয় কোথা; আমি মহারাজে সার্‌ব;
আমার দেশের লোক কছুই চায় না,

মহারাজের দোয়া ; দেশের বিদ্যা আর
উৎপন্ন যা, এ দেশে দেখায়ে, এর সঙ্গে
মিল চায় একটা, বাণিয্য কাজ কর্‌তে।

(সকলের প্রস্থান।)

নবম দৃশ্য।



হেমাঙ্গিনীর গৃহ। হেমাঙ্গিনী, হেমাবতী ও অম্বালিকা। হেমাঙ্গিনী বিস্ময়োত্তেজিত ভাবে রাজার সাক্ষাৎ ঘটনা বর্ণন। তাঁহার চক্ষু বিকসিত, মুখ বিবর্ণ। অম্বা ও হেমা আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ।

হেমাঙ্গি। কোথা যে উদ্যান মধ্যে, এই আগে আগে,
আর খুজে পেলাম না। ব্যাকুল অন্তরে
চারি দিকে ধাইলাম, কেমন যে হলো,
কোথায় এসেছি যেন, চিনি না কিছুই।
সকলি নুতন যেন ; সে পথ (ও) হারায়ে
গেল, যেখানেতে কথা। অন্ধ হয়ে ফির্‌তে,
উদ্যানের বা'র হয়ে পড়্‌লাম কেমনে।

অম্বা। অন্তর আকুল কাণে চক্ষেও লাগে ধন্ধ।

হেমাব। আমি হলে ছাড়্‌তাম না কিছুতেই পাছ ;
দড়্‌তাম সঙ্গে সঙ্গে জামা ধরে তাঁর।

অম্বা। সাধ্যি, হ্যাঁ, তোমার বড়, সবা চেয়ে কি না ?

হেমাঙ্গি। আ সখি, এখন তিনি বাবা আমাদের।
বাবা বলে মনে আম্রা করিব এখন
তাঁরে। তিনি আমাদেরি; তাঁর দুঃখে আজ
আকুল হয়েছে মন আমার। উদ্ধার
করিব, আমরা তাঁরে।—হা, কি দশা তাঁর!
অম্বা। উন্মত্ত মত, সত্যিই কি তিনি?
হেমাঙ্গি। সেই ভাব;—
শোকে কি না কর্‌তে পারে? আর সখি আম্‌রা,
সুখী তাঁরে করিতে কি পার্‌ব?—কখন না।
এখন কেবল তাঁর সঙ্গে একবার
একত্তর হয়ে, কেঁদে সুখী হব মাত্র,
মায়ের জন্যে।
অম্বা। হা, হাত আর কিবা!
হেমাব। দিদি,
আমিও এবার যাব, বাবাকে দেখিতে?
অম্বা। পত্র পেয়ে প্রথমেই কি ভাব দেখিলে?
হেমাঙ্গি। এস্ত, আশ্চর্য্য, অবাক্। মা বুঝি জীবিত,
তার জ্ঞান হয়েছিল।
অম্বা। আহা, আজ্ তিনি,
থাকিতেন বেঁচে!
হেমাঙ্গি। সখি, আর তাঁকে এনে,
সংসারের সুখে সুখী কর্‌তে পারিব না;

স্বর্গে সুখী কর্‌ব তাঁরে সংসার হতেও,
আকাঙ্ক্ষিত কার্য্য তাঁর সেখানে পাঠায়ে।
দুর্ল্লালসা জিব, সখি, পোড়াব দুষ্টার।
জোঁকের শোষক মুখে দিব ক্ষার বিষ।
বিকৃত মুখ ভঙ্গীতে পাপ শাস্তি পা'ক।

হেমাব। নাক কাণ কেটে দিয়ে, মাথা নেড়া করে।

(অম্বা, হেমাবতীর মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য।)

হেমাঙ্গি। মনের আকাঙ্ক্ষা সখি পেতেছে না পথ।
স্ত্রী জীবন অপদার্থ! কেন এ জীবের,
চৈতন্য অনল সঙ্গে সংযোগিছে কাল,
প্রতিক্ষণে মৃত জড় রাশি, জানি না তা;
নিবাতে, না জ্বালিতে সে অনল?—হা ধিক্
আমায়! মা বৃথা সখি ধরেছিলেন; এ
মাংসপিণ্ড উদরেতে। তাঁরি রক্তের ত
এই হাত; এ বড়ই কৃতঘ্ন; তাঁর সে
জীবন হন্তার প্রতি, প্রতিহিংসা লতে,
কেন এ তাকায়ে আছে কুমার, ভদ্রক
পানে। কিছুই না পারে আত্ম-মুক্ত হোক্।
জননার চক্ষু জলে সিক্ত এ ধরার,
উপস্বত্ব খেয়ে কেন কলঙ্কিত হয়।

(হেমাঙ্গিনীর অধীর ভাবে প্রস্থান তৎপশ্চাৎ হেমা ও অম্বার প্রস্থান।)

দশম দৃশ্য।



একটি রাজপথে যশরাজ ও মহিমান। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নাগরিকের প্রবেশ।

একজন। কি মহাশয় এ? কি কথা এ শুনি?—যুদ্ধে
কুমার ভদ্রক নাকি রাজ্যের বিদ্রোহী,
শত্রুদের সঙ্গে যোগে?

মহি। অসম্ভব কথা;
বিজনগরের যারা শ্বাতুর বাতাস,
তারা যে সহসা ফির্‌বে, অকারণে—স্থির
হোন্ আপনারা, আছে অবশ্য কারণ।

দ্বিতীয়। রাজপরিবারের অন্তরঙ্গ আপ্‌নারা;
শীঘ্রই সত্যতা এর সন্ধান করুন।
হুলু-স্থূল পড়ে গেছে নগরেতে; লোকে
রাজপথ পরিপূর্ণ; বিস্ময় সন্ত্রাসে
ছুট্‌চে লোক এ ওরে সুধায়ে। যুদ্ধাগত
রাজগণ সঙ্গে মন্ত্রী, রাজার উদ্দেশে।
সৈন্যেরা পরিচালিত চারিদিকময়।
সময়ে আমরা সব আত্মচিন্তা করি।

মহি। স্থির হোন, অবশ্য এ জনরব মাত্র।
কুমার, ভদ্রক কিসে রাজ্যের বিদ্রোহী?—

কি কারণে? রাজ্য এ ত তাদেরি এখন।
অভিপ্রায়, অবস্থা-গতি কিসে বোধ এ?

যশ। কারণ অবশ্য কিছু অভ্যন্তরে আছে।

তৃতীয়। মন্ত্রী মহাশয়(ই) নিজে আরো যে ব্যাকুল।
নগর সুস্থির তাতে থাকে কি রকমে?

মহি। যান্ আপনারা, আমরা সন্ধানি কারণ।

প্রথম। আপ্‌নারাই আমাদের সর্ব্বপক্ষে নেতা;
নগর আপ্‌নাদের হাতে, রাখুন নগর।

(সকলের প্রস্থান।)

একাদশ দৃশ্য।



সেই শান্তি উপবন। জালে ঘেরা একটী সুপক্ক ফল বৃক্ষে, একটী নিশাচর পক্ষী আবদ্ধ; রাজা ব্যগ্রতার সহিত উহাকে মোচন। রাণী ধীরে ধীরে রাজার নিকটবর্ত্তিনী।

রাজা। আমারি পরীক্ষা জন্য, সকলি এ দেখি।
ওঃ—আমি উদ্ধার কর্‌ব, মুক্ত কর্‌ব এরে।—
হা! এই ত সংসার? (মুক্ত করিয়া)
যাও উড়ে বিহঙ্গ।
আমারে উদ্ধার করে, কে আছে এমন?

(পক্ষিকে ছাড়িয়া দেওন)

রাণী। (নিকটবর্ত্তী হইয়া)
মহারাজ! (রাজার চমকিতভাব দেখিয়া)
আপনারি দাসী।—একি ভাব?
কিসের চিন্তায় মগ্ন নির্জ্জনে একাকী?
আমাকে বঞ্চনা করে, কি সুখ গোপনে
সম্ভোগ কর্‌চেন এসে? শুনিব বলুন,
বলুন মহারাজ?

রাজা। (হস্তদ্বারা মুখ ঢাকিয়া) আঃ—এই মুর্ত্তিটাই
দারুণ ভয়ঙ্করা, হৃদ্‌কম্পকারী মূর্ত্তি!

রাণী। বিরক্ত আপনি বুঝি আমার আসায়।
অপরাধ ক্ষমা, রাজা, করুন আমার,
চলিলাম আমি। (গমনোদ্যত)

রাজা। যাও কেন, থাক, থাক;
নরকমূর্ত্তি তোমরা, আর কত কাল,
শাস্তিবে আমায় হেন! একেবারে ভেঙ্গে
এস, উথলি নরক, আগুণ তুফান-
মূর্ত্তি! গ্রাস কর আমা, চূর্ণ কর আমা;
নিস্বত্ত্বা করে পুন, দেখাও শাস্তি-রাজ্য!

রাণী। কি মহারাজ? নরকমূর্ত্তি আমি এখন?
এই শেষে বটে? (ক্রোধভরে গমনোদ্যত, রাজা
শীঘ্র আসিয়া পথ রোধ।)

কেন, কেন আর, ছাড়

পথ, যাই।

রাজা। থাক, দেও শাস্তি, যাক্ ভোগ
হয়ে, তোমার যা শাস্তি।

রাণী। (ক্ষণকাল রাজার প্রতি চাহিয়া) এ কেমন ভাব,
বলুন আমাকে রাজা ? আত্মহত্যা নৈলে
হব আমি ; আত্মহত্যা হব, সম্মুখেতে,
আপনার আজ। আমি আপনার মুখে
শুনিব সে বজ্রকথা, প্রাণের উমুরি
যাক্ আমার। বলুন, বলুন কি শুনি ?
(রাজার প্রতি দৃঢ় ভাবে দৃষ্টি।)

রাজা। কি আর শুনিতে চাও ?—তোমারি জন্যেতে,
(যার প্রতিমূর্ত্তি তুমি, সম্মুখে, আমার)
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ত্রিভুবন সম্মুখে দাঁড়ায়ে
অপরাধী আমি। যার জন্যে এত, সেই
তুমি, তোমার কাছেও, কত দোষে দোষী।
আপনার কাছে পাই, আপনি ধিক্কার।
কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী, তোমা জন্যে আমি,
নরহত্যাকারী নর, পাতকী পিশাচ।
দেও, হে পাতকযোনি, এ পাপের শাজা।

রাণী। (কম্পিতকলেবর, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ ও ভূমে পড়িয়া)
ওঃ স্বর্গ, ধর্ম্ম, ঈশ্বর !—হা ঈশ্বর তুমি !

রাজা। (ক্ষণ নিরীক্ষণে) আঃ মায়া অভিনয় এমন সুসঙ্গত !

রাণী। (সহসা উঠিয়া) কি, তবে বল্‌ব এখন, বল্‌ব মহারাজ ?
কেন তবে তখন, মনে নাই সে দিন ?
করুন দেখি মনে, একবার ? আমার
জন্যে যদি এত, আমি কি পড়েছিলাম,
পায়ে আপনার ? আমি বড়ই কি দায়ে
পড়েছিলাম, তাই, আপনি আমায় কি,
উদ্ধার করিতে গিয়ে, নরকে পতিত ?
এলায়ে যে আপনিই চরণে আমার
পড়েছিলেন, দ্রব হয়ে, রক্ষ আমারে
বলি। মনে নাই সে দিন কি ? কাপুরুষ,
লম্পট, কামুক, হেয়, দুরাচার, আপনি
কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী, প্রবঞ্চক শঠ।
পরম ধার্ম্মিক লোকে জানে আপনাকে,
মহা সত্যবাদী, এই, এই কি সে ফল ?
(রাজা স্তম্ভিতভাবে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি। রাণী ক্ষণবিরামে।)
কেন তবে তখন আমারে, এত করে,
এতেক দেখায়ে, মুখে সুমধুর বাঁশি,
মাথায় অনল দীপ্তি, মৃগঘাতী ব্যাধ,
সরলা কুরঙ্গী আমা আকর্ষণ করে,
বক্ষে ছুরী ?—আমি ত ছিলাম ভাল,
স্নেহময় পিতার একটীমাত্র কন্যা,
আদরিণী ; প্রেমোচ্ছ্বাসে ভাসায়ে আমারে,

এনে ফেলে, কোথায় আপনি অপসৃত।
আদর-তরঙ্গে আমি স্নেহের সলিলে
আজীবন ভেসেছি। ওঃ, নিষ্ঠুর আপনি,
কঠিন পাষাণ! বৃন্ত হ'তে ফুলটিকে
ছিঁড়ে যে, নিষ্ঠুর সেও। নরঘাতী দস্যু
আপনি। বাধে না শত হত্যা আপনারে।

(রাজা কম্পিত কলেবরে বক্ষধারণ। রাণী ক্ষণবিরামে)

মা গো, আমি এমন শতছিদ্র তরীতে
ভরেছিলাম সুখ-ভরা! সুখবাসা
বাঁধিয়া ছিলাম অগ্নিগিরি শিরে! আমি
নাশ যে হলাম। হে স্বর্গ, হে দেবতারা,
তোমরা সকলে সাক্ষী!

(রাজা চমকিতভাবে প্রস্থানোদ্যত। রাণী সম্মুখস্থ হইয়া)

কোথা যান, যান
দেখি? গলায় পা দিয়ে, মারুন আমাকে
আগে?

রাজা। (ভূতলে পতিত হইয়া)
আমারেই কর হত্যা, আমি(ই) জানি
শত দোষে দোষী, মূর্ত্তি, চারিদিকেতেই।
আমারেই হত্যা কর?

রাণী। (স্তব্ধভাবে) কি এ, মহারাজ?

রাজা। বল, কিসে আমার, যাবে এ পাপরাশী,

তুমি না শাস্তিলে আমা, হত্যা শাস্তি বিনা।

রাণী। আপনি লোহার অস্ত্র, ছার তৃণ আমি;
আপনা শাস্তিব আমি? রক্ষুন আমারে,
ধর্ম্মের দোহাই, দেব! (চরণে পতন)

রাজা। বিষম ছলনা, (ওঃ!)—
(উঠিয়া গমনোদ্যত)

রাণী। (সম্মুখীন হইয়া)
ধর্ম্মসাক্ষী করে (মনে আছে কি এখন?)
বিবাহ সময়ে বদ্ধ অঙ্গীকারে আপ্‌নি,
রক্ষা করিবেন আমা, সকল বিপদে।
রাজন্! চাই না আমি কিছুমাত্র আর,
রাখুন আপন ধর্ম্ম রাখ্‌তে যদি হয়,
রাজা আপ্‌নি, ধর্ম্ম মূর্ত্তি।—কুমার, ভদ্রেক,
রাজ্যের বিদ্রোহী, যোগে শত্রুদের সঙ্গে।
বাবারে করিতে দূর, আমারে নাশিতে;
রাজ্য ছারখার কর্‌তে মুসল্মানে এনে।

(রাজা স্তম্ভিতভাবে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ। সহসা অন্ধকার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। মোহিনী বহির্ভাগ হইতে রাণীকে আকর্ষণ।)

রাজা। ওঃ কি অদ্ভুত কাণ্ড এ, সকলি যা দেখি!
কোথা মূর্ত্তি তিরোহিত, ঘোর অন্ধকার;
(প্রস্থান।)

দ্বাদশ দৃশ্য



চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত অনল ; মধ্যে মোহিনী দিব্যাঙ্গনা বেশে উপবিষ্ট। রাজার প্রবেশ পূর্ব্বক স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান।

মোহিনী। পরীক্ষা দেখাও রাজা, পরীক্ষা দেখাও ;
অনল মধ্যেতে দেখ, কমনীয় রূপ।

(রাজা ত্রাসে স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান। অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে সহসা নির্ব্বাণ। অন্ধকার ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি, পরে মোহিনী সহ সকল অপগম। রাজা কম্পিত কলেবরে সন্ত্রাসিত চক্ষে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ। মন্ত্রীসহ যুদ্ধাগত রাজগণ প্রবেশ। রাজা তাঁহাদের দেখিয়া)

কোথা, কোথা দেবগণ, রক্ষ আসি আমা।
অদ্ভুত বিষম ঘোরে পড়ে হত জ্ঞান।



ত্রয়োদশ দৃশ্য।



রাজা উক্ত অবস্থায়, যুদ্ধাগত নৃপতিগণ ও মন্ত্রী।

একজন। হিন্দুকুল চূড়ামণি, রাজ রাজেশ্বর,
রাখুন আপনি সব।

রাজা। কি আজ্ঞা বলুন ?

দ্বিতীয়। হিন্দুকুলের গৌরব রক্ষা, দেশ রক্ষা,
ধন প্রাণ মান রক্ষা। কুমার ভদ্রক
রাজ্যের বিদ্রোহী; রাজ্য রক্ষা চাই আম্‌রা।
রাজা। আদেশ করুন তবে, অস্ত্র ধরি আমি।
তৃতীয়। আঃ, ধর্ম্মমূর্ত্তি আপনি।
দ্বিতীয়। এতদূর নয়,
প্রয়োজন আমাদের। আদেশে আপ্‌নার,
সকলি পারিবে হতে। স্বাক্ষর করুন,
নির্ব্বোধ বালকদের, পদচ্যুতি পত্রে;
মন্ত্রি মহাশয়ে দিন যুদ্ধের যে ভার।
সময় বহিয়া যায়।
চতুর্থ। স্বাক্ষর করুন,
প্রস্তুত উভয় পত্র।
দ্বিতীয়। স্বাক্ষর করুন?

(পত্র বাহির করিয়া প্রদান। রাজা হতবুদ্ধি ভাবে চতুর্দ্দিক
নিরীক্ষণ ও অন্যমনস্কে পত্র স্বাক্ষর।)

মন্ত্রী। পিতা ও আত্মীয় পক্ষে, কেমন বিষম,
করিতে বিরুদ্ধাচার স্নেহ বস্তু যারা;
ভূমে হ'তে কোলে তুলে, নিয়েছি যাদের,
তাদেরি ফেলিতে ভূমে, বাধ্য কর্‌ল তারা।
রাজা। (রাজা হতবুদ্ধিভাবে সকলের প্রতি দৃষ্টি)

সকলে। জয়, মহারাজ, জয়, জয় আপনার।

(সকলে কোলাহল রাজা সহসা একদিক্ দিয়া প্রস্থান, অপর সকলের অন্যদিক দিয়া প্রস্থান।)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

সেই স্থান।

(মোহিনী কুহকিনীবেশে নাচিতে নাচিতে।)

বেস্ হয়েছে, বেস্ হয়েছে, আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।
বাঁধ ভেঙ্গেছে, স্রোত নেমেছে, আমার কপাল ভরে।
আহা——
বেস্ হয়েছে, বেস্ হয়েছে, আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।
বাঁধ ভেঙ্গেছে, স্রোত নেমেছে, আমার কপাল ভরে।
গগণ-তারা, গগণ ছাড়া, পড়ুক সাগর কুল।
অলক্ষণ, বলুক আর জন, আমি গণ্‌ব ফুল।
আহা——
বেস্ হয়েছে, বেস্ হয়েছে, আকাশ ভেঙ্গে পড়ে।
বাঁধ ভেঙ্গেছে, স্রোত নেমেছে, আমার কপাল ভরে।
খেপুক রাজা, আমার সাজা, এড়াবে কেমন করে।
চল্লাম আমি, হৃদের স্বামী, নিইগে হাতে ধরে।

(নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তেলিঙ্গানা ; কুমার ও ভদ্রকের শিবির। শিবিরের এক প্রান্ত। পর্য্যবেক্ষণে কুমার ও ভদ্রক, এক ভাগে ভদ্রক পরিক্রমণ ও অপর ভাগে কুমার দাঁড়াইয়া সঙ্গীত।

রাগিণী—শঙ্করা। তাল—আড়াঠেকা।

যামিনী গভীরে ডুবে, সংসার সব, অতি নীরবে।
প্রবহ সমীরণে, খেলে ঢেউ কিরণে, ভাসে তাহে
চন্দ্র তারকা সব ॥

ভদ্রক। (নিকটবর্ত্তী হইয়া)
কি, গীতের তানে যে, ক্ষণে ক্ষণে, ভাবেতে
নিমগ্ন হচ্ছিলে ?

কুমার। ভাই, কখন আমার
অভিষ্ট যদি আমি সিদ্ধ কর্‌তে পারি, তা,
আমার রাজ্যকে আমি, শান্তিময় কর্‌ব,
শরৎ যামিনী প্রায়।

ভদ্রক। বড়ই উজ্জ্বল,

অভিলাষ এ !

কুমার। না ভাই, শান্তি অভিলাষী
বড় আমি ; যদিচ এ স্বভাব আমার,
সমর কঠিন ক্ষেত্রে, বীর দর্প তাপে,
উষ্ণকটি জাত বৃক্ষ সমান কঠিন,
তথাপি মজ্জায় এর সঞ্চরিত আছে,
কোমল তরল রস। ভাই, এ কেবল
তুমিই আমার রক্ষা করেছ স্বভাব,
নৈলে, প্রলয়ের দৈত্য হয়ে পড়িতাম
আমি। দেখ, তাদের উত্তর ত এখন,
বিলক্ষণ আশাময়। রাতেই এখনি
জানাবে এসে দূত, ধার্য্য অভিপ্রায় যা,
তাদের, আমাদের প্রতি। অনুকুল তা
নিশ্চয়(ই) হবে জানি আমি।

ভদ্রক। কি বলা যায়।

(পদশব্দ শুনিয়া)

কে, কেও ?

(দূত প্রবেশ করিয়া) রাজধাণীর দূত।

ভদ্রক। কি সম্বাদ ?

(দূত ভদ্রকের হস্তে পত্র প্রদান। ভদ্রক পত্র লইয়া পাঠ।)

কুমার। (দূতের প্রতি) কি সম্বাদ এতদিন পরে ?—দেশের ত,
মঙ্গল ? সৈন্য যোট ত, আড়ম্বরে হচ্চে ?—

কিন্তু, তুমি কেমন করে এলে?

দূত। শত্রুরা,
সব পলাতক আজ, মন্ত্রি মহাশয়
আগে। সব পরিস্কার, নদীতীর হতে।

(ভদ্রক পড়িতে পড়িতে দূতের প্রতি দৃষ্টি ও পুনর্ব্বার পাঠ।)

কুমার। কি, মন্ত্রিমহাশয় সসৈন্যে নাকি?

দূত। আজ্ঞে।

ভদ্রক। যাও দূত, মহারাজে বল গে, আমরা
সাধ্যমত শিরোধার্য্য করিব আদেশ
তাঁর। (কুমারের প্রতি) পত্র দেখ। (দূতের প্রস্থান।)

কুমার। (পত্র পাঠান্তে) বাবা পদচ্যুত কর্‌লেন,
ভদ্রক?

ভদ্রক। ক্ষতি কি, আম্‌রা কিছু তাঁর কথা
শুনিতে প্রস্তুত নই।

কুমার॥ তবু তিনি বাবা,
তাঁর এ মুখের বাক্যে, বড় কষ্ট হ'ল
আমার।

ভদ্রক। মনে ও করো না; তোমার বাবা,
আর বাবা কি আছেন? কেবল আকৃতি
মাত্র তাঁর; বাবা আর বলোনাক তাঁরে।

কুমার। না ভাই, ও বলোনাক; বাবা আমি তাঁরে
বল্‌ব; তিনি আমায় রক্ষা হস্তে, সংহারে

উদ্যত হলেও, আমি, বাবা বলে তাঁরে,
তাঁরেই ধর্‌ব ; তাঁ ভিন্ন আমি, নিরাপদ
আশ্রয়, জানি না আর কিছুই।—ভদ্রক,
চমকে মন, না জান্‌তে, ডেকে উঠে যাঁরে,
আমি তাঁরে ডাক্‌ব, বাবা বলে ডাক্‌ব। দেহ
পতন কালেও তাঁরি নাম ধরে, এই
সংসার ত্যাগ কর্‌ব।—

ভদ্রক। যাক্‌ ভাই, তা নয় ;—
আমার এ বলা, তুমি কিছু দৃঢ় হও।
সামান্য আঘাতে এই, ভগ্ন হলে এত,
সংসারে কিছুই নয় অসম্ভব ! দেখ্‌তে
পাবে, কত বজ্রাঘাত হেন, যার শব্দে
স্তম্ভবৎ হতে হবে। (দূতের প্রবেশ)
কে আসে ও,—দূত ?

দ্বিতীয় দৃশ্য।



কুমার, ভদ্রক ও দূত।

ভদ্রক। ও, তুমি পৌঁছেছ ?

কুমার। (তটস্থে) কি, কি সম্বাদ ?—তোমার
বচনে, টাঙ্গান প্রাণ, আমাদের ;—বল ?

কি তাঁদের অভিপ্রায় ; মন্ত্রী উপস্থিত ;
এক যোগ শীঘ্র ত্বরা হওয়াই উচিত।

দূত। প্রভো, কি বলিব, সব বিপরীত হলো।
বিপক্ষেরা আর পক্ষ নয় আমাদের।
সন্ধির প্রস্তাব সব উলটিয়া গেছে।
যাত্রা তারা করেছে, আমাদের বিপক্ষে।
গলকণ্ডরাজ, সব নষ্ট করেছেন।
পুত্রহন্তা আপনারা তাঁর, সেই রোষে।
"মিত্রতা কাফর সঙ্গে ; মহম্মদ বাণী
প্রাণ নাশে যাহাদের। শত্রু পুন যারা,
চির-শত্রু, পৌত্তলিক! এ যোগে যদি না,
নি-হিন্দু ভারত হবে, তবে আর কিসে?"
এইরূপ বাক্যে তাঁর সব ফিরে গেল।
আগেই তাঁদের যাত্রা আমাদের প্রতি।
প্রহরের মধ্যে তারা এসে দেখা দিবে।

কুমার। হা, আমরা অতলে পলাম!

ভদ্রক। (ক্ষণ চিন্তায়) এস শীঘ্র।

(সহসা প্রস্থান। কুমার তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।
দূত অপর দিক দিয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

একটী অনাবৃত স্থান। কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ।

একজন। এখনো সকলি রক্ষা হতে পারে ; কিন্তু
মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয় আর।

দ্বিতীয়। প্রস্থানের
এখনি আদেশ কর। মন্ত্রির দয়ায়
অবশ্য পাব স্থান।

তৃতীয়। বিজয় নগরের
বাহু দুটা আম্‌রা, কেটে ফেলে চলিলাম !

প্রথম। কি করি তা বল ; শেষে যুবরাজদের
অদৃষ্টে, ই-ছিল ; হাত কি, চল আমরা—
বিদায় লয়ে, চল, তাঁদের কাছে, যাই।

দ্বিতীয়। লোক নকুতার কাল নাই আর ; তাতে
বিশেষতঃ দুঃখ বৈ, সুখ নাই। শিবির
ভেঙ্গে, মার্‌হাট্টারা এতক্ষণ, দূরে চলে
গেল।

তৃতীয়। আঃ ঈশ্বর, রেখো, প্রাণটা তাঁদের।

প্রথম। যদি তাঁরা ছদ্মবেশে, কোন রূপ করে,
আর্য্যাবর্ত্তে একবার পৌঁছিতে পারেন,

তথাকার রাজাদের সাহায্যের বলে,
অবশ্য সকল শেষে উদ্ধার কর্‌বেন।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

একটী নির্জ্জন প্রান্তে কুমার ও ভদ্রক।

কুমার। আর কি ফল, সঙ্গে, দেখা করে তাঁদের;
কেবল বিকৃত মুখ দেখানই হবে।

ভদ্রক। এখন কেবল মাত্র দুটি পথ আছে;—
মন্ত্রির শরণ লওয়া, কিম্বা ছদ্মবেশে
আর্য্যবর্ত্ত পলায়ন। কিন্তু এখনি(ই) তা;
ক্ষণমাত্রে শত্রু এসে এস্থান ঘেরিবে।

কুমার। (ক্ষণ চিন্তায়) ছদ্মবেশ দেও আমা, তাহাই পরিব।
রাজ্যে আমি দেখাব না, এ মুখ কখন।

ভদ্রক। কিন্তু প্রাণ আমাদের সংশয় এ দিকে।
রাজ্যে গেলে, মিথ্যা, শীঘ্র অপগম হবে;
সত্যের জ্যোতিতে সব পরিস্কার কর্‌তে
পারিব তখন আম্‌রা।

কুমার। হীন, অপরাধি
ভাবে, রাজ্যে প্রবেশিতে কখন পার্‌ব না।
দূর হতে আগে হোক্ এভাব মোচন;

তবে যাব রাজ্যে, রাজ্য, ডাক্‌লে আমাদের।

ভদ্রক। ভৃত্যদের বেশ এই, ঢাক অঙ্গ এতে;
রাত্রি পোহাইয়া গেল, শীঘ্র ওই বনে,
আশ্রয় লইগে, দিনমানকার মত। (পরিচ্ছদ প্রদান)

কুমার। (পরিচ্ছদ গ্রহণে উষা মুখে তাকাইয়া)
আঃ, প্রভাতি তারা রূপ এক-চোখি উষা,
নিশা ক্রোড় থেকে যেন, কেড়ে নিতে আস্‌চে
আমাদের। তমোচর হলাম আমরা!

ভদ্রক। কিছুই আশ্চর্য্য নয়, বলেছি তোমাকে।
উঠিতে, পড়িতে কিম্বা, ওলট, পালটে,
এক(ই) ভাব পাওয়া চাই, আটপিটে হয়ে।

(কুমারকে পরিচ্ছদ পরিধানে অপারক দেখিয়া ভদ্রক দেখাইয়া দেওন।)

কুমার। রাজবেশ পরাবে আমাকে, বলেছিলে;
ইহাই পরালে শেষে!

ভদ্রক। (কুমারের মুখ প্রতি দৃঢ় দৃষ্টে) প্রাণ এ পরাতে
পারি, যদি সাজে ভাল; চাও তুমি তা কি?

কুমার। না ভাই ঘা'ট হয়েছে আমার। আমার
এখন উপযুক্ত ইহাই, অধিকার
আর কিবা আছে, ভাই, রাজপরিচ্ছদে।

ভদ্রক। না, না, এর সূত্রে সূত্রে দৃঢ় অধিকার
আমাদের। ত্যাগ কর্‌চি বটে ইহা, অঙ্গ

হতে, কিন্তু সতত অন্তরে প'রে থাক্‌ব।
রাজা সেই, রাজ্য চিন্তা করে যে; কিরীটী,
সিংহাসন ভরে, বসে যেই, ছত্র তলে,
রাজা নয় সে; চিন্তাই আকাঙ্ক্ষিত পদে
প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখে মানুষে, যেমন
সংস্থিত হোক্ না কেন সে, সংসারে। চিন্তা
হীন. ক্রীয়া শূন্য, দেব বিগ্রহ(ও) পাষাণ।
নরক চিন্তাকারী, স্বর্ণখট্টে বসেও
নারকী। উচ্চ স্বর্গবাসী, উচ্চ অভিলাষী
দরিদ্র(ও)।

কুমার। দুঃখিত কিছু নই আমি এতে।

(পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া ভদ্রককে প্রদান।)

লও, কিন্তু রাখ ইহা লুকায়ে সঙ্গেতে;
শত্রু হস্তে পড়ি যদি, এ বেশে কখন
যবন রাজারে মুখ দেখাতে পার্‌ব না।

(ভদ্রক কুমারের পরিচ্ছদ লইয়া, আপন পরিচ্ছদ উন্মোচন, ও তাহা হইতে একখানি পত্র গোপনভাবে গ্রহণ।)

ওকি, ও পত্র নাকি?

ভদ্রক। (অপ্রস্তুত ভাবে) হাঁ্যা।

কুমার। কোথাকার পত্র?

ভদ্রক। চল, এ, এখনকার কথা নয়; অন্য
অবসরে বলিব সে সব।

কুমার। কি আবার,
সংক্ষেপে না হয়, বল ?

ভদ্রক। বিরারের রাজা
লিখেছেন—

কুমার। কি সম্বাদ তবে, বল শীঘ্র,
কি কথা তাঁর ; পড় না, পড়া যেতে পারে,
উষার উজ্বল মুখে ধরে।

ভদ্রক। রাত্রি গেল,
আশ্রয় লই গে চল।

কুমার। বল আগে আমা ?

ভদ্রক। তুমি বড় উদ্ধত ; শুনিবে ?—শোন তবে,—
আমা প্রতি এই পত্র বিরার রাজার।

(পত্র খুলিয়া পাঠ।)

"মহাত্মা ভদ্রক, একবার আপনাকে আপনি স্মরণ করুন ; ভেবে দেখুন, আপনি কি হয়েছেন। যে দুরাত্মা আপনার পিতৃহন্তা, রাজ্যভ্রষ্ট কারী, আপনি তারি অন্নদাস। আশ্চর্য্য ! সামান্য তৃণাঙ্কুরও, যে কোন রসেই পরিবর্দ্ধিত হোক্, বীজানুরূপ মূর্ত্তি ও গুণ ধারণ করে। অধিক কি প্রয়োজন, তবে এইমাত্র বলি, আপনার যদি ইচ্ছা হয় এবং অনুরোধও করি, আপনি অবিলম্বে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হোন্। আপনার রাজ্য, রামরাজার রাজ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট করে আমরা আপনাকে অর্পণ কর্ব। যদি একান্তই এতে অসম্মত হন,

তবে নির্যসই আমরা আপনাকে, কাফর গণ্য করে আপনার প্রাণ নাশের চেষ্টা পাব। এই পত্রের প্রতি বিশ্বাসের নিমিত্ত ইহাতে মহম্মদের নাম অঙ্কিত কর্‌লাম।"

(পাঠান্তে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলন।)

কুমার। (ক্ষণ নিস্তব্ধে) কেন এ ছিঁড়িলে ভাই, অবিবেক কাজ
করিলে তুমি, কেন সঙ্গে এলে আমার।
দুরাশা আমার ভাগ্য ; বিজয় নগর
জয়ী হবে এবার যে, সন্দেহ তাতেও।
অতঃপর তুমি যদি রাজা হও, অন্য
অপেক্ষায়, সে সব রাজ্যে, সুখ তাতেও
আমার।

ভদ্রক। বলেছি আমিত সব, তোমাকে।
আর কেন, চল ; তুমি আমাকে ধরেই,
সাগরে দিয়েছ ঝাঁপ, কখন তোমাকে
ত্যাগ করে যাবনা আমি।

কুমার। (ক্ষণ নীরবে) আঃ মৃত্যু, কোথা !

ভদ্রক। চল শীঘ্র, দিন যে প্রকাশ হয়ে প'লো।

কুমার। যাবে তুমি ?—এস তবে।—ওঃ দুর্ভাগা আমি !

(উভয়ের প্রস্থান।)

কতকগুলি যবন সৈন্য ও একজন অধ্যক্ষ অশ্ব আরোহণে প্রবেশ।

অধ্যক্ষ। এরি মধ্যে ছিন্নভিন্ন করে চলে গেছে ?—
আশ্চর্য্য !—দৌড়াও চারি দিকে ; নদীদিকে

চল সব ?

একজন। কুমার, ভদ্রক, অবশ্যই
বনে আছে, যায়নি, তাদের সঙ্গে তারা।

অধ্যক্ষ। দক্ষিণে সকল যাক্; বন ঘেরি গিয়ে,
চল আম্‌রা সকলেই।—চল সব চল ?

(সৈন্যেরা রঙ্গভূম অতিক্রম করিয়া প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

একটী প্রান্তর দৃশ্য; নিকটে মহাবন; দুইজন কৃষক; একজন ভূমে পড়িয়া নিদ্রাগত, অপর জন নিদ্রা ত্যাগ উঠিয়া বসিয়া।

ওরে ম'দো, ওট, কাগ ডা'ক্‌চে, পুবে ফর্‌সা মেরেচে; গরু গোচ্ কর। (মদো উঠিয়া ঘুমের ঘোরে মাথা গুঁজিয়া উপবেশন।) ঘুম ভাঙ্গারে, চ, রাত পোয়ালো।

ম'দো। (বিরক্তভাবে) তাড়া তাড়ি কর্‌চিস ক্যান ? বাড়ি গিয়েও ত পড়ে ঘুম মারা। লাঙ্গল ত আর জুড়্‌তে হবে না।

প্রথম। গরু সব কে কোথায় গিয়ে পড়্‌বে যে—

ম'দো। পড়ুক যাঃ, পড়ুক না ক্যান ? কাক ত খেত খোলা নেই যে নাগ্‌বে ? বাছা ধন সব, দে দোয়ার ওয়ার মেরে গাছ তলায় পড়ে ঘুম মারুক।

প্রথম। আরে, গরু সব কে কোথায় বয়ে পড়্‌বে, খুঁজে পাবি নে।

ম'দো। না পাই যা; গরু নিয়ে কি কর্‌বি? শালার যুদ্ধ থাক্‌তে ত আর লাঙ্গল চস্‌তে হবে না। এই চাষা বেটারা যদি ভূঁয়ে হাল না ফোঁড়ে, ত কি খেয়ে সব মদ্দানি করে, একুবার দ্যাখা যায়। আম্‌রা নয় জল আহার করে যদ্দিন বাঁচি বাঁচ্‌ব।

প্রথম। তা কার কাছে এ দুঃখ কর্‌চিস? এই যে, সব মাঠ, ডাক্‌লে কথা কয়, ঘাসে খড়ে চড়্‌ চড়্‌ ক'র্‌চে, দেখে বুক ফেটে যাচ্চে। আবাদ হলে সোণা ফল্‌ত, খেয়ে সংসার বাঁচ্‌ত।

ম'দো। শালারা দ্যাশ নেবেন, দ্যাশ নেবেন, এর দ্যাশ উনি নেবেন, ওর দ্যাশ ইনি নেবেন। তাই কাটা কাটি করে মর্‌চেন। আ মর, বসুমতীর কি ওর আছে; যে যা পারিস্‌ নে না, নিয়ে খা; কত খাবি। (পাঁচনি লইয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধমুখে) ই—ই—ই—সাম্‌লা;—বুদো, ই—ই—ই—(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সেই স্থান। কুমার ও ভদ্রকের প্রবেশ।

কুমার। আঃ ভাই, ধিক্‌ ধিক্‌; নির্ব্বোধ আম্‌রা বড়!

তৃপ্তি নাই আমাদের ; শান্তিধ্বংস কারী
আম্‌রা, সংসারের এই। মধু আহরণ
করিতে আমরা চাই কাঠ কোপাইয়া ;
চিনিনা সৌরভ পূর্ণ কোমল কুসুম !
প্রকৃতি সন্তান সত্য, কৃষকেরা এই ;
প্রশান্ত বক্ষেতে যাঁর, শান্ত ভাবে শুয়ে
অমৃত কলস স্তন, পান করে সুখে।
আমরা সুন্দর বেশ ছিন্ন করি তাঁর !
রাজ্য ধনে কাজ কি ? ভাই কেন বিবাদ ?
দুরাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত নয়। তৃপ্তিতেই সুখ
হয় যদি, একটি ফলে তৃপ্তি আছে, এই
অসীম, সৃষ্টি-ভাণ্ডারে। ধন্য কৃষকেরা !
তোমরা হিত দিলে আজ ! আর ভদ্রক,
রাজ্যের আকাঙ্ক্ষী নই আমি, সুখী এখন
হতে পারব আমি, পাদ মাত্র ভূমে, পেলে,
তোমার সহবাস মাত্র।

ভদ্রক। এস এখন,
প্রাণ রক্ষা কর আগে বনে প্রবেশিয়ে।
সকল বিষয়ে তুমি দ্রব হয়ে পড়।

কুমার। (কিঞ্চিৎ দূর গমনে বন প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
আহা, দেখ ভাই, সত্য, কেমন সুন্দর
এ বন ! আরো যেন সুন্দর দেখ্‌ছি আজ। (আহা,)

এত দিন পরে আজ হের রে নয়ন,
প্রকৃতির মুখ, দেখ, খোল রে ঘোমটা।
লাবণ্য আধার বুঝি, পড়েছে চলকি,
বিধাতার, নৈলে হেথা, কেন বা নিরখি,
রূপ ছড়াছড়ি। তরুকুল, না বিচারি
কে বা কোন জাতি, একাকারে জড়াজড়ি;
লতা তাহে অঙ্গ ঢালি, বিলাসালিঙ্গনে,
চুম্বিছে অধর কার, কার গ্রীব-দেশ,
অঙ্গের চালনে কত স্খলিত ভূষণ।
আনন্দের দর্পে মত্ত বিহঙ্গম কুল,
সমুজ্বল অঙ্গরাগে বিজলী প্রকাশি,
ধাইছে, বসিছে, তানে পুরিছে গহন,
মোহরা গাইতে কেহ, গাইছে অন্তরা,
প্রতিধ্বনি সহ গীত বন বেড়ি ফিরে।
সুমন্দ মলয় সহ মিলি অলিরাজ,
গায়ক ভিখারী বেশে, ফেরে কুঞ্জে কুঞ্জে,
পরিমল মাগি, সদাব্রতে স্বভাবের।
এই সদাব্রতে আজ, আমিও অতিথি।

ভদ্রক। বড় দ্রব হয়ে গেলে, আবার দেখিযে।

কুমার। সত্য, ভাই, আমি সব ভুলতে পারি, এই
সৃষ্টি-মুখ দেখে, শান্তি প্রতিমার। ভাই,
আমি প্রতিহিংসা লেগে, কভু উত্তেজিত

হতাম না, বোধ হয়, দিদি না থাকিলে।

(বহির্ভাগে বহুতর কণ্ঠ স্বর।)

ভদ্রক। এ কি!—শীঘ্র এস?

কুমার। শক্র এরি মধ্যে হেথা!

(দ্রুত উভয়ের প্রস্থান।)

(সৈন্যগণ ব্যস্তভাবে রঙ্গভূমে ক্ষণকাল এদিক ওদিক গতিবিধি।)

সপ্তম দৃশ্য।



বনের একাংশ। কুমার ও ভদ্রক, চঞ্চলভাবে।

কুমার। কিন্তু এখন কি, চারি দিকে শক্র; নেই
অব্যাহতির উপায়। পরিচ্ছদ দাও;—
অস্ত্র ধর? (তাড়াতাড়ি উভয়ে পরিচ্ছদ পরিধান)

ভদ্রক। তুমি একটু থাক এইখানে।

কুমার। কোথা যাবে তুমি?

ভদ্রক। শীঘ্র আস্‌চি। (দ্রুত প্রস্থান)

কুমার। এ কি! তবে,
তুমিও কি ভদ্রক?—হা!—আর আমি,—যাও,
প্রতিবন্ধক হব না তোমার। (ক্ষণ চিন্তায়) কি, এই
ভূমি পাদ(ও) তবে, যাকে আশ্রয়ি দাঁড়ায়ে,

ফেটে দুই খণ্ডে, ত্যাগ করিবে আমায় ?—
কি কাজ জীবনে আর, কি কাজ অস্ত্রেতে।

(অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমে উপবেশন। বহির্ভাগে মানুষের রব। কুমার উঠিয়া আবার অস্ত্র ধারণ।)

কি, অপমান হব শত্রু হাতে ? জীবন!

ভদ্রক। (ফিরিয়া আসিয়া)
উপায় নাই আর, চারি দিকেই শত্রু।
এই মাত্র পথ ; শীঘ্র, এই পথ ধরে,
সিংহ বধ করি আম্‌রা শিকারে সে দিন
যে গুহায়, আশ্রয় লওগে সেথা, শীঘ্র—

কুমার। (ভদ্রকের মুখ পানে চাহিয়া)
তুমি ?

ভদ্রক। আমি তোমারি জন্যে, আশু তোমায়
ত্যাগ কর্‌চি। শত্রু সব দ্রুত অনুসরে
চারি দিক হতে ; আম্‌রা এড়াতে পার্‌ব না,
কিছুতে তাদের হাত। যুদ্ধেতে আটক
করে রাখি তাদের ক্ষণেক, গোলযোগে,
চারি দিক্‌কার শত্রু একত্তর করে ;
গুহায় পৌঁছিতে তুমি পার্‌বে ততক্ষণ।

কুমার। কি কাজ আমার প্রাণে, তোমার জীবন,
যায় যদি শত্রুহাতে।

ভদ্রক। আমার জীবনে,

আক্রোশ তাদের নাই তত, কৌশলেতে
প্রাণ আমি, রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব কোন মতে;
যদি ঘ'টে নাহি উঠে বিষম কিছুই।
তোমার জীবন প্রতি আক্রোশ তাদের;
গলকণ্ড-রাজপুত্রে বধেছ তুমিই।

কুমার। (ক্ষণ চিন্তায়)
না আমি যাব না, যুদ্ধ করি তোমা সঙ্গে।
তোমাকে ত্যাগ আমার, মৃত্যু অপেক্ষাও
ভয়ঙ্কর বোধ হচ্চে। (নিকট শব্দ)

ভদ্রক। (ত্রস্তভাবে) যাও, যাও শীঘ্র,
শত্রু এসে প'লো দেখ।

(কুমারকে মৌন দেখিয়া ক্রোধে)
ভীরু তুমি, ভীরু
হতেও ভীরু। এত ভয়ঙ্কর, তোমার
বোধ হচ্চে আমাকে ত্যাগ করা? সব কি
ঘুচাতে চাও তুমি, শত্রুর হাতে মরে?
মহা ভীরু সেই, যেই, বিপদেতে মৃত্যু
শ্রেয় করে। পৃথিবী পর্য্যাপ্ত আছে, যাও,
গিয়ে যুঝ, তার সহ মিলে, আমা জন্যে।
অন্ধকার যদি দেখ দিক্. দুই চক্ষু
থাক্‌তে, থাক, তবে থাক, মরি দুই জনে,
মেষ প্রায় চক্ষু মুদে, কূপে ঝাঁপ দিয়ে।

কুমার। আর না, ভাই, যাচ্চি আমি, আর তোমায়
মনেও কর্‌ব না, প্রাণ দিব উদ্যমেই।

(কুমারকে দুঃখিতভাবে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া।)

ভদ্রক। দাঁড়াও একটু; এস, আলিঙ্গন করি
একবার। (আলিঙ্গন। কুমার মৌনমুখ, ভদ্রক
দীর্ঘ নিশ্বাসে।)
যাও, চিন্তা ক'রো না কিছুই। (কুমারের প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।



ভদ্রক। যবনসৈন্য কতকগুলি প্রবেশ।

একজন। এই, এই, এই রে।

দ্বিতীয়। কৈ, আর একজন?

তৃতীয়। দ্যাক্‌, দ্যাক্‌, দৌড়ো, দৌড়ো। (যাইতে উদ্যত)

ভদ্রক। (করবারি ধারণে অগ্রসর) খাড়া রও।

প্রথম। এ কি!
এক্‌লা যুদ্ধ আমাদের সঙ্গে?

(সৈন্যগণ আক্রমণে উদ্যম। অপর সৈন্যগণ বহির্ভাগ
হইতে দেখিয়া বাহিরে কোলাহল। বিজাপুর ও তেলি-
ঙ্গানার রাজার দ্রুত প্রবেশ।)

বিজাপুর রাজ। যুদ্ধ কেন আর; অস্ত্র রাখ্।

(সৈন্যেরা যুদ্ধে বিরত। ভদ্রকের প্রতি।)

বন্দী আপনি আমাদের।

ভদ্রক। উচিত ব্যবহার করুন আমা প্রতি।

গলকণ্ডরাজ।—গৌরব আপনার বাড়াব বন্ধুতায়।
বিজনগরের রাজা হবেন আপনি।
আসুন, বন্ধুর হাত গ্রহণ করুন। (হাত বাড়াইয়া)
শীঘ্র দেখাইয়া দিন, কুমার কোথায়?
পিতৃহন্তা-পুত্র সেই আপনার, পুত্র
হন্তা, আমার। (ভদ্রক মৌনভাবে নীরব)
কি চিন্তা করিছেন এত?
বিষ চাটিছেন আপনি, মধু বোধ করে।
(ভদ্রক অধিকতর অবনত মুখ)
কাল নেই আর, শীঘ্র দেখাইয়ে দিন।
বিপক্ষ বিরুদ্ধে আমরা নিশাতেই যাব।
বন্ধুতা গ্রহণে, সঙ্গে, চলুন উল্লাসে;
পিতৃ সিংহাসনে আপনি বসিবেন শীঘ্র।
বন্ধুতার বিশ্বাসেতে কুমারে দেখান?

ভদ্রক। ওঃ, এই কি, বিশ্বাস বন্ধুতার?—যবন,
হত্যাকর আমায়? (অস্ত্র ধারণ)

গলকণ্ডরাজ।—(ক্রোধে)
কাফর, হাড়ে হাড়ে,—
নিশ্চয় মরণ হবে আমাদের হাতে।

(সকলে মিলে ভদ্রককে আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

নবমদৃশ্য।

একটী নির্জ্জন প্রান্তরে হেমাঙ্গিনী ও জীবন, সম্মুখে একটী বট বৃক্ষ।

জীবন। এই বট তলে, বসুন একটু,
কাতর আপনি, হয়েছেন বড়।

হেমাঙ্গি। কোথায় যাচ্চি যে, ভাই, বুঝিতে পার্‌ছিনে;
অন্তর আমার ভেঙ্গে গেছে, উড়ে গেছে,
আশা ও ভরসা, কষ্টে টেনে নিয়ে যাচ্চি
এ শরীর।

জীবন। রাজকন্যা আপ্‌নি, আপনার
একি সয়? তখনি, বলেছিলাম আমি,—
পথের এ কষ্ট, তাতে পড়্‌ব কোথা, শত্রু
হাতে, নির্ব্বুদ্ধির কাজ কেন করিলেন?
শিবিকা কেন বা ফেলে, পায়ে চলে আসা।
সঙ্গে নাই লোক জন, কেবল এ আমি।

হেমাঙ্গি। পাগল তুমি, বোঝ না; কুমার, ভদ্রক,
আর কি পদস্থ আছে, রাজকন্যা বেশে,
আড়ম্বরে যাব তাই, সাক্ষাতে তাদের?
কোথায় এখন তারা!

জীবন। চারি দিকময় শত্রু,
বা'র হয়ে চলে যেতে, এখনও তাঁরা,

পারেননি উত্তরে। বনে মাঝে নিশ্চয়(ই)
আছেন আশ্রয় নিয়ে।

হেমাঙ্গি। চল, আর আমি
বিশ্রাম চাই না; কত দূর হবে বন?

জীবন। অল্প দূর আছে আর, বেশী দূর নেই।

(উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

বনমাঝে, গুহা সন্নিকট কুমার।

দেখিনি আঁধার কভু এ হতে গভীর।
এ হতে, বিচ্ছিন্নকারী আঘাত(ও) পায়নি;
অনশনে অবসন্ন হইনি এমন।—
ভদ্রক, এখন আমি জানিতে পার্‌তেছি,
কি তুমি আমার ছিলে—জীবন জীবন!
পলাতে পারি না আমি; কার্য্যকরী বল
নাহিক আমার আর। কিছুই আমাতে
আর হতে পারিবে যে, বুঝিতে পার্‌ছি না।

(বহির্ভাগে ভদ্রক)

ওঃ কোথায় তোরা আমা, লয়ে যাস্?

কুমার। (আশ্চর্য্য ভাবে) কি, এ,—
ভদ্রক!

একজন। (বহির্ভাগে)—এই বনে দেখায়ে দিন্, নৈলে
হুকুম ত শুন্‌লেন, কাট্‌ব আম্‌রা এখনি।

ভদ্রক। আর আমি যাব নাক, যা হয় তা কর্।

কুমার। ভদ্রকে, দেখাতে আমা, এনেছে শত্রুরা।

(তলয়ার ধারণ)

বহির্ভাগে এক জন। একগুঁয়ে আপনি ;—চল্, নিয়ে চল্ রে।
ও—এরা এই দিকেই অস্‌চে ; দেখি ভাব।

(কুমার অপসৃত। মোহিনী কুহকিনী বেশে সহসা দৃশ্যে প্রবেশ ও চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কুমারের পশ্চাৎ অপসৃত। শৃঙ্খলবদ্ধ ভদ্রককে লইয়া কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ।)

সৈন্যাধ্যক্ষ। আপনার দশা ভেবে দেখুন, পরের
জন্যে কেন প্রাণ দেন। দেখুন একটি
আঘাতে আর আপ্‌নি নেই। বেঁচে থাকিলে
কি সুখ না হতে পারে, এই এ জীবনে।
রাজেশ্বর রাজা, পূজ্য, দেশ ও বিদেশে।

ভদ্রক। (ক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগে)
শীঘ্র হত্যা কর আমা।

কুমার। (অন্তরালে) হত্যা কর্‌বে বটে?—

(অস্ত্রধারণ, সহসা অন্ধকার দৃষ্টে শরীর জড়বৎ বোধে স্তব্ধ।

একজন সৈন্য। ভাব কি, কিসের শব্দ হয়?

দ্বিতীয়। শেয়ালটা

হবে।

ভদ্রক। (চকিত ভাবে) কুমার কখন, পড়্বে না তোদের
হাতে; স্বচক্ষেও যদি দেখে সে আমার
মৃত্যু। অন্তরের ভাই, সে আমার; রক্ষা,
করিবে সে অন্তর আকাঙ্ক্ষা। দেয় যদি
প্রাণ, দেবে অবশেষে, ঘোর প্রতিশোধ
আমার মৃত্যুর লয়ে। কাপুরুষ নয়
সে, পতঙ্গবৎ তাই, দেবে প্রাণ।

কুমার। (ফিরিয়া) আঃ, কি!
এখনও তাই?—কি এ, শরীর আমার
এমন কি জন্যে?

অধ্যক্ষ। বড় ভয় আমাদের
তাঁর কি না?—কর্ হত্যা, দরকার নেই
দেরিতে আর। (সৈন্যেরা হত্যা করিতে অসি নিষ্কাষণ)

ভদ্রক। (আবেগে) আঃ, আমি, জীব, আর কেন,
সংসারের বড়সী কেটে যাও। উদ্দেশে
আলিঙ্গন কর, তাঁরে একবার, যিনি
মায়াগুণ আকর্ষণে, হৃদয় ছিঁড়িয়া
ফিরালেন এত কাল, সংসারে তোমায়।
কুমার, তোমার ভাই ম'লো, ফেলে তোমা
একাকী বিপদে। (বস্ত্র দ্বারা মুখাবরণ)

(কুমার কম্পিত কলেবরে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

একজন। কি শব্দ আবার ভাই?

অধ্যক্ষ। দেখ একজন শীঘ্র?

এক জন প্রস্থান। অপর এক জন ভদ্রকের প্রতি অস্ত্রাঘাত, ভদ্রকের পতন। প্রস্থিত সৈন্য ত্রাস-বিকৃতভাবে দ্রুত প্রবেশ।

অধ্যক্ষ। কি, কি?

সৈন্য। আজ্ঞা—(বিকৃতমুখে তাঁহার মুখ পানে)

অধ্যক্ষ। কি, বল্?

সৈন্য। ভয়ঙ্কর পেত্নী। (গা ঝাঁকিয়া চক্ষু আবরণ)

অধ্যক্ষ। যাক্ যা—

একজন। রাত্রিকালে ইঁদুর মরা!

অধ্যক্ষ। আয়।

(অধ্যক্ষের অগ্রে ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান)

মোহিনী দৃশ্যে প্রবেশ ও ক্ষণকাল ইতস্ততঃ চাহিয়া, ক্ষণ চিন্তা-মগ্ন ও পুনর্ব্বার ইতস্ততঃ চাহিয়া প্রস্থান।)

একাদশ দৃশ্য।



ভদ্রকের মৃত দেহ পতিত। কুমার মোহাপগমে দ্রুত আসিয়া।

কি, কি, অ্যাঁ, কি হলো?—কোথা ভদ্রক?—ভদ্রক ওঃ হত্যা, হত্যা কর্‌তে এনেছিল তোমায়।

(উচ্চৈস্বরে)

ভদ্রক, কোথা গেলে ?—কতক্ষণ(ই) অজ্ঞান
ছিলাম। (অনুসন্ধান)
সত্যই কি, আঁ্যা—শত্রুরা তোমাকে
হত্যা কর্‌তে পেরেচে ? (দেহ পাইয়া)
কি, কি, আঁ্যা, এ কি ভাই—
নেই তুমি ? (ভূপতন ও ক্ষণ অভিভূত থাকিয়া)
ওঃ, হা, আমি, কাপুরুষ। যা, যা,
করবার, অঙ্গ হতে ; শত্রু, কোথা তোরা ?
(অস্ত্র ত্যাগে বিবশভাবে দ্রুত প্রস্থান ও ক্ষণপরে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া)
কৃতঘ্ন, আঃ কৃতঘ্ন আমি, প্রাণ দিলে যে,
এ ছার জনের জন্যে, দেহটাও তার
আমি অবহেলে ফেলে চলিলাম ? দেহ,
কর্ত্তব্য তোমার করে পরে মরি আমি।
(দেহ লইয়া প্রস্থান।)

দ্বাদশ দৃশ্য।



মোহিনী ঐ স্থানে প্রবেশ।

রাজ্যের আশা, সব ফরসা, ভদ্রক বল, ভাঙ্গিল এই,
দেখিল চোখে, দু দিন দুখে, কাটিয়ে শেষে, আমারি সেই।

মোহিনী রূপ, বিলাসকূপ, দেখাব তারে, কত সাজনে,
স্বপন-খেলা, চোখেতে মেলা, দেখিবে সব, চমক মনে।
ভুলে ইহলোক, দেখিবে যে লোক, ছড়াছুড়ি তায়, সুখের মেলা,
ঘুচাইয়ে দুখ, হাসিবে সে মুখ, খেলিবে মো সনে, মনের খেলা।

(অমনি গীত ও নৃত্য।) রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কি হলো আমারে, কেবা এসে ধরে, ঢলে পড়ি সুখ-ভারে।
আমি কাপালির মেয়ে কুহকী, কবে দেখেছি এ সুখ বাকি,
কঠিন পাষাণ, করে আলিঙ্গন, মরেছি, প্রেম বিকারে।
হেন ননী ছানা, মুখের লাছনা, পিয়েছি, কবে সুভারে।
কোথা বিশাল হেন উরসে, বাহুর ছাদনে, প্রগাঢ় পরশে,
এলায়ে কবে বা, অঙ্গ আবেশে, পড়েছি সুখের ধারে।
ছুটেছি সে দিন, দেখেছি যে দিন, কানন এরে বিহারে,
ফেলে যাগ যোগ, পঞ্চ কর্ম্ম ভোগ, ঢকেছি রাণীর দ্বারে।
এত দিন পরে, আশা এল করে, ধরা সে দিতে আমারে,
এই রাত এলে, নিয়ে যাই চলে, পর্ব্বত নিজ আগারে। (প্রস্থান।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।



বনের একাংশ, কুমার ভদ্রকের শব রাখিয়া, উন্মত্তভাবে এক এক বার উহার নিকটে আসিয়া উহা দর্শন ও পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক ভ্রমণ। হেমাঙ্গিনী ও জীবন কিঞ্চিৎ দূর প্রবেশ।

জীবন। এঃ, এই যুবরাজ! (দাঁড়াইয়া উভয়ে কুমারের ভাবদর্শন)

হেমাঙ্গি। কি কর্‌চে, জানি না ত।

কি সম্পত্ত্য ওখানে ? হত পশু যেমন
সিংহ, রক্ষা করে, ও যে, এদিক ওদিক
যাচ্চে, পুন ছুটে এসে, দেখিছে উহাই।
এমন যত্নের বস্তু, কি ওখানে ওর ?

জীবন। আমরা এসেছি যে, বুঝিতে এখন তা
পারেন নাই উনি। বিহ্বল হয়ে যেন
রয়েছেন কিসে ?

হেমাঙ্গি। দুঃখ ভিন্ন, আর কিসে ?
(অগ্রসর হইয়া)
কুমার ! (কুমার উহাঁদের প্রতি বিস্ময় দৃষ্টিতে স্তম্ভবৎ)
কুমার, হাঁ রে, কি ? কি ভাব দেখ্‌চি ?
উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু কেন? কি, পাগল
হয়েছ ?—ভদ্রক কোথা ? (কুমার তদবস্থায়)
ডাক তারে ত্বরা ;—
ভদ্রকে ডাক ; চল, সিংহাসন প্রস্তুত
তোমার জন্যে ; সব উদ্ধার হবে, চল
নাগরিকেরা তোমায় রাজ্যভার দিতে
ব্যাকুল হয়েছে ; তারা ক্রোধেতে অধৈর্য্য,
তোমাদের প্রতি এই অন্যায় আচারে।
সকলি তাচ্ছিল্য তারা করিতে উদ্যত,
পেলে একবার তোমা।

কুমার। বসাতে কি চাও,

সিংহাসনে, ঘৃণ্য দাস এক জনে? দিদি,
বিক্রীত হয়েছি আমি ভদ্রকের কাছে—
দেখ এই, (শব দেখাইয়া)
দেখ, এই মহাত্মা ভূতলে,
আমারি জন্যেতে পড়ে, আকাশে উড়ায়ে
দিয়ে অমূল্য জীবন। অকাতরে পড়ে;
আমারি মঙ্গলে যেন, অণু অণু করে
দিচ্চেন মৃত্তিকা গ্রাসে প্রিয় এ শরীর।
দিদি, দেখ, দেখ চেয়ে?

হেমাঙ্গি। (শব দেখিয়া) এ কি!—হা ভদ্রক!
সকল আশার শেষ, এই করে গেছ? (ভূপতন)

জীবন। এ কি হয়েছে, অঁ্যা, এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার!
(হেমাঙ্গির প্রতি)
স্থির হোন্, আঃ, চুপ করুন। স্থির, স্থির
হোন্?

হেমাঙ্গি। ভাই ভদ্রক, এ কি, এ কি করেছ?

জীবন। শান্ত হোন্?

হেমাঙ্গি। এত দিন কাঁদিনি ত। আর
সহস্র বিপদেও কাঁদ্‌ব না, প্রতিজ্ঞা যে
ছিল। ভাই, ভাই রে, তুমি কি সহোদর
নও?

জীবন। (কুমারের প্রতি) কিরূপে এ কাণ্ড ঘটিল?

কুমার। আমাকেই,
গুপ্ত স্থানে দেখাইয়া দেন নাই বলে,
শত্রুরা করেছে হত্যা, আমারি সাক্ষাতে।

হেমাঙ্গি। ধন্য, ধন্য তুমি ভাই ; দেবতা তুমি ! হা,
ভদ্রক, জান্‌লাম তবে, মঙ্গল কিছুই
নাই আর আমাদের। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে কুমারের প্রতি)
কুমার, তুমি কি,
যাবে না ? যাবে না ? বল ভাল করে ?
এত পরেও মায়ের প্রতিহিংসা লও।
বল তা কুমার, যাবে কি না এখনো।
তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে চাও কি না বল ?
এই দেখ, ভালবাসা প্রাণ দেওয়া সাক্ষী।
(শব দেখাইয়া)
মাতৃভালবাসা চেয়ে সংসারে কি আর ?
প্রাণ যতক্ষণ আছে, অন্যায়ের তাঁর,
প্রতিশোধ লবে কি না ? নাই যদি যাও,
আমিও যাব না, প্রাণ এখনি ঘুচাব।
কি জন্যে আর ; মরুক গো সে হেমাবতী
রাক্ষসীর গ্রাসে।

কুমার। (ক্ষণকাল বিরামে) দিদি, কেমনে কি কর্‌ব,
মনের হাত পা, ভেঙ্গে গিয়েছে আমার,
রসাতলে পড়ে। আর, হবে না সংসারে,

আমা হতে কিছু। যাও দিদি, কিছুতেই
আর, লয়ে যেতে তুমি, পার্‌বে না আমায়।
হেমাঙ্গি। একান্ত যাবে না তুমি, এই কি নিশ্চয়?
কুমার। আমা হতে আর কিছু হবে না সংসারে,
ভদ্রকের মৃত্যু যবে স্বচক্ষ দেখেছি,
এক পাও নড়ি নাই। হৃদয় প্লাবিয়ে
উত্তেজনা বাক্য তার এখনো ভাসিছে।
অসাড় পাষাণ আমি, কঠিন অচল!
দুর্ভাগ্য করেছে আমা নরাধম নর।
হেমাঙ্গি। তবে কি সকল তুমি ভাসাইয়া দিলে?
যে প্রতিজ্ঞায় এত দূর, পূর্ণ নয় তাও?
তবে, তবে আমি, করি কি? সংসার, স্বর্গ?
এখনি নিপাত কর আমায়। কুমার,
এরি জন্যে কি, এত করিলাম? তুমি কি,
এত যতনের এই কর্‌লে শেষ?—যাও,
আর আশা করি না তোমার। এত দিনে
জান্‌লাম, আমার মাকে, হত্যা কর্‌লে তুমিই।
হত্যা কর্‌লে এই প্রিয় ভদ্রকে আবার,
হত্যার উপরে। হত্যা কর্‌লে আমাকেও,
সকলের দৃঢ় বাঞ্ছা একা নষ্ট করে।
কাপুরুষ, নরাধম তুমি, যাও, মৃত্যু
খোঁজ গিয়ে ধূলার ভিতরে।—হা জীবন,

অভাগী হেমারে, হাতে দিলাম তোমার।
রক্ষা ক'রো তারে।—এস, কুমার, এখন
হত্যা কর আমাকে, পাপ যজ্ঞে তোমার
পূর্ণাহুতি হোক্।

কুমার। (কম্পিতকলেবরে) হা, আমি, কোথা ঈশ্বর!(ভূ-পতিত)

জীবন। যুবরাজ, উঠুন, উঠুন।—যুবরাজ ?

কুমার। আঃ ভাই, চল, তোমরা যেখানে লয়ে যাবে,
যাব আমি, অগ্নিকুণ্ডে হোক্, যাব চল।
নরকে বা অন্ধকূপে, যাব, চল যাব।

(ক্ষণ বিরাম। হেমাঙ্গিনী তৎপরে)

হেমাঙ্গি। কুমার, ভাই বলি, আমার কথা শুন;—
তুমিই শেষাশ্রয় এখন আমাদের,
ভদ্রক গিয়েছে যবে। দেশে চল, এখনো
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর; মায়ের ঋণ শোধ।
নাগরীকেরা সবাই তোমার পানে, চেয়ে
আছে। ভদ্রকের মৃত্যু, আরো উত্তেজিত
করিবে তাদের। চল, কর্ত্তব্য যা কর;
সংসারে ত সুখ আর হবে না নিশ্চয়,
যে হয় শেষের বিলি করিব সকলে।

জীবন। শবের উপায় আগে করিগে চলুন।

(শব লইয়া সকলে অবসন্নভাবে প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শান্তি উদ্যান। রাজা অন্যমনস্কে। মোহিনী নিঃশব্দে কিঞ্চিৎ দূরে।

মোহি। (অনুচ্চস্বরে) হায় হায় হায়রে, হায় হায় হায়;
এমন জালের পাখী পাশকেটে যায়?
হেমাঙ্গি, ডাকাবুকী, ডাকিনী বালাই,
উড়ে পড়ে নিয়ে এলো মুখে দিয়ে ছাই।
দিনের বেলায় তাই পেয়েছিল হাত,
রা'তে হলে দেখাতাম চৌঘুরি মাত।—
রাণী আস্‌চে—(সহসা অন্ধকার ও বিদ্যুৎ দেখাইয়া অপসৃত) (রাজা চমকিতভাবে দাঁড়াইয়া)
পরীক্ষার ছলনা, বিস্ময়,
এই ত শাস্তি ঘোর? এর পরে হয় ত
রৌরবাদি আছে।—কি আশ্চর্য্য সকলি এ,
প্রকৃতই যেন; দেখি আবার অদ্ভুত!
(একটি বৃক্ষাভিমুখে গমন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রাজা। রাণী রাজার নিকটবর্ত্তী, রাজা সহসা ফিরিয়া রাণীকে দেখিয়া স্তম্ভবৎ।)

রাণী। রাজা, আজ্ একবার, শেষ কথা আজ্—

রাজা। শেষ?—শেষ তবে আজ্?—কি হইবে হোক্।
শেষ হবে আজ্—আঃ কি দেখাবে দেখাও!
শান্তি, ভুলে গেছি আমি তোমার মুরতি!

রাণী। মহারাজ—

রাজা। বল শীঘ্র বল, কি করিব?
এই যদি শেষ হয়, প্রাণ শেষ হোক্!

রাণী। শুনিছেন চারিদিকে, কি এ কোলাহল?
কুমার এখানে, তারে নাগরীকগণ,
সিংহাসনে বসাইছে আমারে নাশিতে।
করুন আমারে রক্ষা, ধর্ম্মের দোহাই!

(চরণে পতন)

রাজা। (ক্ষণচিন্তায়) এই কি সমস্যা শেষ, স্নেহের সঙ্কটে;
দেখি ভাল, কোথা, কিবা পাতক মুরতি?

(করবার উন্মোচন। কুমারের প্রবেশ, রাণী সত্বর প্রস্থান। রাজা কুমারকে উপস্থিত দেখিয়া)

তৃতীয় দৃশ্য।

কেমন সংযোগ সব, এই উপস্থিত!
এই ত কুমার(ই) ঠিক;—আশ্চর্য্যই বা কি?
এই ত আমি(ই) সেই, হস্ত, পদ সমাবিষ্ট,
ইন্দ্রিয় সকল ফুল্ল, দেখিতে আবার
ইহলোকে সেই লোক।—আয় দৈত্য, আয়! (গমনে)
দুরাত্মা, রে দৈত্য, ধর অস্ত্র, হত্যা কর্‌ব
আমি তোরে।

কুমার। বাবা—আমি বিদ্রোহী ত নই,
আপনার; আমায় দুষ্টের অভিষন্ধি
বিদ্রোহী করেছে—

রাজা। (হাসিয়া) ঠিক্, সত্য বলিতেছ;
মন্দাভিষন্ধির তুমি বিদ্রোহী কুমার!
বাবা আমা বলিস্ না; জানি আমি তুই
পুত্র নস্ আমার; ধর অস্ত্র, মায়াবী?

কুমার। মায়াবী কি আমি, বাবা—হা মায়াবী আমি!—
মায়াবী আমি নই, বাবা, পুত্র বৈ নই।
চূর্ণ কর এই শির, দেখিবে ইহাতে,
তোমারি চিন্তার চিন্তা। কাট এ শরীর,
খুলে ফেল শিরা সব, দেখিবে বহিছে,
তোমারি রক্তের রক্ত। চিরে ফেল বুক,

হৃদপিণ্ড নাচে, দেখ্‌বে, জীবনী জীবনে
তোমারি তা। আগুণে পোড়াও, দেখ যদি
অণুমাত্র বাহিরায়, আমা হতে কিছু
তোমার বিরূপ, তবে বিজাতক আমি,
তোমার বিদ্রোহী যোগ্য, মায়াবী, বঞ্চক।—
পুত্র কভু পিতৃ শত্রু হইতে পারে না।
কি আছে তাহার তাতে পিতার বিরূপ।

(রাজা কুমার প্রতি ক্ষণস্থির দৃষ্টে কুমারের গলা ধরিয়া)

রাজা। কুমার(ই) তুই আমার, ভাবি তোরে তাই;
কুমার(ই) আমার যেন তুই সে কুমার।
(আঃ) বঞ্চনাও কি মধুর, মধুরে মধুর!

(কুমারের বক্ষে মস্তক স্থাপন, উভয়ে উভয়কে ক্ষণ অনুভব
রাজা সহসা কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া।)

আঃ বঞ্চিত হলাম, মজিলাম আমি ত!
কোথায় পড়্‌তেছি? দূর পাষণ্ড, মায়াবী;
ভুলাতে আমায় তুই পারিবিনা,—আয়?

(অসি উত্তোলন)

কুমার। কেন এ নিষ্ঠুর বাক্য—বাবা, আঃ, আমায়
হত্যাই করুন, আর বলিতে চাহি না—

(পদতলে পতন)

রাজা। (বিমুখ হইয়া) ওঃ, পাষাণ জড় আমি, মিথ্যা যদি এও,
দূর হ প্রতিজ্ঞা, ধর্ম্ম;—কি ধর্ম্ম দেখাই,

প্রকৃতি বিরুদ্ধাচারে ? মোহ যদি এও,
মোহেরো আংশিক সুখ অনুভব করি,
অতুল্য তা দূরগত ব্যাপ্ত সুখ চেয়ে।
এই যেন সেই লোক, এই সে কুমার,
পদতলে আমার ; লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত,
আমারি সে হারাধন পড়ে পদতলে। (ওঃ)—
কুমার, পুত্র আমার !—(কুমারের উপরে পতিত, কুমারকে গাঢ় আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদি)

কুমার। (চরণ ধারণে) আপনারি দাস,
বাবা !

রাজা। (ক্ষণ বিহ্বলভাবে) হা, গেলাম আমি, নষ্ট যে হলাম !
(জোরে কুমারকে তোলাইয়া)
দুষ্ট, ভুলায়ে আমায় ফেলি দিলি তুই ?
পতিত করিলি আমা নষ্ট, ভ্রষ্ট, ছার ?
(কম্পিত কলেবর)
দেবতারা, স্থির কর আমা, স্থির কর ;
রে মায়াবী ধর অস্ত্র, নিরস্ত্র জনেরে,
বধ করিব না আমি।

কুমার। এ কি, দেখি বাবা !

রাজা। বাবা বলে করিস্ না, সম্ভাষণ আর ?—
ধর অস্ত্র, ধরিবি না ? (অস্ত্র আস্ফালন)

কুমার। তোমার বিরুদ্ধে ?

ওঃ, যা, অস্ত্র অঙ্গ হতে, (খুলিয়া ফেলন)

তোমার বিরুদ্ধে

জানি না আমি, বাবা, ধরিতে অস্ত্র।

রাজা। ছাড়

এখনো কুহক্ বল্‌চি ? ধর অস্ত্র ধর ;

পাতক পরীক্ষা তোর অস্ত্রেতে দেখাই।

(দৃঢ়রূপে অস্ত্র ধারণ)

কুমার। (হতাশভাবে ইতস্ততঃ ক্ষণ নিরীক্ষণ)

অস্ত্রেতেই শান্তি তবে হোক্ এ যাতনা।

ভাইরে ভদ্রক, দেখা দাও একবার

স্বর্গ রাজ্যে, দেও দেখা, ধর, ধর আমা!

রাজার অস্ত্রেতে পতন, পরে ঘোর আঘাতে সংজ্ঞা হীন ভূপতিত। সহসা অন্ধকার, বিকট কণ্ঠশব্দ, বজ্রশব্দ ও বিদ্যুৎ। ক্রমে অন্ধকার পরিষ্কার সমস্ত স্থির, কুমারের দেহ অপসৃত। রাজা স্তম্ভবৎ ক্ষণ দাঁড়াইয়া, উন্মত্তের ন্যায় বিকট চিৎকারে লম্ফ ঝম্ফে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ। দূরে বহির্ভাগে কোলাহল। নাগরিকেরা বিবশভাবে অভিনয় স্থল দিয়া এদিক ওদিক ধাবিত। যশরাজ ও মহিমানের ত্রস্তভাবে প্রবেশ।

যশ। কিন্তু দাঁড়াও, আমার বোধ হয় এটা,

জনরব।

মহি। যাই হোক্, নগর বাঁচাতে
। এখনি প্রস্তুত ভাল। মন্ত্রী মহাশয়
পরাজয় নিশ্চয়(ই) সে, হয়েছে কি হোক্।
যশ। কিন্তু হত তিনি আরো, শুন্‌ছি যে।
মহি। হবেন
তাও, যদি, না হয়েও থাকেন।
যশ। সাংঘাতিক,
আঃ এ যুদ্ধ পরাজয়!
মহি। নগর বাঁচাও
এখনো যা হবে কর। মহারাজে দেখ্‌তে,
যুবরাজ উদ্যানে গেছেন; লয়ে তাঁরে
নগর সুদৃঢ় কর সৈন্য সংস্থাপনে।
(অতি নিকট কোলাহল)
যশ। এ আবার কি ঘটিল?
মহি। কি ব্যাপার সব?
কতকগুলি নাগরিকের প্রবেশ।
একজন। গেল, গেল, রক্ষা—হা, রক্ষা, রক্ষা করুন?—
শত্রুরা নগর দ্বারে।
যশ। অ্যাঁ, কি, কি বল এ?
তবে কি সকলি সত্য?
মহি। শীঘ্র এস তবে?
দ্বিতীয়। মহারাজ, যুবরাজে হত্যা করে, ক্ষেপে;

ছুটেছেন।

মহি। ক্ষেপেছ কি তোমরাই?

বুকে

তৃতীয়। ছুরি মারিলেন রাজবালা, কুমারের
দশা দেখে।

কোথা হতে আস্‌চ তোমরা?

দুর্ঘট বচন সব মুখে ভরা;—যমপুরী
হতে?

(নিকটে পুনর্ব্বার কোলাহল, সকলে সেই দিক লক্ষ্য, নাগরিকগণে বেষ্টিত রাজা উন্মত্তভাবে প্রবেশ।)

মহি। এ কি, মহারাজ, উন্মত্ত যে, ধর? (ধরিতে উদ্যত)

রাজা। (অস্ত্র আস্ফালনে) কেটেছি কুমাররূপ মহাদৈত্য সেটা;
কাটিব সকলে আজ সম্মুখে যে পড়ে।
নরকের দেশ কর্‌ব, কেটে ছারখার
কাটিব সকলি আজ, কাট, কাট, কাট!

(আক্রমণ, মহি ও যশ ভিন্ন সকলের পলায়ন। রাজা এক দিক দিয়া প্রস্থান।)

মহি। এই দশা শেষ হলো নগরের ভাই!

যশ। শত্রুরা নগর দ্বারে ঘোর যুদ্ধ কর্‌চে।
প্রাণ রক্ষা দেখ। চল, হেমাবতী বুঝি,
এখনো জীবিত, আছে লয়ে তারে চল,
পলাই কোথাও দূরে, পুরী ছেড়ে এই। (প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।



একটি গৃহ। অম্বালিকা ও হেমাবতী। চতুর্দ্দিক কোলাহল পূর্ণ।
হেমাবতী ব্যাকুল ভাবে, অম্বাকে ধরিয়া।

হেমাব। কোথা দিদি, দাদা কোথা, ভয় হচ্চে, ধর আমা।
চারিদ্দিকে, এ কি হলো, কোথা আমা, ফেলে তাঁরা?
চল আমা, নিয়ে চল, দিদি, দাদা, আছে যেথা।
এখনো যে, এলেন না, বল তাঁরা কোথা গেছে?

অম্বা। (দীর্ঘ নিশ্বাসে হেমার মুখ প্রতি চাহিয়া)
জানি না আমি, কোথা তাঁরা।
নিয়ে যেতে তোরে পারিব না।
তোরি ভাবনা, ভাবিতেছি।
কি করিব আমি, জানি না ত।
পারিস্ কি মর্‌তে, বল দেখি?
অস্ত্র এনে আমি, দিই তোরে?

হেমাব। (সরোদনে অম্বার বক্ষে পতন)
কি হয়েছে, বল আমা, কোথা তাঁরা, বল, বল?
তুমিও কি, ফেলে আমা, পলাবে এ, ভয় মাঝে?

অম্বা। ফেলে তোমা পলাব না, তার চিন্তা নেই।
(নিকট কোলাহল।)
ঐ শোন, শত্রুতে পুরী, ঘিরে এলো সব।
এই এলো বলে তারা—রাজার দুহিতা,'

নিষ্কলঙ্ক কুলে জন্ম ; যবনের হাতে (অতি নিকট শব্দ)
পারিবি না মর্‌তে ? এ(ই) এ(ই) অস্ত্র আছে নে।
(অস্ত্র প্রদান)

হেমাব। দাদা, দিদি, কোথা, বলে দেও।
ছুটিয়া পলাই, আমি সেথা।

অম্বা। যেতে তুমি সেথা পারিবে না।
এই পলে এই, শত্রু হাতে।
পার যদি মর্‌তে, ধর অস্ত্র ? (কম্পিতকলেবর)

হেমাব। জানি না ত আমি, মর্‌তে, কেমন করে হয়।
তুমি মার তবে। দিদি, তোমরা গেছে কোথা।(রোদন)

অম্বা। স্বর্গে চলে গেছে তারা, তুমি যাও সেথা।
মরেছেন দুজনেই, নেই ইহলোকে।

হেমাব। (ক্ষণ অবাক্ দৃষ্টে অম্বার মুখ পানে চাহিয়া)
হা দিদি, দাদা,—দেও অস্ত্র, জানি আমি মর্‌তে।
পার্‌ব মর্‌তে, আমি, আমি এখন, এখনি।
(অস্ত্র লইতে উদ্যত)

দ্রুত মহিমান ও যশরাজের প্রবেশ।

মহি। কি, কি, হেমাবতী ভয় নাই, শীঘ্র এস।

অম্বা। রক্ষা করুন, আপ্‌নারা, রাজবংশ শেষ।

যশ। কাল নেই, শীঘ্র এস, এস, এস, এস।

(হেমাবতী অধৈর্য্য ভাবে রোদন ও ছট্‌ফট্। সকলে তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।



রাণীর গৃহ। রাণী ব্যাকুল ভাবে ছেলে কোলে লইয়া পরিক্রমণ।
অম্বার দ্রুত প্রবেশ।

রাণী। (অম্বাকে দেখিয়া)
কোথা যাই, অম্বা, হা, বাবা, বাবা আমার!
অম্বা, সব আমা, ছেড়ে গেছে, কেউ নেই—
(ছেলে দেখাইয়া)
এই গলগ্রহ কেন ছাড়াতে পার্‌চি না।
ছুটে পলাতাম আমি।

অম্বা। ফেলে দিয়ে যান্‌,
ওরে, মমতায় প্রাণ যায়, সব গেল,
রাজ্যের মায়ায় পড়ে এই।

রাণী। জ্বালাস্‌ নে অম্বা,
আর আমা, সব গেছে, তুই(ও) যা, কেন হেথা?

অম্বা। দেখুন বারেক চেয়ে, কি তুমুল ঝড়,
নগরের দ্বার সব কাঁপায়ে ভাঙ্গিছে।
রাজ্যের সমৃদ্ধি রা'শ, জ্বলে সব গেল,
লালসা আগুন শিখা, ধরে আপনার!
সর্ব্ব দগ্ধ হলো এই, একাকার ভস্মে,
খুঁজি শয্যা আমরাও; ভস্মের মাঝারে,
ঢুকুক লালসা শিখা। শ্মশানের শান্তি,

বিজয় নগর পা'কৃ। (রাণীর মূর্চ্ছা. অম্বা ধরিয়া)
এখনি ঘুমাবে ?
দেখ আগে বিভীষিকা, ঘুমায়ো তা পর।
(চেতন করাইয়া)
কুমার মরেছে, শক্র হেমাঙ্গি মরেছে।
দেশ ছাড়্ল, হেমাবতী, মহি, যশ সঙ্গে।
মরেছে তোমার বাপ্ ; সাধের সে রাজা,
উন্মত্তে পশেছে যুদ্ধে, দেখ কি বা হয়।

(দ্বারদেশে সৈন্যগণের কোলাহল, অম্বা দ্রুত প্রস্থান।
রাজার মৃত দেহ লইয়া কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ।)

রাণী। (রাজার মৃত দেহ দেখিয়া)
এ কি, এ কি, মহারাজ, কি হয়েছে হায় ! (মূর্চ্ছা)

একজন। দ্যাখ্, দ্যাখ্ হয়ে গেল নাকি ?

দ্বিতীয়। নিয়ে চ এদের, বন্দী করে।
(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।

PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS.
NO. 55 AMHERST STREET, CALCUTTA.